ধর্ম্মমূলক নাটক।

শ্রীসতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

প্রথম সংস্করণ

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
স্বরলয়ে গঠিত।

ভারত সঙ্গীত সমিতি হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা।

দি ফাইন আর্ট প্রিণ্টিং সিণ্ডিকেট্,
১৪৭ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীজগবন্ধু দাস ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

ইং ১৯০১। সন ১৩০৮ সাল।

মূল্য ৸৹ বার আনা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

চণ্ডীরাম … … …	জনৈক পাগল (ছদ্মবেশী সিদ্ধ পুরুষ)
অমরসিংহ … … …	বৃদ্ধ রাজা।
রঘুজী ও রতনজী … …	ঐ মন্ত্রিদ্বয়।
বিপর্য্যয় … … …	ঐ অনুচর।
শঙ্কণ্‌সিংহ … …	জনৈক সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তি।
কুমারসিংহ … … …	ঐ পুত্র।
মাধবসিংহ … … …	ঐ গৃহে প্রতিপালিত।

ভট্টাচার্য্য, ঘাতকদ্বয়, নাগরিকদ্বয় ও বৃদ্ধনাগরিক।

স্ত্রীগণ।

যোগমায়া … … …	শঙ্কণ্‌সিংহের স্ত্রী।
মাধবী … … …	ঐ কন্যা।

সখিগণ ও নাগরিকাগণ।

একটী বিশেষ কথা।

আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, ভারত সঙ্গীত সমিতি নাট্য-সম্প্রদায়ের সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি এই নাটকে, চণ্ডীরামের অংশ অভিনয় করিয়া, সহস্র সহস্র দর্শকের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। যাঁহার "চণ্ডীরাম" অভিনয় দর্শনে সুধি দর্শক মণ্ডলী আত্মহারা হইয়া ভুয়ঃ ভুয়ঃ প্রশংসা করিয়াছেন। সেই সর্ব্বজনাদৃত সুগায়ক চণ্ডী বাবু আমার এই পুস্তকে তাঁহার স্বরচিত ,"সাধের ঘুম ঘোর" "কালি কলুষ নাশিণী" গীতদ্বয় সন্নিবিষ্ট করিয়া, চণ্ডীরাম নাটকের অনেক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। বিশেষত তাঁহার দ্বারা সুরলয়ে গঠিত হইয়া, চণ্ডীরামের গীত গুলি যেরূপ স্বর্গীয় ভাবে বিভূষিত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় সুরজ্ঞ ভাবুক দর্শক মাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। চণ্ডী বাবু সহায়তা না করিলে আমার বোধ হয় চণ্ডীরামের এত সুন্দর অভিনয় কখনই সম্ভব হইত না। আমি চণ্ডী বাবুর নিকট ইহার জন্য চিরদিনের মত কৃতজ্ঞ হইয়া রহিলাম। ইতি—

বিণীত

শ্রীসতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,

গ্রন্থকার।

উৎসর্গ।

মাননীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু অমূল্য প্রসাদ ঘোষ,

মহাশয় দীর্ঘ-জীবেষু-

মহাশয়!

এ জগতে ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকের যেমন আদর, এমন আদর আর কিছুরই নাই, কিন্তু সকলে এই অমূল্য রত্নের সম্যক্ সমাদর করিতে জানে না, এবং ধর্ম্মের পবিত্র মহিমা বুঝিতেও সক্ষম হয় না। কারণ ধর্ম্মবুদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া, সকলের সহজে ঘটিয়া উঠে না। আমি বাল্যকাল হইতে, আপনার নির্ম্মল চরিত্র, পবিত্র স্বভাব, এবং ধর্ম্মভীরুতা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, আপনি ধর্ম্মকেই সমধিক সমাদর করিয়া থাকেন, এবং সংসারের সার বলিয়া জানেন, আপনার নিকট ধার্ম্মিকের সমাদর যথেষ্ঠ পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। "চণ্ডীরাম" পাগল হইলেও আপনার নিকট যে অনাদৃত হইবেন না, তাহা আমি খুব স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি, কারণ "চণ্ডীরাম" ধার্ম্মিক ও ভক্তের আদর্শ, "চণ্ডীরামের" পাগ্‌লামি কেবল সংসারে "ভান" মাত্র। "চণ্ডীরাম আদর্শ

সিদ্ধ ভক্ত"। ধার্ম্মিকের পাগ্‌লামি জ্ঞানিজনের নিকট কখনই উপেক্ষনীয় হইতে পারে না। কারণ সাধু সিদ্ধ মহাপুরুষেরা এ সংসারে যে কখন কি ভাবে অবস্থান করেন, তাহার কিছুরই স্থিরতা নাই। যাঁহার উপদেশামৃত পানে পাপীর পাপময় প্রাণে পুণ্যের সঞ্চার হয়, এই অশান্তিময় সংসার মরুভূমে অজস্রধারে শান্তিধারা বর্ষণ হয়, আমি সেই পবিত্র-আত্মা 'চণ্ডীরাম প্রভুকে' আপনার পবিত্র করে প্রদান করিলাম, আপনি একবার আপনার হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া, ভক্তিপূর্ণ-প্রাণে "চণ্ডীরামকে" দর্শন করুন, অপার আনন্দ পাইবেন। আপনি ধর্ম্মপিপাসু, প্রভু চণ্ডীরামের মুখেও কেবল ধর্ম্মের উপদেশ। ধর্ম্ম-পিপাসুর ধর্ম্মোপদেশেই যে পরিতৃপ্তি তাহা আমি বেশ জানি এবং সেই ভরসাতেই আপনার করে আমার আরাদ্ধ দেবতা চণ্ডীরাম প্রভুকে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

গ্রন্থকার,

শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

নাটক প্রণয়ন সম্বন্ধে এক প্রকার ইহাই আমার প্রথম উদ্যম, কিন্তু কি দুঃখের বিষয় যে আমার এই প্রথম উদ্যমে, অনেক হৃদয়হীন, অন্তঃসার শুন্য; পরশ্রী কাতর, বিশ্ব নিন্দুক, নব্য যুবক, এরূপ ভাবে আমার এই নাটকের সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, যে মধ্যে মধ্যে সেই মূল্য হীন সমালোচনার ক্ষীণ প্রভাবে, অনেকে "চণ্ডীরামকে" উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু যখন "ভারত সঙ্গীত সমিতির" কতিপয় গুণগ্রাহী গণ্য মান্য সুধি সভ্য মহাত্মাদিগের, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, এই অপরিচিত লেখকের ক্ষুদ্র লেখনী নিসৃত "চণ্ডীরাম" ধর্ম্মমূলক নাটকের প্রতি নিপতিত হইল, যখন তাঁহাদের আন্তরিক উৎসাহ যত্ন ও অর্থ্যব্যয়ে, ৯ই জুলাই ১৯০১ সালে ক্লাসিক রঙ্গ মঞ্চে সহস্র সহস্র বর্দ্ধিষ্ট দর্শকের সম্মুখে ভারত সঙ্গীত সমিতির সভ্যগণ কর্ত্তৃক, "চণ্ডীরাম" নাটক প্রকাশ্য ভাবে অভিনীত হইল, যখন সেই সমবেত সহস্র সহস্র গুণগ্রাহী দর্শকের মুখে উক্ত নাটক সম্বন্ধে অদ্ভূত প্রশংসা ধ্বনি সমুত্থিত হইয়া, কলিকাতার পল্লিতে পল্লিতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, যখন সুবিখ্যাত সংবাদ পত্র সমূহে "চণ্ডীরাম" অভিনয়ের বিশেষ রূপে সুখ্যাতি লিখিত হইল, তখন সেই উৎসাহ ভঙ্গকারী, পরশ্রী কাতর ঘৃণিত যুবক গুলির যে কিরূপ শোচনীয় অবস্থা হইল, তাহা বোধ হয় ভাবুক পাঠক মাত্রেই অনুভব করিতে পারিতেছেন। যাঁহার ইচ্ছাতে চণ্ডীরাম

লিখিত হইয়াছে তাঁহার কৃপায় আজ চণ্ডীরাম সর্ব্ব জনাদৃত হইল। যে সকল মহাত্মার আগ্রহে ও উৎসাহে, চণ্ডীরাম প্রকাশ্য নাট্য মঞ্চে সাধারণের সম্মুখে অভিনীত হইয়াছিল, এ অবসরে তাঁহাদিগের নাম উল্লেখ না করিয়া, আমি আশার পরিতৃপ্তি কিছুতেই করিতে পারিলাম না। 'আমি ঐ সকল নিম্ন লিখিত গুণগ্রাহী মহাত্মাগণের নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হইয়া রহিলাম। মাননীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু ঈশান চন্দ্র বসু,—

(I. C. Bose Esq., of Howrah.)

" " " বিজয় চন্দ্র সিংহ।
" " " ভূপেন্দ্র শ্রী ঘোষ।
" " " প্রসাদ দাস বড়াল।
" " " যোগেশ চন্দ্র সিংহ।
" " " অমরেন্দ্র নাথ দত্ত।

(ম্যানেজার ক্লাসিক থিয়েটার)

" " " কেদার নাথ রায়।
" " " প্রমথ নাথ বসু।
" " " ব্রজ গোপাল বাগ্‌চী।
" " " বিপিন বিহারী দত্ত।
" " " রামতারণ সান্যাল।

(সঙ্গীতাচার্য্য ষ্টার থিয়েটার)

পরিশেষে বক্তব্য সুবিখ্যাত মহাভারত অনুবাদক স্বর্গীয় কালী প্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান্ বিজয় চন্দ্র সিংহ মহাশয়ের কৃপা, যত্নে ও অর্থ ব্যয়ে আজ চণ্ডীরাম নাটক

মুদ্রিত হইয়া সাধারণের পাঠোপযোগী হইল। আমি তাঁহার নিকট চিরদিনের মতন এই অনুগ্রহ ব্যবহারের জন্য ঋণী হইয়া রহিলাম ইতি।—

বিনীত,

গ্রন্থকার।
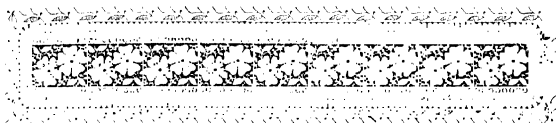
চণ্ডীরাম

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মন্ত্রণাগার।

(রঘুজী চিন্তায় মগ্ন। রতনজীর প্রবেশ।)

রতন। কিহে রঘুজী? এত চিন্তিত কেন? আবার কিসের এত চিন্তা? কিছু গোলযোগ ঘটেছে নাকি?

রঘুজী। ভাই রতনজী, তুমি এসেছ? আমি এই মাত্র মনে কচ্ছিলুম তোমাকে ডাকৃতে পাঠাই! আবার এক বিষম কাণ্ড উপস্থিত।

রতন। রাজবাড়ী কবে আর কাণ্ড ছাড়া আছে বল? তবে এ আবার কি কাণ্ড জানিনা। হত্যাকাণ্ড না সপ্তকাণ্ড?

রঘুজী। হত্যাকাণ্ডই বটে! ঐ বিপর্য্যয়টা মহারাজের যে কি সর্ব্বনাশ ঘটাবে তা বল্‌তে পারিনি।

রতন। সেত আমি তোমায় পূর্ব্বেই বলেছি যে ও লোকটা বড় ভাল নয়, ওর মতলব খারাপ। আবার কি করেছে?

রঘুজী। মহারাজকে আবার এক সুন্দরী বালিকা দেখিয়ে, বিবাহের জন্য উন্মত্ত করেছে।

রতন। কি আশ্চর্য্য! ঐশ্বর্য্যের কি অপার মহিমা! এই আসন্ন কালেও মহারাজের আবার বিবাহ কর্‌তে ইচ্ছা? তা মহারাজই যেন উন্মত্ত হয়েছেন, কিন্তু মহারাজের এ বয়সে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কর্‌বার জন্য কে মহারাজকে কন্যাদান কর্‌বে?

রঘুজী। ভাই! অর্থের জন্য, ঐশ্বর্য্যলাভের জন্য এ সংসারে মানুষের অসাধ্য কর্ম্ম কি আছে? তুমি বল্‌ছো কে কন্যাদান কোর্ব্বে? আমি বল্‌ছি শত শত লোকে কন্যাদান করতে ব্যস্ত হবে।

রতন। তা হ'তে পারে, কিন্তু মহারাজ ত' আর যার তার কন্যাকে বিবাহ কর্‌তে পার্‌বেন না! মহারাজের সমযোগ্য ঘর না হলে, কেমন করে বিবাহ করবেন? তা হলে যে সমাজ বিরুদ্ধ কার্য্য হয়ে পড়বে, মর্য্যাদার হানি হবে।

রঘুজী। ভাই! রাজার মর্য্যাদা হানি করবে কে? রাজার ওপর কথা কইবে এমন লোক সমাজে কে আছে? রাজা যা কর্‌বেন, সমাজ অবনত মস্তকে তাই কর্‌তে বাধ্য। রাজার নিকট সমাজ অতি সভয়েই অবস্থান করে তা কি তুমি জাননা?

রতন। হ্যাঁ-তা জানি। কিন্তু এ বয়সে আবার বিবাহের জন্যে উন্মত্ত হওয়াটা ভাল দেখায় না। এখনত মহারাজের বাণ প্রস্থ অবলম্বনের সময় হয়েছে।

রঘুজী। আরে আমিত সেই জন্যই চিন্তিত, নইলে মহারাজ একটা কেন—একশোটা বিবাহ করুন না! একে এই বৃদ্ধ বয়েস, তাতে আবার এই সেদিন রাণীমার মৃত্যু হয়েছে;—একেত সেই রাজলক্ষ্মীর জন্যে রাজ্য শুদ্ধ লোক শোকাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে,—এ সময় মহারাজের কি একটী বালিকাকে দেখে উন্মত্ত হওয়া ভাল দেখায়?

রতন। আচ্ছা, মহারাজ এ মেয়েটীকে কি রকম ক'রে দেখ্‌লেন?

রঘুজী। তা আমি কিছুই জানিনা ভাই! আমার বোধ হয়; ঐ বিপর্যয়টা এই সব যোগাযোগ করেছে।

রতন। এ কন্যাটী কার?

রঘুজী। ঐ যে হে—মস্ত ধনী, শঙ্কন্ সিং,—তাঁরই কন্যা। মহারাজ একেবারে আমায় ডেকে বল্লেন; "রঘুজী! আমার বিবাহের আয়োজন কর, আমি শঙ্কন্ সিংহের কন্যাকে বিবাহ কর্‌বো"। আমি তো কোন কথাই কইতে পাল্লুম না—অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলুম। মহারাজ এই ব'লেই—বিপর্য্যয়কে নিয়ে উদ্যান ভ্রমনে গমন কর্‌লেন। আমি সেই অবধি ভাবছি—কি করি! তোমাকে ডাক্‌তে পাঠাব মনে কচ্ছিলুম, এমন সময় তুমি উপস্থিত হ'লে।

রতন। ওঃ—শঙ্কন্ সিং! বুঝেছি;—যিনি মাধব সিংহের সমস্ত বিষয় আত্মসাৎ ক'রে ঐশ্বর্য্যশালী হয়েছেন, তিনি? তাঁর

এখনও কি ঐশ্বর্য্যের পিপাসা মেটেনি? আবার মেয়েটীকে পর্য্যন্ত চিরকালের মত দুঃখসাগরে ভাসাবার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন?

রঘুজী। আরে ভাই! ঐশ্বর্য্য—ঐশ্বর্য্য—ঐশ্বর্য্য! ঐশ্বর্য্য বড় ভয়ানক জিনিষ—! শঙ্কন্ সিং ঐশ্বর্য্যশালী হ'লে কি হবে, এখনও তার ঐশ্বর্য্য পিপাসা মেটেনি। সে রাজ শ্বশুর হবে এই আনন্দে একেবারে অধৈর্য্য হ'য়ে পড়েছে, কন্যার সুখ দুঃখের দিকে দৃষ্টিপাত করবার সময় তার এখন নেই।

রতন। আহা! আমি সেই বালিকাটীর জন্যই ভাবছি! তার এই নতুন জীবনের নতুন সুখ—নতুন সাধ সব একেবারে ভেসে যাবে! সে এই বাণপ্রস্থের বৃদ্ধকে নিয়ে কি করবে? ঐশ্বর্য্য! ঐশ্বর্য্যে কি কখন মনের সুখ হয়? স্বভাবের অনিবার্য্য গতিকে ঐশ্বর্য্য কি কখন রোধ ক'র্‌তে পারে? যুবতীর সঙ্গে বৃদ্ধের প্রণয়,—একি কখন সম্ভব হয়? চল মহারাজকে আমরা বুঝিয়ে বলিগে;—মহারাজ ভ্রান্ত হয়েছেন! আমরা বুঝিয়ে ব'ল্লে তাঁর ভ্রম দূর হবে এখন, তিনি এখনই এ কার্য্যে বিরত হবেন।

জী। মহারাজের যে রকম ভাব গতিক দেখ্‌লুম, তাতেত' বোধ হয় না যে তিনি সহজে এ কার্য্যে নিবৃত্ত হন। তবে তুমি বল্‌ছ—চল—একবার দুজনে চেষ্টা ক'রে দেখি, আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য আমরা করি, তারপর তাঁর যা ইচ্ছা হয়—তিনি তাই ক'র্ব্বেন।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রমোদ কানন।

(অমর সিং ও বিপর্য্যয়ের প্রবেশ।)

অম। দেখ বিপর্য্যয়! মাধবীর সেই অপরূপ রূপ মাধুরী দেখে পর্য্যন্ত—আমার মন বড়ই চঞ্চল হয়েছে।

বিপ। মহারাজ! এ যে হবারই কথা! রমণীর রূপ মাধুরী দেখে চঞ্চল হননা, এমন লোক কে আছে বলুন দেখি? লোকের কথা দূরে থাক্, দেবতারাই রূপ দেখ্‌লে অধৈর্য্য হ'য়ে পড়েন, তা, আপনি! আপনার ত হবেই! বলে "মুনিনাঞ্চ মতি ভ্রমঃ"।

অম। দেখ বিপর্য্যয়! আমার জীবনের এই একটা মহৎ দোষ, আমি চিরদিন রূপের পাগল! রূপ দেখ্‌লে আমার আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না।

বিপ। মহারাজ! এ আবার আপনার দোষ কি? রূপ দেখ্‌লে যে পাগল হন্‌না কে, তাত আমি দেখ্‌তে পাই না! আপনি এই স্বর্গ—মর্ত্ত্য—পাতালের কাকে ধ'র্ব্বেন বলুন না? আমি একে একে সবাইকে দেখিয়ে দিচ্ছি;—রূপের জন্যে সকলেই এক দিন পাগল হ'য়েছিলেন! মহারাজ অন্য দেবতাদের কথা ছেড়ে দিন, স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেবই যখন শ্রীকৃষ্ণের ভুবনমোহিনী রূপ দেখে পাগল হয়ে বেড়ালেন, তা আর কাকে কি বল্‌বেন বলুন?

অম। বিপর্য্যয়! যা বলেছে তা ঠিক;—রূপের জন্য সকলেই

পাগল! আমার বোধ হয় রমনীর মোহিনী রূপ না থাক্‌লে, পৃথিবীর এত সৌন্দর্য্য কখনই বিকশিত হত না। কবির কবিত্বে কেবল রূপেরই বর্ণনা।

বিপ। মহারাজ তা নয়ত কি? ওখালি রূপ! রূপ ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছুই নেই, রূপের জন্য সকলেই পাগল! তার সাক্ষী দেখুন না—কালীদাসের রূপে দুষ্মন্ত রাজা একেবারে মোহিত হয়ে গেলেন।

অম। (সহাস্যে) কালীদাসের রূপে না শকুন্তলার রূপে?

বিপ। ও·একই কথা মহারাজ! মহারাজ যে কালীদাস সেই শকুন্তলা—।

অম। আহা শকুন্তলা! শকুন্তলার ন্যায় রূপসী কি পৃথিবীতে সম্ভব?

বিপ। অসম্ভবই বা কি? কেন, আমাদের মাধবী দেবীত ঠিক শকুন্তলারই মতন, আর আমাদের মহারাজও ঠিক দুষ্মন্ত! ঘটনাটীও ঘটেছে সেই রকম;—সে না হয় মৃগয়া,—এ না হয় ভ্রমণ;—এখন দুজনে মিলন হলেই বাঁচি। আমার ইচ্ছে কোচ্ছে আমি একবার সখী প্রিয়-ম্বদা হয়ে, দুজনের মিলনটা করে দি।

অম। বিপর্য্যয়! মিলন কি আর হবে! আমি কি মাধবীকে পাব? (দীর্ঘ নিশ্বাস)

বিপ। একি মহারাজ! দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেন কেন? মধবীকে আপনি পাবেন নাত' তবে কে আবার পাবে? অমৃত তো দেবতারাই খায়! চন্দ্রের সুধা চকোরেই পান করে! মাধবীকে পাবেন না এ আবার কি কথা? মাধবীর ন্যায়

অপরূপ রূপসীকে তবে কে পাবে ? মর্ত্তের সৌন্দর্য্য সাগরের সুধা মাধবী,—এ সুধা কে পাবে ? মর্ত্ত্যের যে দেবতা সেই পাবে ! তা রাজাই হ'ল মর্ত্ত্যের দেবতা,—অতএব মহারাজই যে এ সুধার একমাত্র অধিকারী তার আর কোন সন্দেহ নেই।

অম। বিপর্য্যয় ! আমার এই জরাজীর্ণ শুষ্ক দেহ, এই পক্ক কেশ, চিন্তা করলেই আমার প্রাণের ভেতর যেন কি এক রকম করে ওঠে ! নিরাশার নিবিড় অন্ধকারে হৃদয় একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলে ! বিপর্য্যয় ! মাধবীর জ্যোতির্ম্ময়ী সৌন্দর্য্যালোকে সে আঁধার কি দূরীভূত কর্‌তে পার্‌বে ?—কে জানে !

বিপ। মহারাজ ! এই খানেই একটু উচ্চ জ্ঞানের আবশ্যক ! যদি অপরাধ গ্রহণ না করেন, তা হলে আমি একটু বিবৃত করে বলি।

অম। বিপর্য্যয় ! আমি কবে তোমার অপরাধ গ্রহণ করে'ছি ! তোমার আবার আমার কাছে অপরাধ কি ? তোমার কথায় আমি এখনও নিরাশ হৃদয়ে আশা পাই, তোমার সহবাসে আমার এই বৃদ্ধ বয়সে আমি এখনও যৌবনের সুখ অনুভব করি ! বল—তুমি কি ব'ল্‌বে বল ! তুমি তো জান তোমার শত অপরাধ মার্জ্জনীয়।

বিপ। আজ্ঞে সবই মহারাজের নিজ গুণে ! আপনি কি আর মানুষ,—শাপভ্রষ্ট হ'য়ে আপনার কেবল রাজত্ব কর্‌তে আসা ;—আপনি নিশ্চয় কোন দেবতা ছিলেন !

অম। (সহাস্যে) হাঁ—তোমার কথাই সত্য! এখন একবার উচ্চজ্ঞানের কথাটা বল, শুনি।

বিপ। আজ্ঞে হ্যাঁ বলি! আপনি যে ব'ল্‌ছেন—আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন, ও কথাটী ঠিক নয় :—কারণ শ্রীভগবান গীতাতে বলেছেন; "জীব কখনও বৃদ্ধ হয় না, জীবের জরা—বার্দ্ধক্য—যৌবন—শৈশব কিছুই নাই, জীব চির দিনই সমান ভাবে আছে ও থাকিবে, জীবের এই চিন্তা করাই কর্ত্তব্য"। অতএব আপনি কেন ভাব্‌ছেন যে আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন? আপনি কখন বালকও ছিলেন না, কখন বৃদ্ধও হননি, এই চিন্তা করুন না? মহারাজ! মনের সঙ্গে দেহের কোন সম্বন্ধই নাই! আপনার দেহের চুল পাক্‌তে পারে, কিন্তু মহারাজ, ও দেহের চুল যতই পাকে, মনের চুলের ততই চেক্‌নাই মারে।

অম। (সহাস্যে) বিপর্য্যয়! যা ব'ল্লে—তা মিথ্যে নয়! প্রাণের আশা কিছুতেই মেটে না! তার সাক্ষ্য দেখনা কেন! এই এত দিন ধ'রে সুখ ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করা গেল, বাসনার অনন্ত স্রোতে অঙ্গ ঢেলে দিয়ে কত সুখ সম্ভোগ কল্লেম, তবুও তো আশার তৃপ্তি হ'লনা? এখন আবার মনে হয় যে আবার যদি যৌবনটা ফিরে আসে ত আবার কিছুদিন ভোগ করে নি।

বিপ। মহারাজ! সে কথা আর বোল্‌তে! তার সাক্ষী দেখুন না কেন—যযাতি রাজা বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত সুখ সম্ভোগ

করেও আশা মেটাতে পাল্লে না, শেষ কিনা ছেলের কাছ থেকে যৌবন ভিক্ষে ক'রে নিলে! মহারাজ! সুখ সম্ভোগের আশা মেটানো বড়ই কঠিন! আমি-ও বেশ ক'রে ভেবে দেখেছি প্রাণের আশা কিছুতেই মেটে না।

অম। সত্য, আশার তৃপ্তি কিছুতেই হয় না! কিন্তু জেনে শুনেও আমরা কিছুতেই আশা ত্যাগ ক'র্‌তে পারি না! আশার ছলনায় আমরা যেন সব মোহিত হ'য়ে রয়েছি!

(চণ্ডীরাম—নেপথ্যে)———

রাম প্রসাদী সুর—একতালা।

মা আমার আশার আশে সব নষ্ট হ'ল।

আশার ছলে ভুলে, আমার মা!—

সোণার জনম কেটে গেল॥

বিপ। মহারাজ! আবার চণ্ডে পাগলা এ সময় জ্বালাতন ক'র্‌তে আসছে।

অম। তা আসুক! আহা, ওর গানগুলি আমার বড়ই ভাল লাগে!

(চণ্ডীরামের গীত গাইতে গাইতে প্রবেশ।)

জনম ল'য়ে সংসারে,

আছি আশালতা ধ'রে,

জানিনা মা কত দিনে,—

আমার আশালতার ফল্‌বে ফল॥

আশা ভূমে, আশা বীজে—মা!
আশালতার কল্ বেরুল।
এখন পাতা দেখি রাশি রাশি মা,
দেখি না ত আশার ফল।
কল্পতরু কালী নামের, সার যদি মা পাই কেবল॥
তা হ'লে মা ফ'ল্‌তে পারে—
আমার আশালতায় মুক্তি ফল!
মা আমার আশার আশে সব নষ্ট হ'ল॥

অম। (স্বগতঃ) আহা অতি মধুর সঙ্গীত! চণ্ডীরাম প্রাণের ভাবের সঙ্গে ঐক্য ক'রে গান গায়! এ গান এ কোথায় শেখে! চণ্ডীরাম কি পাগল? কে জানে!

বিপ। বলি কিহে চণ্ডীরাম! কি মনে ক'রে?

চণ্ডী। বাবা! মনে করা করির ধার ধারিনি! মনে কর তুমি, আর মনে করুক তোমার চোদ্দ পুরুষ।

বিপ। বলি চণ্ডীরাম! অত চটো কেন?

চণ্ডী। আমি চট্‌বো কেন? তুমি জন্ম জন্ম চটো।

অম। বলি চণ্ডীরাম! আমার সঙ্গে একটা কথা কও!

চণ্ডী। কথা কইলেই কথা কই!

অম। না হয় তুমিই আগে কথা কইলে!

চণ্ডী। মহারাজ! মার্জ্জনা ক'র্ব্বেন! রাজা রাজ্‌ড়ার সঙ্গে আগে কথা ক'য়ে কি শেষ প্রাণ হারাব? রাজা রাজ্‌ড়ার

সঙ্গে যারা সেধে কথা কইতে যায় তাদের আমি গাধা বলি? সময় বুঝে, মেজাজ বুঝে, হুকুম নিয়ে কথা কওয়া,—তা মহারাজ অতটা আমার পুষিয়ে ওঠেনা।

বিপ। ওহে চণ্ডীরাম! শুনেছ—মহারাজের যে আবার বিবাহ হ'চ্ছে!

চণ্ডী। কার সঙ্গে? যম রাজার মেয়ের সঙ্গে নাকি?

বিপ। (সরোষে) এঁ্যা ও কি কথা?

চণ্ডী। না তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি—কার সঙ্গে?

বিপ। শক্কন্‌ সিংহের কন্যার সঙ্গে।

চণ্ডী। তা বেশ, তবে চিত্রগুপ্তকে ফর্দ্দ কর্‌বার জন্য ডেকে পাঠাও।

বিপ। (সরোষে) চণ্ডীরাম! মুখ সাম্‌লে কথা কও! তোমার যে যতবড় মুখ্‌ তত বড় কথা দেখ্‌তে পাই!

চণ্ডী। মুখের পরিমাণ বুঝে কথা বোল্‌তে হ'লে, তোমার তো তা হ'লে কেবারেই কথা না কওয়া উচিত!

বিপ। তুমি কি মহারাজের মৃত্যু কামনা কর নাকি?

চণ্ডী। বাবা এ সংসারে কামনা ক'রে সব পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু কামনা ক'রে মৃত্যুকে পাওয়া বড়ই দুরূহ। ধর্ম্ম—অর্থ—কাম, এমন কি কামনার জোরে অনেকে মোক্ষ পর্য্যন্তও প্রাপ্ত হয়, কিন্তু কামনা ক'রে মৃত্যুকে পেতে কৈ বড় একটা কাউকে ত দেখ্‌তে পাই না? এই সপ্তকাণ্ড রামায়ণ, আর অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতের মধ্যে কেবল একটা লোক "কামনা করে" মৃত্যুকে পেয়েছিল, তাই তাঁর

সকলের চেয়ে বেশী মান। তাঁর নাম কি জান? তাঁর নাম ভীষ্ম দেব! কামনা ক'রে তিনি মৃত্যুকে আপনার ইচ্ছার অধীন ক'রেছিলেন। তা ছাড়া কই—আর কাউকে ত দেখ্‌তে পাই না!

অম। চণ্ডীরাম! যা বলেছ সব সত্য। চণ্ডীরাম! তবে তোমায় লোকে পাগল বলে কেন?

চণ্ডী। আজ্ঞে, সে টুকু তাঁদের আমর উপর একান্ত অনুগ্রহ!

(নেপথ্যে)—মহারাজের জয় হোক্!

চণ্ডী। আস্তে—আজ্ঞা হয়, আস্তে—আজ্ঞা হয়—আসুন—আসুন! (রতনজী ও রঘুজীর প্রবেশ)

মন্ত্রী মহাশয় আসুন, ভাল আছেন ত? বাড়ীর সব কুশল ত? কি মনে ক'রে?

রঘুজী। চণ্ডীরাম! তুমি এখানে? হাঁ—আমরা ভাল আছি।

রতন। মহারাজ! অপরাধ মার্জ্জনা হয়!

অম। আবার দুজনে কি যুক্তি করে এসেছ? আমাকে কিছু উপদেশ দেবে?—তা দাও,—কিন্তু জেনো ফলে কিছু দাঁড়াবে না।

চণ্ডী। ফলে কিছু দাঁড়াত, যদি যম্ রাজাকে সঙ্গে ক'রে আন্‌তে পার্‌তে!

রঘু। চণ্ডীরাম। এখন একটু থাম, এখন কাজের কথা হচ্ছে।

চণ্ডী। আরে কি কাজের কথা! কথার মধ্যেত দেখ্‌ছি মাথা আর মুণ্ডু, বোল্‌তে এসেছ—মহারাজ বিবাহ ক'রনা। আরে তাকি কখন হয়!—মানুষকে কুকাজ ক'রোনা

বল্লেই যদি কুকাজ না ক'র্‌তো, তা হলে পৃথিবী থেকে কুকাজ গুলো এত দিনে সব উঠে যেতো! কিন্তু তাকি কখন হয়!

রতন। চণ্ডীরাম! একটু চুপ কর।

চণ্ডী। মনে করি ত চুপ করি—কিন্তু পারি কই? কথা গুলো যেন আপনি বেরিয়ে পড়ে। আচ্ছা এই চুপ কর্‌লুম;—নাও তোমরা কি ব'লে নেবে নাও।

রতন। মহারাজ! আপনাকে কিছু বলা আমাদের ধৃষ্টতা মাত্র। মার্জ্জনা ক'র্ব্বেন, কিছু না ব'লেও আর থাকৃতে পারি না। মহারাজ! আপনার এ বয়সে একটা বালিকা বিবাহ কি সঙ্গত?

অম। সম্পূর্ণ-অসঙ্গত। তারপর কি বোল্‌বে বল!

রতন। তবে মহারাজের প্রস্তাব অমূলক হোক।

অম। হওয়া অসম্ভব। মন্ত্রী, তোমরা জান, প্রভুর আজ্ঞা-মতে ভৃত্য কার্য্য ক'র্‌তে বাধ্য! আমি আমার মনের দাস, আমি কেমন ক'রে মনের অমতে কার্য্য ক'র্‌বো।

চণ্ডী। তবে কে বলেরে আমাদের মহারাজের বুড়ো হ'য়ে বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ হয়েছে! মহারাজ!—আপনি যা বলেছেন তা ঠিক;—আমিও ঐ কথা বলি।

রাম প্রসাদী সুর—একতালা।

মন তুমি আমায় মজালে।
আমি মার আব্‌দেরে ছেলে॥

আমি ত কিছু জানিনা,
তা তুমি কিছু বোঝ না,
আমায় ভোগা দিয়ে ভবে এনে,
(মন) ডোবালে সাগরের জলে ॥

বিপ। (সরোষে) দেখ,—ফের যদি কথা কও ত টের পাবে।

অম। না না, চণ্ডীরামকে কিছু বোলো না, ও আমার জীবন দাতা। আমি যখন ভয়ানক পীড়ায় মৃতপ্রায় হয়েছিলেম, তখন ঐ আমায় কি ঔষধের দ্বারা আরোগ্য করে; সেই অবধি ওর সর্ব্বত্রে অবাধে গতি বিধি, আর যথেচ্ছা বাক্য প্রয়োগ আমি সহ্য ক'র্‌বো প্রতিজ্ঞা করেছি। ওকে কিছু বোলোনা।

চণ্ডী। বলি বিপর্য্যয় বাহাদুর! টের পেলেত? বলি—এই দেখ খোদার মার বড় মার। আমাকে টের পাওয়াবার আগে টের পেলেত?

বিপ। (স্বগতঃ) মহারাজ! পাগলাটাকে আদর দিয়ে একেবারে মাথায় তুলে দিয়েছেন, নইলে একবার দেখাতুম।

রতন। মহারাজ! এ সময়ে আর রমনীর রূপে বিমোহিত না হ'য়ে, একটু পরলোক চিন্তা ক'র্‌লে আমাদের বড়ই আনন্দ হ'ত। অপরাধ মার্জ্জনা কোর্ব্বেন, পরমায়ু তো আর বৃদ্ধি হচ্ছেনা!

অম। মন্ত্রি! যা বোল্লে তা সত্য। কিন্তু পরলোক চিন্তার কথা যা বোল্‌ছ,—ইহকালে পরলোক চিন্তা করা কেন,

তা জান ? স্বর্গ বাসের জন্য। স্বর্গের সুখ কি—তা জান? খালি রূপের সাগরে সন্তরণ করা! স্বর্গ বর্ণনা পাঠ কোরে দেখো, সেখানে কেবল সৌন্দর্য্যের ছড়াছড়ি! পরমা-সুন্দরী অপ্সরাগণই স্বর্গের প্রধান শোভা, তা ছাড়া সেখানকার প্রত্যেক দ্রব্যই সুন্দর, প্রত্যেক পরমাণুই সুন্দর। লোকে স্বর্গে যাবার জন্যে এত আগ্রহ প্রকাশ করে কেন তা জান? কেবল একাধারে সেই অনন্ত সৌন্দর্য্য-সুখ সম্ভোগ কর্‌বার আশায়! তা আমি যদি ইহকালেই সেই আশা কতক পরিমাণে পরিতৃপ্ত কর্‌তে পারি, তাতে কি তোমরা আমায় সে সুখে বঞ্চিত করতে চাও? রমণীর মনমুগ্ধ কারিণী সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করা-কেই আমি ইহকালে স্বর্গ-সুখ মধ্যে গণ্য করি! মন্ত্রী! আমি সব পারি! আমায় রাজ্য ছেড়ে বনবাসে যেতে বল আমি তাও পারি, কিন্তু রমণীর সৌন্দর্য্য না দেখে, আমি কিছুতেই থাক্‌তে পারিনা। আমি সৌন্দর্য্যের পাগল!

চণ্ডী। পাগল নিশ্চয়ই, তা নইলে মর্ত্ত্যে স্বর্গ-সুখ ভোগ কর্‌বার বাসনা? মহারাজ! স্বর্গে রূপের খুব ছটা বটে, কিন্তু সেখানে এত অহঙ্কারের ঘটা নেই! সেখানে মহারাজ অমরসিংহ রাজ সিংহাসনে বসে, রঘুজী রতনজীর উপর কড়া হুকুম চালায় না! সেখানে বিপর্য্যয় সিংহ কিছু দাঁওয়ের চেষ্টায়, মহারাজের মন যুগিয়ে কথা বলে না; সেখানে এত উচ্চ নীচ নেই। সেখানে মুড়ী মিছ্‌রি নেই! সেখানে সব মিছ্‌রি। আবার সেখানে বার্দ্ধক্য

নেই—চির যৌবন, বাদ বিসম্বাদ হিংসা দ্বেষ কিছুই নেই, সেখানে চিরশান্তি, চির সম্মিলন! সেখানে অমাবস্যা পূর্ণিমা শীত গ্রীষ্ম নেই, সেখানে মোহারাজ, চির পূর্ণিমায় চির বসন্ত বিরাজিত! সেখানে বিরহ বিষাদ নেই, নব প্রেমের চির-সম্মিলন! মহারাজ, সে সুখ কি এখানে হবার যো আছে? মর্ত্ত্যে যদি স্বর্গসুখ ভোগ করা যেত', তা হ'লে, কি আর নিবিড় অরণ্যে সর্ব্বত্যাগী হ'য়ে, কঠোর যোগ সাধনা ক'রে যোগীরা স্বর্গবাসের অভিলাষ ক'র্‌তো? না লোকে সর্ব্বত্যাগী হ'য়ে, স্বর্গে যাবার জন্যে, ধর্ম্মের সেবা ক'র্‌তে? তা হয়না মহারাজ! তা হয় না!

রতন। চণ্ডীরাম! তোমায় ও লোকে পাগল বলে?

চণ্ডী। বলে বৈকি, তা নইলে তাদের চলে কই? এ সংসারে যে উচিত কথা বলে, আর খোসামোদ ক'র্‌তে পারে না, সে পাগল নয় তো আর কি হ'তে পারে?

অম। একি! এ পাগলের কথায় যে আমার চৈতন্য হচ্ছে! সত্য সত্যই কি আমি রূপ মোহে অন্ধ হয়েছি! নশ্বর ক্ষণ ভঙ্গুর সংসারে স্বর্গ-সুখ ভোগের বাসনা! আরে মুগ্ধ মন! তাকি কখন হয়?—না তা হয়'না, সত্যই তা হয় না। কিন্তু তা ব'লে কি আমি মাধবীকে ভুল্‌তে পার্‌বো? আহা সে কি রূপ! তাকে দেখে মনে হয়, সে যেন বিধাতার সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডারের উজ্জ্বল রত্ন। আহা সেই পূর্ণ শশধর সদৃশ সুন্দর মুখ খানি আমি কেমন ক'রে

বিস্মৃত হব? না—না, তা আমি পারবো না! মাধবীর সেই লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি—সেই প্রফুল্ল কমল নয়ন! আমি কিছুতেই ভুল্‌তে পার্ব্বনা! তাকে ভোলা অপেক্ষা আমার মৃত্যু ভাল! তাকে ছেড়ে আমি স্বর্গে যেতেও প্রস্তুত নই! মাধবী! মাধবী! তোমায় আমি কেমন ক'রে ভুল্‌বো?

চণ্ড। মন্ত্রীবর! আর হাঁ ক'রে দেখ্‌ছেন কি? এখন মহা-রাজের ঘোর বিকার উপস্থিত! এ বিকার না কাট্‌লে আর কোন আশা নেই। মহারাজ তাকে কিছুতেই ভুল্‌তে পার্‌বেন না।

অম। মন্ত্রী, চণ্ডীরাম ঠিক বলেছে, আমি এখন মাধবীর রূপ-বিষে জর্জ্জরিত! আমি অনেক চিন্তা কোরে দেখলুম—কিছুতেই মনস্থির ক'র্‌তে পারলুম না। তোমরা আর আমায় অধিক অনুরোধ কোরনা! এখন যাতে বিনা বিঘ্নে শুভ কার্য্য সম্পন্ন হয় তার আয়োজন কর! আমি মাধ-বীকে বিবাহ না কোর্‌লে বাঁচ্‌বো না।

রঘু। আমরা মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করি! আপনার অনুমতি সত্বরেই পালন হবে।

চণ্ডী। এখন এ ছাড়া আর উপায় কি? বড় কিছুত আর ক'রে উঠ্‌তে পার্‌লে না? এখন শিরোধার্য্য ভিন্ন উপায় কি? মহারাজ! আর একবার ভাল কোরে ব'লে দিন, ওঁরা যেন তামাসা মনে করেন না!

অম। মন্ত্রি! শক্কন্‌সিং যাতে কন্যাদানে সম্মত হয়, তার

বন্দবস্তের যেন কোন ক্রটী না হয়! জেনো আমি রাজ্যের বিনিময়েও মাধবীকে বিবাহ কর্‌তে প্রস্তুত।

রঘু ও রত। যথা অজ্ঞা মহারাজ! আমরা আপনার আজ্ঞাবাহী দাস মাত্র। [প্রস্থান।

বিপ। শাস্ত্রে বলে, যে বিবাহে বাধা প্রদান ক'র্‌লে কীট যোনি প্রাপ্ত হয়। তা মহারাজ, রঘুজী আর রতনজী ত বড় ভাল লোক নয়? এঁরা শুভকার্য্যে বাধা দেন?

চণ্ডী। আর শাস্ত্রে বুঝি বলে যে একটা জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ গঙ্গাযাত্রী মুমূর্ষুর সঙ্গে, একটী পরমা সুন্দরী কুসুম বালিকার বিবাহ দিতে পার্‌লে, তার দেবযোনি প্রাপ্ত হয়? আমাদের বিপর্য্যয় সিংহের দেখছি শাস্ত্র জ্ঞানটা খুব টন্‌টনে!

অম। বিপর্য্যয়! ও সব কথা থাক্। এখন শক্কন্‌সিং, যাতে বৃদ্ধকে কন্যাদানে অসম্মত না হয়, তুমি তার বন্দবস্ত করগে। আমার মন বড়ই চঞ্চল হয়েছে! তুমি যাও, যাতে বিনা বিঘ্নে কার্য্য সম্পন্ন হয়, তার আয়োজন করগে।

বিপ। যে আজ্ঞে মহারাজ—যে আজ্ঞে মহারাজ! আমি এখনি সব বন্দবস্ত কর্‌ছি! এ কার্য্যে আবার বিঘ্ন কি? কার সাধ্য মহারাজ অমর সিংহের শুভ পরিণয় কার্য্যে বিঘ্ন করে? আমি এখনি চল্‌লুম। হাঁ মহারাজ! সে দিন শক্কন্ সিং বাহাদুরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনিত এই কথা শুনেই আনন্দে আটখানা হ'য়ে বল্লেন, "আমি এমন কি সৌভাগ্য করিছি যে রাজ শ্বশুর হব"।

অম। আচ্ছা তুমি তাঁর কাছে যাও! তাঁকে সকল রকমে সন্তোষ করগে।

বিপ। যে আজ্ঞা মহারাজ! আমি এখুনি তাঁর কাছে চল্লুম।

[প্রস্থান।

চণ্ডী। (জনান্তিকে) যা হোক্ বাবা, ধন্য রমণীরূপের মাহাত্ম্য। গঙ্গাযাত্রীরও সাধ হয়, একবার উঠে বোসে দেখি; এ মোহিনী বাণে সকলেই মোহিত; এ বাণ না থাক্‌লে কি আর রক্ষে ছিল, যিনি যত বড়ই হ'ন্, এই খানটীতেই সকলেই একটু কাবু হ'য়ে পড়েন। রূপের মোহ বড় মোহ!

অম। (স্বগতঃ) চণ্ডীরাম পাগল হ'লেও, চণ্ডীরামের কথা-গুলি জ্ঞানগর্ভ, চণ্ডীরামের কথাগুলি শুন্‌লে প্রাণের ভেতোর কি যেন ক'রে ওঠে। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা চণ্ডীরাম! তোমার কি এ বিবাহে মত নেই?

চণ্ডী। আদবেই না। কি জানেন মহারাজ! এই যবনিকা পতনের সময়, যদি প্রস্তাবনা আরম্ভ হয়, সেটা যেমন খাপছাড়া গোছ হয়, এও যেন তেম্‌নি ধারা হচ্ছে। দিন যে ফুরিয়া এসেছে! ভবের খেলা যে ক্রমে সাঙ্গ হ'য়ে এল! মহারাজ! এ জগতে এক মুহূর্ত্তে কত পরিবর্ত্তন হ'চ্ছে তাকি দেখেও দেখেন না?

গীত।

ভেবে দেখ্ দেখি মন ভাল ক'রে,
ক'দিনের তরে আসা এ সংসারে।

কত বিশ্ব লয়, কত সৃষ্টি হয়,
কত পলকে প্রলয় হতেছে সংসারে ॥
ঘটনার স্রোতে জীব তৃণ দল,
ভাসিয়ে যেতেছে কোথা অবিরল,
পদ্ম পত্রে নীর যেন রে চঞ্চল,
এই আছে নাই এ মর সংসারে ॥
(তবু) বাসনা সাগরে ডুবিয়ে বিলাসী,
বাসনা পুরাতে সদা অভিলাষী,
বিশ্ববাসী যেন বাসনার দাসী,
তবুত বাসনা পুরিয়ে না পুরে ॥
অনন্ত বাসনা হৃদিমাঝে ধ'রে,
কোথা যায় জীব, কে বলিতে পারে!
তবু ভুলেও ভাবেনা, সেই নিত্য ধন বিনা,
কিছু নিত্য নয় এই অনিত্য সংসারে ॥

[চণ্ডীরামের প্রস্থান।

অম। আহা কি মধুর সঙ্গীত! চণ্ডীরামের গান শুন্‌লে বাসনার প্রবল স্রোত দিগন্তে প্রবাহিত হয়! ক্ষণ ভঙ্গুর নশ্বর সংসার অসার হ'য়ে যেন চক্ষের ওপর ভাস্‌তে থাকে। কি করি, কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনা আহা মাধবী! কি সুন্দর!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

(শঙ্কণ্ সিংহ ও বিপর্য্যয়ের প্রবেশ।)

বিপ। মহাশয় যে জন্ম জন্মান্তরে কত পুণ্য ক'রেছিলেন, তা ব'ল্‌তে পারিনা, তাই সেই পুণ্যফলে মহারাজাধিরাজকে জামাতারূপে প্রাপ্ত হবেন। ধন্য—ধন্য—ধন্য—ভাগ্য! ও জামাতাও যা, পুত্রও তা। শাস্ত্রে বলে—"যস্য কন্যা বিবাহিতা স পিতাঃ" তা আপনি এখন মহারাজের পিতৃ তুল্যই হবেন।

শঙ্কণ্। দেখুন আপনার কৃপা! আমার আবার এতে মতামত কি? আমার কন্যাকে যে মহারাজ বিবাহ ক'র্‌বেন এতো আমার পরম সৌভাগ্য! আপনি মহারাজকে বলুনগে, এ সংবাদে আমি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেছি; তিনি যে দিন ধার্য্য ক'র্‌বেন আমি সেই দিনই কন্যা সম্প্রদান ক'র্‌বো। তবে আমি গরীব! আমার সমযোগ্য হ'য়ে যেন তিনি আমার কন্যা গ্রহণ কর্‌তে আসেন।

বিপ। সে বিষয়ে কিছু চিন্তা নাই! মহারাজের এ তৃতীয় পক্ষের বিবাহ; তায় আবার একটু বয়েসও হয়েছে, তিনি অতি গোপনেই এ শুভকার্য্য সম্পন্ন ক'র্‌বেন—মনস্থ করেছেন। তবে সে আপনার দৌহিত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে একবার রাজ্যময় একটা আনন্দ ও হুলস্থূল হবে

শঙ্ক। দেখুন—ভগবানের মনে কি আছে, এ সব প্রজাপতি

নির্ব্বন্ধ, আমার মেয়ের কপালে যদি সুখ থাকে ত হবে। তবে একটী গণককার একবার আমার মেয়েটীকে দেখে বলেছিল যে তোমার এ মেয়েটী সর্ব্ব সুলক্ষণা, এ মেয়েটী তোমার রাজরাণী হবে।

বিপ। তা সে গণনার ফল এখন ফলেছে, এখন মহারাজ রূপ উতলা হয়েছেন দেখছি, তিনি বোধ হয় আজ রাত্রে পেলেও বিবাহ ক'রে ফেল্‌তে পারেন। এখন কেবল আপনার জন্যেই অপেক্ষা।

শঙ্ক। আমিত আপনাকে বলেছি যে মহারাজকে কন্যা দান্ ক'র্‌লে আমি ধন্য হব। এখন কেবল দিনস্থির ক'রে আমাকে সংবাদ টা প্রেরণ করুন; আমি সমস্ত আয়োজন করে ফেলি।

বিপ। যে আজ্ঞে! আমি তবে মহারাজকে এ শুভ সংবাদ প্রদান করিগে। মহাশয়-বড়ই সৌভাগ্যবান্ লোক, মহাশয়ের হৃদয়ও খুব উচ্চ, একটু দ্বিরুক্তি ক'র্‌লেন না।

শঙ্কণ্। বলেন কি মশায়? লোকে বহু পুণ্যেও য. পায়না, আমি তাই ঘরে ব'সে, বিনা আয়াসে প্রাপ্ত হ'চ্চি, এতে আবার দ্বিরুক্তি ক'র্‌বো?

বিপ। আজ্ঞে তা নয়, তবে মহারাজের একটু বয়েস হয়েছে কিনা,—সেই জন্যে যদি কিছু আপত্য—

শঙ্কণ্। না—না আমার তাতে কিছু মাত্র আপত্য নাই। মহারাজের আবার বয়স কি? আর যদিই হ'য়ে থাকে,

তাতে কি হয়েছে? রাজা আবার বৃদ্ধ যুবা কি? ও যুবা রাজাও রাজা, বৃদ্ধ রাজাও রাজা, যে'ই আমার কন্যাকে বিবাহ করুক না কেন, আমার কন্যাত যেন তেন প্রকারেণ রাজরাণী হবে।

বিপ। তার আর সন্দেহ আছে, তার আর সন্দেহ আছে! এক মাত্র সর্ব্বে সর্ব্বা মহারাণী হবেন।—মহাশয় ত দেখছি বড়ই পণ্ডিত লোক, মহাশয়ের গবেষণা বুদ্ধি ও ত বড়ই প্রবল? আর তা নইলেই বা এ যোগাযোগ হবে কেন? ধন্য ধন্য! ধন্যা আপনার কন্যা! তবে আমি এক্ষণে বিদায় হই, এ শুভ সংবাদে মহারাজ বড়ই আনন্দিত হবেন, আমি সত্বরই আপনাকে দিন স্থির ক'রে সংবাদ প্রেরণ ক'চ্চি।

শঙ্ক। যে আজ্ঞে—যে আজ্ঞে, আমি কৃতার্থ হলেম।

বিপ। নমস্কার—নমস্কার! মনে রাখবেন!

[প্রস্থান।

শঙ্কণ। নমস্কার! আজ্ঞে সেকি কথা! (চিন্তা করিয়া) যাক্, এখনত একটা মহা ঐশ্বর্য্য লাভের সুযোগ উপস্থিত। মহারাজের শুনিছি নিকট সম্পর্কের কেউ নেই। আমার মেয়েকে যদি বিবাহ করেন, তাহলে দেখছি—আমার মেয়েই সর্ব্বে সর্ব্বা হবে, আমিও রাজার শ্বশুর, পিতৃ তুল্য মাননীয় হব, জানিনা, পূর্ব্বজন্মের কি সুকৃতি ফলে ভগবান এরূপ যোগাযোগ ক'রে দিলেন। সকলি তাঁরই ইচ্ছা। এখন একটা কথা—গিন্নির এতে কি মত হয়, তা

চণ্ডীরাম।

বোল্‌তে পারি না? তার বড় আদরের মেয়ে, তা অমত হবার কারণ ত কিছুই দেখিনি। যেমন সোনার প্রতিমা মেয়ে, তেম্‌নি রাজরাজেশ্বরীও হবে, সুখের সীমা থাক্‌বে না, মেয়ের কল্যাণে আমাদেরও পর্য্যন্ত সুখের সীমা থাক্‌বেনা। এ সুযোগ কি আর কখন হবে? তবে একটা কথা, মহারাজের একটু বয়েস হয়েছে। তা কি এমন বয়েস? নব্বুই কি একানব্বুই হবে, না অতও বোধ হয় হবেনা। না হয় আশীই হ'ল, তাতে হয়েছে কি? যার ঐশ্বর্য্য আছে তার আবার বয়সে কি আসে যায়? যদি বল-ম'রে যদি যায়? তাতেই বা হ'য়েছে কি? মেয়ের ত আমার কোন দুঃখই থাক্‌বেনা, অতুল ঐশ্বর্য্যের একমাত্র অধি-কারিনী হবে, দান ধ্যান পুণ্য কার্য্য প্রভৃতির দ্বারা কত রকম সুখ-ভোগ ক'র্‌বে—করুক না কেন? আমরাও তা হলে এক রকম রাজ্যের অধিকারী হব। না হয় কুমারকেই রাজ সিংহাসনে বসিয়ে দেওয়া যাবে। তখন ত আমাদের হাতেই সব হবে, না, এ সুযোগ ছাড়া হবে না,—যাই গিন্নির কাছে বলিগে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মাধবীর কক্ষ।

কুমার সিংহ ও মাধবী।

কুমা। মাধবি, তুই আমার কাছে লজ্জা করিস্‌নি! আমাকে তোর মনের কথা খুলে বল্‌? বুড়ো রাজাকে বে ক'রতে তোর ইচ্ছে আছে কি না? আমার কাছে তুই লজ্জা করিস্‌নি।

মাধবী। দাদা, আমি তোমার দুঃখিনী ভগ্নী—ছোট বোন, আমায় তুমি এ বিপদ থেকে রক্ষা কর! আমাকে চির-দিনের জন্য কুমারী ক'রে রাখ! আর আমার বে'তে কায নেই!

কুমা। সেকি মাধবি! তোর বে'তে কায নেই কিরে? তবে কি তুই কুমারী-ব্রত ক'র্‌বি নাকি? বল্‌না কেন যে ঐ বুড়ো বর আমার কায নেই, বে কর্‌বো না—ও কথা বলিস্‌ কেন?

মাধবী। দাদা, স্ত্রীলোকের আবার ক'বার বিয়ে হয়?

মা। (সবিস্ময়ে) সেকি কথা! কি সর্ব্বনাশ! তোর আবার কবে বিয়ে হ'ল? কার সঙ্গে বিয়ে হ'ল? কৈ, আমি তো এর কিছুই জানিনা! তুই কি সুভদ্রার মতন লুকিয়ে বে ক'রেছিস্‌ নাকি? (মাধবীর সলজ্জে অবস্থান) কি সর্ব্বনাশ!———

তা কাউকে কিছু বলিস্‌নি?

। দাদা, কাকে আমি কি ব'ল্‌বো দাদা ?

কুমা। কেন, তুই আমাকে বল্লিনি কেন ? তুই কি জানিস্‌নি যে তোর সুখে আমি কত সুখী হই !

মাধবী। দাদা, লজ্জায় তোমায় বোল্‌তে পারিনি।

কুমা। মাধবি ! তোর বিয়েতে আমার কত আনন্দ তা তুইকি জানিস্‌নি ? তুই তোর সুখের কথা আমাকে বোল্‌তে লজ্জা কর্‌লি? তা হ'লে তুই বুঝি আমায় ভাল বাসিস্‌নি ?

মাধবী। দাদা ! তোমায় ভাল বাসিনি ? (ক্রন্দন)

কুমা। একিরে, তুই যে কেঁদে ফেল্লি ? ছি ! অমন ক'রে কি কাঁদ্‌তে আছে ? তুই যা করিছিস্‌ ভালই করেছিস্‌।

মাধবী। দাদা, আমি তোমায় ভাল বাসিনি, এ কথা শোনার চেয়ে আমার মৃত্যু ভাল, লোকে দেবতাকে যেমন ভাল-বাসে ; ভক্তি করে, আমিও তোমাকে তেম্‌নি ভালবাসি, ভক্তি করি।

কুমা। মাধবি ! আমি সব জানি, তোর মতন যে আমার একটী ছোট বোন আছে, এতে আমি আমাকে ভাগ্যবান্‌ ব'লে জ্ঞান করি। তুই রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।

মাধবী। দাদা ! তুমি কি বল্‌ছ ? আমি তোমার মতন দাদা যে কত পুণ্যে পেয়েছি তা ব'ল্‌তে পারিনি। দাদা ! তোমার সরল স্নেহের ঋণ কি আমি এ জন্মে শোধ কর্‌তে পার্‌বো !

কুমা। সে যা হোক্‌, এখন তুই যে আমায় বড় চিন্তিত করে ফেল্লি ! তুই যে লুকিয়ে বিয়ে কর্‌লি ; কিন্তু তোর এ বে

কি যদুবংশীয়েরা মঞ্জুর কর্‌বে? তুই যাকে বে কর্‌লি, সে কি তোকে এই যদুবংশীয়দের হাত থেকে উদ্ধার ক'র্‌তে পার্‌বে? আর তুইও কি সুভদ্রার মতন রথে চড়ে ঘোড়া হাঁকাতে পার্‌বি?

মাধবী। দাদা! এখন তুমি আমায় রক্ষা কর! আর আমার উপায় নাই। আমি এখন জীবনে মরণে তাঁরই দাসী। পিতা যদি এ বিবাহ মঞ্জুর করেন ভালই, নচেৎ সতীর যা কর্ত্তব্য তাই ক'র্‌বো।

কুমা। মাধবী! আমি সব জানি। মাধব যে তোকে ভালবাসে তাও জানি। তুইও যে মাধবের প্রতি একান্ত অনুরক্তা, আমি তাও জানি। আমি তোদের দুজনের প্রথম ভাল বাসার অবস্থা থেকেই জানি। আমার যদি তোদের এ প্রণয়ে বিন্দুমাত্র অনিচ্ছা থাক্‌তো, তা হ'লে আমি কখনই এ প্রণয়ে এত প্রশ্রয় দিতেম না। কিন্তু আমি ভেবে দেখ্‌লুম, মাধব আমার ভগ্নীপতি হবার উপযুক্ত কিনা? তারপর যখন বুঝ্‌লুম, যে মাধব রূপে গুণে কুলে শীলে কিছুতেই আমার ভগ্নীপতি হবার অনুপযুক্ত নয়, তখন আর আমি বাধা দিলুম না। মনে কল্লুম, বরং এ মিলনে তোদের পরিণামে আরও সুখের মিলন হবে! আমি মাধবের নির্ম্মল চরিত্র, ধর্ম্মময় জীবন, হৃদয়ের উচ্চতা সকলি অবগত আছি। মাধবের ন্যায় সৎপাত্র সহজে পাওয়া যাবে না তাও জানি। আর মাধব যার পতি হবে, সে সতী কম সৌভাগ্যবতী নয় তাও জানি।

কিন্তু একটা কথা, মাধবের অর্থ নেই। কিন্তু এক অর্থের জন্য যদি মানুষের সব গুণের অনাদর হয়, তা হ'লে অর্থ-কেও ধিক্, আর এই সংসারকেও ধিক্!

মাধবী। দাদা! তোমার পায়ে পড়ি দাদা, এ কথা যেন কারুর কাণে না উঠে।

কুমা। মাধবি! বাবাকে এ কথা ব'ল্‌তেই হবে। বাবার অমতে কোন কার্য্য করা আমাদের উচিত নয়। তাঁর মত ক'রে এ কার্য্য নির্ব্বাহ ক'র্‌তে হবে।

মাধবী। দাদা! বাবাকে এ কথা বোলোনা, তাহ'লে সর্ব্বনাশ হবে! তুমি ত জান, বাবা দরিদ্রকে বড়ই ঘৃণা করেন। দাদা, আমি চিরকুমারী হ'য়ে থাক্‌বো সেও ভাল, তুমি বাবাকে এ কথা বোলোনা তোমার পায়ে ধরি দাদা!

(পদধারণ)

কুমা। (মাধবীকে তুলিয়া) কেন তুই ভয় কচ্চিস্ মাধবি! আমি এমন ভাবে বাবাকে ব'ল্‌বো যে বাবা আর অমত ক'র্‌তে পার্‌বেন না। বাবাকে না বোল্লে আরও সর্ব্বনাশ হবে! তুই কি শুনিস্‌নি যে মহারাজের সঙ্গে তোর বিবাহের সম্বন্ধ হচ্ছে?

মাধবী। দাদা! তবে কি হবে দাদা?

কুমা। কেন, হয়েছে কি? তুই কেন এত ভয় কচ্চিস্? তুই কি এমন অন্যায় কায করেছিস্ যে এত ভয়? মাধবের অর্থই নেই, আর তা না হ'লে মাধবের কি দোষ আছে? বাবা মাধবের সবই জানেন! তবে যদি তিনি মাধবের

দরিদ্রতার জন্য কোন আপত্য করেন, আমি সে আপত্য খণ্ডন ক'র্‌বো এখন।

মাধবী। দাদা! কি ক'রে তুমি বাবার সে আপত্য কাটাবে?

কুমা। কেন? আমি তাঁর একমাত্র পুত্র, তিনি আমাকে তাঁর যথা সর্ব্বস্ব দেবেন, আমি আমার সমস্ত মাধবকে দান ক'র্‌বো, তা হ'লেত আর মাধব গরীব থাক্‌বেনা? আর তা হ'লে বোধ হয় বাবারও কোন আপত্য থাক্‌বেনা। আমি বাবাকে বুঝিয়ে ব'ল্‌বো এখন। মাধব যদিও দরিদ্র বটে, কিন্তু অনেক ধনবানের পুত্র তার একটী সামান্য গুণেরও অধিকারী নয়। মাধব যে তাঁর জামাতা হবার উপযুক্ত, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। তবে জানিনা—ভগবানের মনে কি আছে।

মাধবী। দাদা, ভগবানের মনে যা ছিল তা হ'য়ে গেছে। এখন লোকের মনে কি আছে জানিনা।

কুমা। লোকের মনে কি হ'তে পারে? ভগবানের মনে যা আছে তাই হবে। এখন চল একবার মার কাছে যাই। মাকে সমস্ত কথা আমি খুলে বল্‌বো এখন, তারপর তিনি বাবাকে বেশ ক'রে বুঝিয়ে বোল্‌বেন, তাহ'লেই আর বাবার কোন আপত্য থাক্‌বেনা! সকল কার্য্যই নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হবে এখন। এখন চল্ মার কাছে যাই। তোর কোন ভাবনা নেই! তুই ভগবানকে ডাক্, সব বিপদ্ থেকে উদ্ধার হ'য়ে যাবি।

মাধবী। ভগবান, দয়াময়! দুঃখিনীর মুখ রেখো! আমার আর কোন উপায় নেই! আমি অবলা, বালিকা, এ অকূলে একমাত্র তুমিই ভরসা——

[উভয়ের প্রস্থান।

প্রথমাঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দরদালান।

(শঙ্কণ্ সিংহ ও যোগমায়ার প্রবেশ।)

যোগ। সে তুমি যাই বল, ও কথা আমি শুন্‌তেই চাইনি। ও মা শুন্‌তে পাই, রাজার প্রায় একশো বছর বয়েস হয়েছে;—চুল গুলি সব পেকে ধব্‌ধব্‌ ক'চ্ছে, গাল তুব্‌ড়ে গেছে, ওমা—একি কথা গো! এমন কথাও তো কখন শুনিনি যে সেই ঘাটের বুড়ো মড়া আবার বে ক'র্‌তে চায়! ওমা, কোথায় যাব গো!

শঙ্কণ্। আঃ! কি কর! অত চেঁচাচেঁচি কর কেন?

যোগ। ওমা! যার পেছনে যম দাঁড়িয়ে রয়েছে, আজ বাদে কাল যার গঙ্গা যাত্রা হবে, সে কি না আবার বে ক'র্‌তে চায়? আ পোড়া কপাল আমার! কোথায় যাব গো!

শঙ্কণ্। আচ্ছা-অত চেঁচিয়ে না হ'লে কি কথা কইতে পারনা?

রাজাকে অমন ক'রে ব'ল্‌ছ, যদি কেউ শুন্‌তে পায় তা হ'লে যে সর্ব্বনাশ হবে।

যোগ। কেন, কি অন্যায় কথা বলিছি? বুড়োকে বুড়ো ব'লেছি তাতে হয়েছে কি? রাজারা বুড়ো হ'লে বুঝি তাদের বুড়ো বল্‌বারও যো নেই?

শঙ্কণ্‌। আচ্ছা—একটু আস্তেই কথাগুলো ছাই কও না! চল চল—তোমার আর এখানে কথা ক'য়ে দরকার নেই—! চল—ঘরের ভেতর চল! আমি তোমায় সব বুঝিয়ে বলিগে চল!

যোগ। আর তোমায় বুঝিয়ে ব'ল্‌তে হবেনা, আমি সব বুঝতে পেরেছি। তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি সব একেবারে গেছে! ওমা—আমার সোণার প্রতিমা মেয়ে, বাছা আমার কিছুই জানে না, তার কিনা একটা বাহাত্তুরে পাওয়া বুড়োর সঙ্গে বে দিতে চাও! (ক্রন্দন)

শঙ্কণ্‌। সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে দেখছি! বুঝ্‌বেনা—সুঝ্‌বেনা,—কেবল গণ্ডগোল ক'র্‌বে! তা যা খুসী তাই কর, আমার আর কোন কথায় কাজ নেই। ওঁর মেয়ে, আমার আর মেয়ে নয়! আমি তার ভালমন্দ কিছুই ভাবিনা! আমার আর তার ওপর মায়া দয়া কিছুই নেই।

যোগ। দয়া মায়া যদি থাক্‌তো, তা হলে আর অমন একটা ঘাটের মড়া বুড়োকে মেয়ে ধ'রে দিতে চাও? আমার প্রাণ থাক্‌তে আমি কখনই ঐ বুড়োর সঙ্গে মেয়ের বে দেবনা, তা এতে যাই বল।

শঙ্ক। বুড়ো বুড়ো ক'রে তুমি যে একেবারে ক্ষেপে উঠ্‌লে দেখ্‌ছি! আরে রাজা আবার বুড়ো যুবো কি? তোমার মেয়েকে রাজা যে বে ক'র্‌তে চাইচে, এই তোমার ভাগ্যি।

যোগ। আমার অমন ভাগ্যিতে কাজ নেই! তোমার ভাগ্যি নিয়ে তুমি ধুয়ে খাওগে।

শঙ্কণ্‌। তা তোমার যেমন বুদ্ধি—তেম্‌নি কথাই কইছ! তা নইলে আর মেয়ে মানুষ ব'ল্‌বে কেন? দেশের রাজা—ওঁর মেয়েকে বে ক'র্‌বেন, ওঁর মেয়ে রাজরাণী হবে, রাজ্যি শুদ্ধ লোক "মহারাণী—মা জননী" ব'লে ডাক্‌বে, আমি রাজার শ্বশুর হব, উনি রাজার শ্বাশুড়ী হবেন, রাজ্যি শুদ্ধ লোক আমাদের সম্মান ক'র্‌বে, তা এ সব ইচ্ছে হবে কেন? আর এ সব ইচ্ছে হ'লেই কি হয়,—ভাগ্য চাই, ভাগ্য চাই!

যোগ। হ্যাঁগা, তুমি বল কি গো? তুমি রাজ শ্বশুর হবে ব'লে কি মেয়েটাকে জলে ফেলে দিতে হবে নাকি?

শঙ্কণ্‌। হাঁ তা ঠিক্ বটে! এ হাত পা ধ'রে জলে ফেলে দেওয়াই হ'চ্ছে বটে। ওঁর মেয়ে রাজরাণী হ'য়ে রাজ অট্টালিকায় থাক্‌বে, মণি মুক্ত হীরে জহর প'র্‌বে, সিংহাসনে ব'স্‌বে, শত শত দাসী পেছনে পেছনে ফির্‌বে, মেয়ের এ রকম সুখ ঐশ্বর্য্য করে দেওয়া, আর হাত পা ধ'রে জলে ফেলে দেওয়া এ সমানই কথা! এমন না হ'লে আর অমন কথা বল! সাধে বলে

"স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী" মেয়ে মানুষের বুদ্ধি নিতেই নেই।

যোগ। আচ্ছা আমি ত মেয়ে মানুষ—আমার কোন বুদ্ধিই নেই, আচ্ছা আমি তোমাকেই একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি যা বল্‌ছ সব সত্যি। মেয়ে রাজরাণী হবে, হীরে জহর মণি মুক্ত প'র্‌বে, হাজার হাজার দাসী—মেয়ের একটী কথার জন্যে অপেক্ষা করে থাক্‌বে—সব সত্যি! কিন্তু যখন সেই সাদা সাদা চুলগুলি নিয়ে, সেই তোব্‌ড়া গালে শোণের নুড়ীর মতন দাড়ি গুলি নিয়ে, সেই ফোগ্‌লা দেঁতো প্রপিতামহ বর মশাই, ঘাড় কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে মেয়ের ঘরে ঢুক্‌বে, তখন মেয়ের কেমন আহ্লাদ হবে বল দেখি! মেয়ে তখন ঐশ্বর্য্য নিয়ে ধুয়ে ধুয়ে একটু জল খাবে, আর তুমি রাজ শ্বশুর হয়েছ ভেবে একেবারে স্বর্গ হাতে পাবে-না? আমার মেয়ে যদি গাছ তলায় থাকে—সেও ভাল, মেয়ের মনের মতন স্বামী পেয়ে যদি মেয়েকে যদি ভিক্ষে ক'রে খেতে হয়, সেও ভাল, তবু আমার প্রাণ থাক্‌তে ঐ বুড়োর সঙ্গে মেয়ের বে দিতে দেবনা, এটা ঠিক্ জেনো! তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমরা অর্থ বোঝ, ঐশ্বর্য্য বোঝ, কিন্তু আমরা স্ত্রীলোক আমরা স্বামীর সুখই মহা ঐশ্বর্য্য ব'লে জানি! আমরা পতির সোহাগেই স্বর্গের আনন্দ উপভোগ করি! সংসারে সার বলে জানি! তুমি যাই বল, আমি কখনই এ বে হতে দোবনা! আমার প্রাণ থাক্‌তে নয়। এটা নিশ্চয় জেন!

[প্রস্থান।

শঙ্কণ্। সর্ব্বনাশ! এ যে বড় বিষম সমস্যা! এখন করি কি? ফস্ ক'রে তো রাজাকে কন্যা প্রদানে সম্মত হলুম, এখন যে বিষম বিপদ্! রাজাকে বাক্য দান ক'রেছি, এখন কন্যা দান না ক'র্‌লে আর কি রক্ষা আছে? রাজ কোপে প'ড়ে ধনে প্রাণে মারা যেতে হবে যে! এখন উপায় কি? না একটু অন্যায় হয়ে গেছে—আগে গিন্নির সঙ্গে পরামর্শটা কোল্লেই ভাল হ'ত! রাজ শ্বশুর হব এই আনন্দে একেবারে অধীর হ'য়ে পড়্‌লুম্, অগ্র পশ্চাৎ না ভেবে একেবারে ঝাঁ ক'রে পাকা কথা দিলুম্। কে জানে বল যে মেয়ে মানুষ "রাজা দেখেও ভুল্‌বেনা!" গিন্নী তো যে রকম ক'রে ব'লে গেল, এখন ওর মত করা ত বড় সহজ ব্যাপার ব'লে বোধ হয় না! এখন কি করি? রাজাকে তো আর ব'ল্‌তে পারবোনা যে "না—আমি মেয়ের বে দোবনা"! তা হলে কি আর রক্ষে আছে? আবার শুন্‌লুম রাজা আমার মেয়েকেই বিবাহ করবার জন্য ব্যগ্র হয়েছেন! তবেত দেখছি আর কোন উপায় নেই। বিবাহ'ত দিতেই হবে, তা কি কর্‌বো গিন্নী চটে চট্‌লো, তা ব'লেত আর রাজার সঙ্গে বিবাদ ক'র্‌তে পারবোনা? আর রাজার সঙ্গে বিবাদ ক'রে, কেউ কি কখন রাজ্যে বাস ক'র্‌তে পারে? যাই হোক্ ও যে কথা সেই কাজ! বেত দিতেই হবে! এখন মেয়েটা না অমত কর্‌লেই হ'ল! তা সে—সে রকম মেয়ে নয়, সে আমার কথার ওপর কখনই কথা কইবে না।

(চণ্ডীরামের প্রবেশ ।)

চণ্ডী। কথা কইবেনা সত্য, আপনার কথার ওপর কথা কইবে না তা সত্য ! কিন্তু তা ব'লে কি আপনার কথার আগে ভালও বাস্‌বে না ? মাধবী ত এখন আর নিতান্ত ছেলে মানুষটী নেই, সে এখন ভাল মন্দ বুঝেছে, ও ভাল যে কালে বুঝেছে, সে কালে বাসাও বুঝেছে, বাসাটা ভাল ছাড়া প্রায়ই থাকে না।

শঙ্কণ্‌। একে নিজের জ্বালায় জ্ব'লে ম'র্‌ছি, আবার তুমি এখন জ্বালাতে এলে ?

চণ্ডী। আমিও জ্ব'লে জ্ব'লে মর্‌ছি, সেই জন্যে, যে জ্বলে, তার কাছে ছুটে আসি ! মনে করি ব্যথার ব্যথী পেয়ে একটু জুড়োব, তা জুড়নো চুলোয় যাক্‌, জ্বালা আরও দ্বিগুণ জ্ব'লে ওঠে।

শঙ্কন। বাপু হে ! একটু ক্ষমা দাও, কোথায় যাবে যাওনা ?

চণ্ডী। কোথায় যাব ঠিক ক'র্‌তে পারলেই চ'লে যাই ; আর একদণ্ডও থাকিনা, ঠিক করতে পারিনা ব'লেইত যেতে পারিনা।

শঙ্ক। তবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠিক কর, আমিই যাই, ভাল পাগল যা হ'ক !

চণ্ডী। হায় মানুষ ! তুমি কি মহা মোহেই আচ্ছন্ন ? ভুলেও ভাবনা যে কিছুই চিরস্থায়ী নয় ! তোমার অনিত্য জীবন প্রদীপ, কালের একটী মাত্র ফুৎকারে এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই

নির্ব্বাণ হবে, তাকি তুমি ভুলেও ভাবনা ? নশ্বর সংসারে ঐশ্বর্য্য সুখে এতই উন্মত্ত, যে একবার ভুলেও ভাবনা— যে একজন তোমার মাথার ওপর আছে। এত ঐশ্বর্য্য, এত সুখ, তবু আশা মেটে না ? আবার আশা ? রাজ্য-লাভের আশা ? আরে মোহান্ধ মানব ! ঐশ্বর্য্যের আশা কখন কি মেটে ? ও আশা যে আগুন, ও আগুনে ঐশ্বর্য্য-রূপ ঘৃত যতই প্রদান ক'র্‌বে, ততই আগুন দ্বিগুণ প্রবল বেগে জ্বল্‌বে ! কিছুতেই নির্ব্বাণ হবে না। আহা, মাধব ছোঁড়ার জন্যই আমার ভাবনা ! সে অনাথ ! অনাথের এ সংসারে কে আছে ? তবে তাকে কে রক্ষা ক'র্‌বে ? যে রকম আগুন জ্বলেছে, সে আগুনে ত মাধব পতঙ্গ, পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে, সে অনাথ দীন হীন। হে দীনের রক্ষক দীননাথ ! ভ্রান্ত জীবের দারুণ দুর্গতি হরণ কর ! প্রভু ! আর কেন ? এই কার্য্য অন্তে যেন পদপ্রান্তে স্থান পাই। আর কেন দয়াময় ! খেলাতো ঢের হ'ল ! এইবার দয়া কর, এইবার কোলে তুলে নাও।

গীত।

বেলা গেল, মোরে যেতে হবে পারে।
হরিবলা এবার হ'ল না।
ফুরাইল আমার জীবনের ছুটী,
কাটিয়ে দিয়েছে নাম লেখা চিটি,
দেখরে শমন আসে গুটী গুটী,

আমার পথের সম্বল, কৈ কিছু হ'ল না॥
প্রবাসে আসিয়ে মোহেতে মজিয়ে,
জীবনের সার হইল, বাসনা।
বাসনা ফুরাল, জঞ্জাল মিটিল,
আর তো ভাবনা ভাবিতে হবে না।
এই খেদ শুধু রহিল মনেতে,
প্রাণ ভ'রে হরি বলা হ'ল না॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান।

(স্তম্ভোপরি মাধব সিংহ উপবিষ্ট।)

মাধব। একি! আমি কি উন্মাদ হয়েছি নাকি? আমি কাকে পাবার আশা কর্‌ছি? আমি কে—আর মাধবী কে? মাধবী অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ধনীর তনয়া, আর আমি পরান্ন-পালিত দীন দরিদ্র, আমি এ সংসারের কে? আমার এ সংসারে কি আছে? আমার যে কালে অর্থ নেই, তখন আমার কিছুই নেই, আমি আবার আমাকে মনুষ্য মধ্যে গণ্য করি কি ব'লে? অর্থ না থাক্‌লে মানুষ আবার কিসের মানুষ? অর্থ-হীন মানব আর একটী অতি ক্ষুদ্র ঘৃণিত কীট—উভয়েই সংসারের চক্ষে সমান, আমার ন্যায় কোটি

কোটি মানব এ সংসারের কোথায় পড়ে রয়েছে, কে তাদের অনুসন্ধান করে ? যার অর্থ নেই, তার এ সংসারে কোন পরিচয়ই নেই, অর্থ-হীন মানব পদে পদে কতই প্রপীড়িত হ'চ্ছে ; কে তাদের প্রতি দৃষ্টি করে ? এ সংসারে অর্থই মানুষের মনুষ্যত্ব, বিদ্যা—বুদ্ধি—জ্ঞান-ধর্ম্ম যা কিছু, অর্থের নিকট সকলেই পরাজিত। সংসারে মানুষের আবার কি মাহাত্ম্য আছে ? মাহাত্ম্য অর্থের, মাহাত্ম্য ঐশ্বর্য্যের, সংসার তার সকল সময়ে অনুগত আজ্ঞাবাহী দাস। আমি অর্থ-হীন, সংসারের একটী নগণ্য কীট, আমার প্রাণে এ আশা কেন ? মাধবীকে পাবার আশা আমার হৃদয়ে কেন ? কি আশ্চর্য্য ! মাধবী স্বর্গের সুষমাধারিণী দেবী সংসারের পূজনীয়া ধনীর দুহিতা,—আর আমি ? আমি সেই মাধবীর পিতার অন্নদাস। আমার মাধবীকে পাবার আশা কেন ? আশা, ধন্য তোমার মহিমা ! তোমার মন্ত্রণায় মানুষ কি না ক'র্‌তে পারে ? তুমি এখন আমায় বল্‌ছ, মাধবী আমায় ভালবাসে, তুমি এখন তার সেই কমল নয়ন দুটীকে ভালবাসা পূর্ণ করে আমায় দেখাচ্চ, আমি ও নয়ন দেখে কেমন ক'রে বল্‌বো যে মাধবী আমায় ভালবাসে না। না—না—আমি সব ত্যাগ কর্‌তে পারি, কিন্তু আশা তোমার ঐ মনোমোহিনী মূর্ত্তি "মাধবী আমার হবে", এ আশা আমি কিছুতেই ত্যাগ ক'র্‌তে পারি না। মাধবি—মাধবি ! তুমি কেন আমায় ভালবাস্‌লে ? কেন তোমার করুণা মাথান নয়ন দুটী দ্বারা

আমায় মজালে? তুমি কি বুঝতে পেরেছ আমি তোমায় কত ভালবাসি? মাধবি—মাধবি! এ ভালবাসার পরিণাম কি, তাকি তুমি জান? হয়ত আমার মৃত্যু!

নেপথ্যে—চণ্ডীরাম।——— গীত।

মরি কি মধুর সে রূপ মাধুরী।
প্রাণ যে বাঁচে না তাহারে না হেরি॥

মাধ। (উঠিয়া) একি! কে আমার প্রাণের ভাব সঙ্গীতে ব্যক্ত করে? আহা মরি মরি! কি মধুর সঙ্গীত! কে গাইলে? কৈ—আর তো শোনা যাচ্চে না; না—না—ঐ যে গাচ্চে। ঐ যে সেই সুধার স্রোতে আকাশ মণ্ডল প্লাবিত হ'চ্ছে! আহা—কে তুমি? আমার মর্ম্মতন্ত্রীতে আঘাত ক'রে মধুর গান গাইছ? কৈ না! কিছুই ত শোনা যাচ্ছে না!

নেপথ্যে।— গীত।

তারে নাহি হেরে—
প্রাণ যে কি করে,
সে ভাব প্রাণের, বুঝাইতে নারি॥

মাধ। ঐ যে আবার গাইলে! কে গাইলে? (নেপথ্যে দেখিয়া) ও কে? ও ত চণ্ডীরাম! ও এ মধুর গান শিখ্‌লে কোথা থেকে? ওকেত লোকে পাগল বলে, এই যে—এই দিকেই আস্‌ছে, আহা কি মধুর সঙ্গীত! (উপবেশন)

(গাহিতে গাহিতে চণ্ডীরামের প্রবেশ।)

চণ্ডী।— গীত।

মরি কি মধুর, সে রূপ মাধুরী।
প্রাণ যে বাঁচে না, তাহারে না হেরি ॥
তারে নাহি হেরে,
প্রাণ যে কি করে,
সে ভাব প্রাণের, বুঝাইতে নারি ॥
সে মোহন রূপ হৃদি মাঝে রাখি,
সাধ হয় মনে নিরবধি দেখি,
তার রূপ মাঝে মিশাইয়ে থাকি।
আমার মন প্রাণ যেন সব হয় তারি ॥

মাধ। চণ্ডীরাম! এ গান তুমি কোথায় শিখ্‌লে?

চণ্ডী। এই তোমার কাছ থেকেই।

মাধ। কৈ, আমি ত ও গান জানি না।

চণ্ডী। যদি "না" বলো, তা কি করবো বল?

মাধ। না চণ্ডীরাম! সত্যই আমি ও গান জানিনি।

চণ্ডী। জান না? এতক্ষণ একলা বোসে ত বেশ গাইছিলে, আর আমায় দেখে অম্‌নি ন্যাকা সাজলে? সে তোমায় ভালবাস্‌লে কেন—তার চক্ষু দুটী পদ্ম ফুলের মতন সুন্দর আবার তায় ভালবাসা মাথান, তুমি তাকে কিছুতেই

ভুলতে পারবেনা। আরও কত কি বল্‌ছিলে—তবু সবটা আমার মনে হচ্ছেনা! দেখ তোমার গানগুলি বেশ; আমায় ঐ রকমের ছোট খাট ছুটো গান শিখিয়ে দিতে পার? বেশী বড় হ'লে কিন্তু আমি শিখতে পার্‌বো না।

মাধ। (স্বগতঃ) একি! একে লোকে পাগল বলে কেন? এর কথাগুলি সব দ্ব্যর্থ-ভাবে পূর্ণ,—লোকে বুঝতে পারে না—তাই পাগল বলে, এ ত পাগল নয়, এর সঙ্গীতের অর্থ অন্যরূপ। এ যাঁকে লক্ষ্য ক'রে গান গাইলে, তাঁর কাছে বোধ হয় কোটি কোটি মাধবীর সৃষ্টি হয়।

চণ্ডী। (স্বগতঃ) না ভেবে চিন্তে এক রকম ধরেছে। আচ্ছা দেখা যাক্ কত দূর দৌড়। (প্রকাশ্যে) বলি আর ভাব্‌ছ কি? ও আমি বুঝেছি—বেশ সাংঘাতিক দংশেছে? ও কালনাগিনী রূপের বিষ কিছুতেই নাবেনা, তা জানি, তবে এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম, তুমি বিষের জ্বালায় ছট্‌ফট ক'চ্ছো দেখে, মনে কর্‌লুম, তোমার মৃত্যুকালে ছুটো হরিনাম শুনিয়ে দিয়ে যাই, যদি তোমার কিছু সদ্গতি হয়!

মাধ। চণ্ডীরাম! তোমার এ তো পাগ্‌লামী নয়।

চণ্ডী। তা যে যে রকম ঠাওরায়। আমি তো ব'লে ক'য়ে নিশ্চিন্দি।

মাধ। চণ্ডীরাম! সত্যই আমি মাধবীর রূপবিষে জর্জ্জরিত হয়েছি।

চণ্ডী। ও শুধু তুমি বোলে নও! শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে দেখতে গেলে, ছেলে বুড়ো আর কেউ বাকি নেই। তবে বুড়োদের ছড়িয়ে পড়েছে, তোমার না হয় লাট খেয়ে আছে।

মাধ। চণ্ডীরাম! এ পৃথিবীতে আমার মতন আর কেউ কি মাধবীকে ভালবাসে?

চণ্ডী। সেটা এখন' পর্য্যন্ত এক ক্ষেত্রে সকলের পরীক্ষা নেওয়া হয়নি! কেমন ক'রে তবে বলি বল!

মাধ। তুমি আমার প্রাণের ভেতর যদি ঢুকতে পার, তা হলে বুঝতে পার, আমি মাধবীকে কত ভালবাসি।

চণ্ডী। আর প্রাণের ভেতর ঢুক্‌তে হবে কেন? ও তোমার "প্রাণের ঘেরাটোপ" দেখেই মালুম ক'রে নিয়েছি! তোমার রোগ কিছু সাংঘাতিক।

মাধ। চণ্ডীরাম, তুমি সত্যই বলেছ! আমার রোগ সাংঘাতিক! আমি বামন হ'য়ে চন্দ্রস্পর্শের অভিলাষ করেছি।

চণ্ডী। বলি, একটু বামন হয়েই বুঝি যত অন্যায় কর্‌ছ? আর একটু ঢেঙা হলেই বুঝি চাঁদ খানা একেবারে মুটোর ভেতর ক'রে ফেল্‌তে?

মাধ। চণ্ডীরাম, আজ পর্য্যন্ত মনের কথা বল্‌বার একটীও লোক পেলুম না! তোমায় সকলে পাগল বলে, আমারও সেই ধারণা ছিল। কিন্তু আজ তোমার সঙ্গে নির্জ্জনে দুটো কথা ক'য়ে, আমার সে ভ্রম গেছে। আমি বুঝতে পেরেছি, যারা পাগল, তারাই তোমায় পাগল বলে, চণ্ডীরাম!

তোমার সঙ্গে কথা ক'য়ে আজ আমার প্রাণে যে কি আনন্দ হচ্চে, তা আমি কেমন ক'রে জানাব বল ?

চণ্ডী। একি ফ্যাসাদে কথা বল বাবা ? আমার সঙ্গে কথা ক'য়ে আনন্দ পাওয়া,—এত বড় ভাল কথা নয় ?

মাধ। চণ্ডীরাম ! আর আমি তোমায় ছাড়বো না। দেখ আমি দরিদ্র অনাথ ! এ সংসারে আমার প্রাণের বেদনা বোঝ্‌বার লোক কেউই নেই ! তোমার কাছে আজ আমি আমার প্রাণের কথা সব বল্‌বো ! দেখ—এ সংসারে দরিদ্রকে সকলেই ঘৃণা করে, কিন্তু চণ্ডীরাম, তোমারত এ সংসারে কিছুরই আশা নেই, তবে তুমি আমায় ঘৃণা ক'র্‌বে কেন ? আমার অর্থ নেই, তোমারও অর্থের আকাঙ্ক্ষা নেই, তবে তুমি কেন আমায় উপেক্ষা ক'রবে ? চণ্ডীরাম ! এত দিন পরে আজ আমি মনের মানুষ পেয়েছি, আমি তোমায় আর ছাড়চিনা।

চণ্ডী। একি বাবা ! তুমি যে ক্রমেই বড় নেওটা হ'য়ে প'ড়্‌ছ দেখতে পাচ্চি। আমি তোমার মনের মানুষ, ও সব কি ধুয়ো তুল্‌ছ বাবা ? না আর তোমার কাছে থাকা বড় সুবিধে নয় ! তুমি লোক বড় ভাল নও,—সরে পড়া যাক্ !

মাধ। (ধরিয়া) চণ্ডীরাম ! আর আমি তোমার পাগ্‌লামীতে ভুল্‌ছিনি, আর আমি তোমায় ছাড়চিনি !

চণ্ডী। একি মুস্কিলেই পড়লুম গা ! এ যে হাত ধরে টানাটানি করে ! হাত ছেড়ে দাও—হাত ছেড়ে দাও, আমি তোমার

মাধবী নই হে! মাধবী নই। তোমার আর আমার সঙ্গে অত পিরিতে কাজ নেই।

মাধ। চণ্ডীরাম! আমি অনাথ, আমি দীন হীন, আমায় দয়া কর!

চণ্ডী। না না—এ ছোঁড়া আমায় মজালে দেখছি! দেখ—আমায় যদি অত ক'রে বল—আমি কিন্তু এখুনি কেঁদে ফেল্‌বো!

মাধ। চণ্ডীরাম! আমার উপায় কি হবে চণ্ডীরাম? আমার এ ক্ষুদ্র হৃদে উচ্চ আশা কেন?

চণ্ডী। বাঃ—বাঃ আপনার কথাই সাত কাহন, আর আমি যেন কাকে কি বল্‌ছি। বারে ছোক্‌রা? তোমার উচ্চ আশা কেন—তা তুমিই জান, আমি তার কি জানি!

মাধ। আমার এ আশা কি পূর্‌বে?

চণ্ডী। বাপুহে! আমি ত আর গণকার নই, যে গুণে দেখবো তোমার আশা পূর্‌বে কি না?

মাধ। চণ্ডীরাম! তোমার পায়ে ধরি চণ্ডীরাম! (পদধারণ) আমায় ঠেলনা, এ সংসারে আমার কেউ নেই, আমার দুঃখে দুঃখিত হয়, এমন একজনকে'ও আমি এ সংসারে দেখতে পাইনি! চণ্ডীরাম! তুমি আমায় দয়া কর! তুমি আমার দুঃখে একটু দুঃখিত হও! আমার এই ঘৃণিত দরিদ্র জীবনের উপর একটু স্নেহবারি সিঞ্চন কর! আমি বড়ই অভাগা! কি ব'ল্‌বো, আমি এ জন্মে কখন কারুর প্রাণের যত্ন পেলুম না! (ক্রন্দন) অল্প

বয়সেই পিতৃ মাতৃ হীন! পরান্নে প্রতিপালিত, সকলের ঘৃণ্য হয়েও সংসারে জীবন ধারণ ক'রে আছি! কেবল একমাত্র সেই অনাথনাথ দীনবন্ধু ভগবানের চরণ ভরসা ক'রে। তা নইলে বোধ হয় এত দিন পৃথিবীতে থাক্‌তুম না, থাক্‌তে পার্‌তুমও না। আমি যখন ভগবান্‌কে ডাকি, কে যেন আমার হৃদয় থেকে বলে—"মাধব ভয় নেই, "অনাথের অনাথনাথ আছেন," তিনিই তোকে দেখছেন"। চণ্ডীরাম! সেই ভরসাই আমার একমাত্র ভরসা! আর তোমায় কি ব'ল্‌বো! আমি দরিদ্র ব'লে আমার সঙ্গে কেউ ভাল ক'রে কথা কয় না! চণ্ডীরাম! আজ তোমায় দেখে আমার যে কি আনন্দ হ'চ্ছে, তা আমি প্রকাশ ক'ত্তে পাচ্চি না। আমার মনে হ'চ্ছে, তুমি যেন আমার কতই প্রাণের প্রিয়তম—পরম আত্মীয়। এমন ভাব আমার কখন কাকেও দেখে হয়নি। চণ্ডীরাম! জানিনা—তুমি কে? তুমি যেই হও; আমায় দয়া কর! আমায় দয়া কর! আমি তোমার চরণে শরণ নিলুম! আমায় দয়া কর! দীনহীন ব'লে আমায় পায়ে ঠেলনা।

চণ্ডী। (স্বগতঃ) না, আর পার্‌লুম না! (প্রকাশ্যে) মাধব! মাধব! যদি কখন তোমার দুঃখ দূর ক'র্‌তে পারি, তবেই আমার পাগ্‌লামী করা সার্থক হবে! মাধব, আজ থেকে জেনো, তোমার জন্যে এ সংসারে একজন প্রাণ দিতেও প্রস্তুত রৈল।

মাধ। (সকাতরে) তুমি আমায় নিজগুণে মার্জ্জনা কর!

আমি এত দিন তোমায় চিন্‌তে পারিনি ! সকলের মতন পাগল মনে করে উপেক্ষা করেছি ! তোমার পায়ে ধরি আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর। আমি বড়ই দীন।

চণ্ডী। দীনের দীননাথ আছেন, এ সংসারে মানুষের দ্বারা কিছুই হয়নারে কিছুই হয় না ! সব সেই খাস মহল থেকে হয়। মানুষ অত লাফায়, ঝাঁপায়, হাঁপায়—কেবল অহঙ্কারে উন্মত্ত হ'য়ে। কার সাধ্য কি করে ! যা কর্ব্বার সব সেই একমাত্র কর্ত্তাই করেন। সে কর্ত্তাটী আড়াল থেকে সব দেখেন, আর তাঁর যা ইচ্ছে হয় তাই করেন, তা জানিস্ ? সে কারুর অনুরোধ উপরোধ রাখে না। সে এমন কর্ত্তা নয়।

মাধ। তিনি মানুষকে গরীব করেন কেন, জান ?

চণ্ডী। সহজে তাঁর কৃপা প্রাপ্ত হবে ব'লে। কি জানিস্ ! বড় লোকের ছেলেরা সর্ব্বদাই ঝি চাকরের কাছে থাকে, তারা তাদের কাছেই ভুলে থাকে, মায়ের কোল বড় বেশী পায় না ;—সেই রকম যারা ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়, তারা ঐশ্বর্য্য নিয়েই ভুলে থাকে, ভগবান্‌কে ডাক্‌বার আর অবসর পায় না ! গরীব পদে পদে ভগবান্‌কে ডাকে, তাই সহজে তাঁর কৃপাও প্রাপ্ত হয় !

মাধ। তবে আবার গরীবের প্রাণে অত উচ্চ আশা হয় কেন ?

চণ্ডী। দেখ্ ঐটুকুই তাঁর খেলার মজা। এ সংসার তাঁর মায়ার খেলাঘর। তাঁর এই মায়ার খেলাঘরে আশাদাসী, তাঁর যত ছায়ার ছেলেদের ভুলিয়ে রেখেছে। তিনি তাঁর ছায়ার

ছেলেদের জন্যে, এই মায়ার খেলাঘর কত রকম বিচিত্র খেলনায় সাজিয়েই দিয়েছেন। আর আশাদাসীকে ছেলে-দের সঙ্গে দিয়েছেন ভুলিয়ে রাখবার জন্যে। এখন আশার সান্ত্বনায় এই মায়ার খেলনা নিয়ে, যারা বেশ শান্ত হয়ে খেলা করে; তিনিও তাদের বিষয় একটু নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকেন। দেখ্—তোকে একটু ভাল ক'রে বলি শোন্! এই যেমন মা ছেলের হাতে নানারকম খেল্না দিয়ে, ভুলিয়ে ছেলেকে ছেড়ে দেয়, ছেলে যদি সেই সব খেলনা নিয়ে বেশ আনন্দে খেলা করে, মার জন্যে না কাঁদে, তা হ'লে মাও বেশ নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকেন! কিন্তু আড়াল থেকে খোঁজ রাখেন ছেলে কি ক'র্‌ছে। কিন্তু আবার যে ছেলে হাজার খেলনা পেলেও কিছুতেই ভোলে না, কেবল মা মা ক'রে কাঁদে, মা কি আর তখন নিশ্চিন্ত থাকৃতে পারেন, অম্‌নি ছেলেকে এসে কোলে ক'রে নেন্। এ সংসারে ভগবানেরও ঠিক সেই রকম খেলা! যে এই মায়ার খেলনা নিয়ে আশাদাসরী সান্ত্বনায় বেশ শান্ত হ'য়ে খেলা করে, ভগবান্‌ও তার জন্যে আর বড় একটা ভাবেন না। দেখ্, তাঁর ঐ আশাদাসী বড় উপযুক্তা দাসী, ছেলে ভোলাতে এমন আর কাউকেই দেখিনি, আশার ছলনায় সকলেই এই খেলাঘরে সব—ভুলে ব'সে থাকে। তাঁর যেমন মায়ার খেলাঘর, তেম্‌নি তাঁর আশাদাসী, যদিও দৈবাৎ কোন ছেলে সংসারের পীড়নে রোগ শোক তাপে হোঁচোট খেয়ে, "মা মা মা! কোলে নাও" ব'লে কেঁদে

ওঠে, তা অম্‌নি আশা ছুটে গিয়ে তাকে কোলে ক'রে কত রকম সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দেয়, আর হাবা ছেলে অম্‌নি সব ভুলে যায়! আবার খেলা ঘরে খেলায় উন্মত্ত হয়! চোখের জল চোখে শুকিয়ে যায়; শুষ্ক মুখে আবার হাসি দেখা দেয়, আর জগৎ জননীও ছেলেকে কোলে নেবার জন্যে হাত বাড়িয়েও হাত গুটীয়ে নেন্। তা তুই যদি ছায়ার কায়া নিয়ে, মায়ার খেল্‌না পেয়ে ভুলে থাকিস্‌, তবে কেন তিনি তোর ভাবনা ভাব্‌বেন? আর যদি তুই সব ত্যাগ ক'রে, মা! মা! জগৎ জননী! আমায় কোলে নাও, বোলে কেবল কেঁদে কেঁদে বেড়াস্‌, তা হলে মা কি আর থাক্‌তে পারেন; তোকে অবশ্যই কোলে তুলে নেন্।

মাধব। গুরুদেব! গুরুদেব! একি! আমি আজ এ কি দেখ্‌ছি? আমার এ চক্ষু এত দিন কোথায় ছিল? আমি যেন নব জীবন প্রাপ্ত হ'য়ে পৃথিবী সব নূতন রকমের দেখছি! একি আমি কোথায়? একি স্বর্গে? এ জীবন কি স্বপ্নময়? এ যে সব ছায়া! সংসারে পরমাণুটী পর্য্যন্ত ছায়া! আমি ছায়া, তুমি ছায়া, মাধবী ছায়া, এ যে সব ছায়া! ছায়ার এত প্রেম কেন? ছায়ার এত খেলা কেন? গুরু! গুরু! জ্ঞানময়! আমি মায়ামোহে অন্ধ, আমায় দয়া কর! আমায় শ্রীচরণে স্থান দাও! (পদধারণ)

চণ্ডী ওরে এ যা কিছু দেখছিস্‌, সব তাঁরই ছায়া, তাঁর ছায়া

ছাড়া সংসারে আর কিছুই নেই! ছায়া—ছায়া—ছায়া! এ সংসার ছায়াময়,—সব ছায়া!—

গীত।

আমি সবই দেখি ছায়া,
এই মায়ার খেলাঘরে।
ছায়ার মায়ায় ছায়া বাঁধা, এ সংসারে,
এই ছায়ার সংসারেতে
কত ছায়া খেলা করে
এ যে কিসের ছায়া, তা কেউ ভুলেও ভাবেনা রে!
এই ছায়া দেখা যায়,
এই কোথা মিশে যায়,
ছায়ার তরে ছায়া কত হা হা করে!
তবু আশার স্বপন, ছায়ার ভাঙ্গে না রে॥
ছায়ায় ছায়ায় কত ভালবাসা রাসি,
ছায়ার গলায় ছায়া, পরায় স্নেহের ফাঁসি,
শেষ ছায়া চলে যায়,
ছায়া করে হায় হায়,
তবু ভুলেও ভাবেনা, ছায়া থাকেনা সংসারে॥

মাধ। (করযোড়ে) প্রভু! তুমি আমার ভগবান্! এ জীবন

আজ থেকে ঐ শ্রীচরণে উৎসর্গ কর্‌লুম, আমায় দয়া করুন ! আর আমি সংসারের মায়ায় ভুলবনা।

চণ্ডী। ওরে, পার্‌বিনি রে পার্‌বিনি ! এখন ছায়ার মোহিনী রূপে তোর কায়া বাঁধা, আগে মায়া কাটা—প্রবৃত্তির নিবৃত্তি কর্‌, তবে মায়ায় ভুল্‌বোনা বলিস্‌।

মাধব। প্রভু ! আপনি আমায় যা অনুমতি কর্‌বেন, আমি তাই কর্‌বো, এখন এ জীবন আপনার, সত্য—রূপের মোহ বড় বিষম ! গুরুদেব ! এ—রূপ মোহ কিসে যায় ?

চণ্ডী। রূপের মতন রূপ নজরে পড়্‌লেই যায়। দেখ্‌ ! আমিও একজনের রূপে মোহিত হ'য়ে গেছি, তোর চেয়ে ঢের বেশী রকমে মোহিত হয়েছি। তার রূপে মোহিত হ'য়ে এই দেখ্‌না তার সাক্ষী, পাগল হ'য়ে বেড়াচ্ছি। আহা, আমার সে যে কি সুন্দর রে! তা আর তোকে কি ব'ল্‌বো ! তার মতন সুন্দর আর নেই ! তার রূপ একবার দেখ্‌লে আর কোন রূপ চক্ষে লাগে না।

গীত।

মোহন রূপের প্রফুল্ল মাধুরী।
(তিনি) অনন্তরূপের আধার !
রূপময় তিনি রূপের ভাণ্ডার
তাঁরি রূপে ভরা সংসার ॥

কত তরুণ অরুণ সে রূপের মাঝে,
কত অনন্ত চন্দ্রমা সে রূপে বিরাজে !
অনন্ত নীল গগন মণ্ডল,
তাঁরি রূপে এত সুন্দর ॥
কত অনন্ত কোটি তারকা ঝলকে,
কত অনন্ত সৌন্দর্য্য সে রূপে ফলকে,
নব পল্লব শ্যামল, কত ফুল্ল শতদল,
তাঁরি রূপ ল'য়ে এত সুন্দর !
মহান্ রূপে রূপবান্ তিনি,
অনন্ত রূপের সাগর ॥

(উভয়ের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ।

(শঙ্কণ্ সিংহ ও বিপর্য্যয় সিংহের প্রবেশ।)

বিপ। (সবিস্ময়ে) সে কি! শুভকার্য্যে আবার বিপদ্ কি মশাই?

শঙ্কণ্। না, অন্য কিছুই নয়, তবে গৃহিণী কিছু আব্দার ধরেছেন।

বিপ। তাত হতেই পারে, হতেই পারে, একি আর সামান্য সুখের বিষয়! স্বয়ং মহারাজাধিরাজ জামাতা হ'চ্ছেন, এতে তো আব্দার হতেই পারে! তা কি বুঝি—এক সুট জড়োয়া গহনার আব্দার?

শঙ্কণ্। আজ্ঞে না, ভগবানের কৃপায় সে অভাব কিছুই রাখিনি।

বিপ। আজ্ঞে তা জানি, আপনি কি আর একটা সামান্য লোক? আপনি মহারাজের সমযোগ্য লোক!

শঙ্কণ্। আজ্ঞে সে আপনারা কৃপা ক'রে বলেন তাই! তা সে যাই হোক্, এখন গৃহিণীকে সান্ত্বনা করি কি ক'রে?

বিপ। কেন—কেন, তিনি কি কিছু অশান্ত হ'য়ে পড়েছেন না কি?

শঙ্কণ্। তা নয়, তিনি এখন কন্যার বিবাহ প্রদানে সম্মতা নন।

বিপ। (সবিস্ময়ে) কি সর্ব্বনাশ! সে কি কথা? মহারাজ সমস্ত আয়োজন করেছেন, আগামী পূর্ণিমার দিবস দিনস্থির

করেছেন, আর কি এখন তার অন্যথা হয়? আর এরূপ বিবাহে অসম্মতা হবার কারণ ত দেখতে পাইনি।

শঙ্কণ্‌ কারণ অন্য কিছুই নয়, তবে——

বিপ। তবে কি বলুন, আমি এখনি তাঁকে সম্মতা করে ফেল্‌বো এখন।

শঙ্কণ্‌ সে কি মশাই! আপনি আমার গৃহিণীকে সম্মতা কর্‌বেন কি রমক?

বিপ। আজ্ঞে না না, আমি ভুলে বলে ফেলেছি; হঠাৎ মস্তিষ্কটা কি রকম বিগ্‌ড়ে গেল!

শঙ্কণ্‌। আর মশাই, আমি যে কি ক'র্ব্বো তা ভেবে পাচ্চি না।

বিপ। আপনিত ভেবে পাচ্চেন না, আমার যে ভাবনায় পেটের ভেতর হাত পা সেঁদিয়ে গেল!

শঙ্কণ্‌। আর মশাই বলেন কেন, স্ত্রীলোকের বুদ্ধি।

বিপ। সে ত শাস্ত্রেই আছে—"স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী" (printed: "স্ত্রীবুদ্ধি দুষ্কুলাদপি")।

শঙ্কণ্‌। তা ত আছে, এখন আমি যে কোথায় থাকি, তাই ভাব্‌ছি।

বিপ। মশাই! আপনি কেন সঙ্কুচিত হচ্চেন? কি হয়েছে খুলেই বলুন না? কেন তিনি হঠাৎ অসম্মত হলেন?

শঙ্কণ্‌। ভগবানের মনে কি আছে জানি না।

বিপ। কি বলুন না? খুলেই বলুন না—কি হ'য়েছে? তারপর দেখি আমি যদি কিছু ক'ত্তে পারি।

শঙ্কণ্‌। মহাশয়! এ অত উতলার কার্য্য নয়! এখন স্থির-চিত্তে, এর উপায় উদ্ভাবন ক'ত্তে হবে।

বিপ। আজ্ঞে হ্যাঁ, তা ত নিশ্চয়ই! তবে কি জানি কেন এত অস্থির হ'য়ে পড়্‌ছি! তবে হ্যাঁ, মহারাজকে আপনি স্বয়ং বাক্যদান করেছেন, ও এক রকম বিবাহ হ'য়েই গেছে। শাস্ত্রে বলে—"বাক্ দত্তা চ বিবাহিতা"।

শঙ্কণ্। বিবাহ ত দেবই, সে জন্য আপনি চিন্তা ক'র্‌বেন না।

বিপ। তা আপনি হলেন "মহাজনো যেন গত স পন্থা"। আপনার বাক্য আর বেদ এ দুটী যেন মার পেটের সহোদর ভাই। আপনার বাক্যের কথন কি খেলাপ হবার যো আছে?

শঙ্কণ্। তা যেকালে বাক্‌দান ক'রেছি, তখন আর অন্য মত নেই! তবে কি জানেন স্ত্রীর সঙ্গে কলহ ক'রে সংসারে থাকা, আর জলে থেকে কুমীরের সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করা সমান কথা।

বিপ। আজ্ঞে তার আর সন্দেহ আছে। শাস্ত্রেই আছে—

"বদসি যদি কিঞ্চিদপি মানময়ী দানং।
দেহি পদ পল্লব মুদারং"।

তা ভগবান্‌ই যখন কলহ ভঞ্জনের জন্য স্বয়ং স্ত্রীর পায়ে পর্য্যন্ত ধারণ করেছেন, তখন আর আমরা মানুষ কোন্ ছার।

শঙ্কণ্। আপনার ত দেখ্‌ছি সর্ব্বশাস্ত্র একেবারে কণ্ঠে বিরাজিত।

বিপ। তা নইলে মশাই, স্বয়ং মহারাজ অত স্নেহ করেন!

শঙ্কণ্। তা যাই হোক্, বিবাহ আমি দেবই! নিতান্তই গৃহিণী অমত করেন ত শেষকালে বল প্রয়োগ।

বিপ্র। মশাই, ওর আর শেষকালে নয়, এই বেলাই বল প্রয়োগ আরম্ভ করুন! ও আপনি জানেন না, শাস্ত্রে বলে "শূকরী সদৃশা নারী" অর্থাৎ স্ত্রীলোকের গোঁ আর শূকরের গোঁ সমান।

শঙ্কপ্। কি অন্যায় দেখুন দেখি? আমি মহারাজকে বাক্যদান করেছি, তা সেটা গেল চুলোয়, উনি কিনা মহারাজ বুড়ো ব'লে তাঁকে কন্যাদানে অসম্মত!

বিপ। (সবিস্ময়ে উপবেশন পূর্ব্বক) অ্যাঁ, বলেন কি? মহারাজকে বুড়ো বলেন? মহারাজ বুড়ো!

শঙ্কপ্। আর মশাই! যাক্, যাক্ ও কথার আর গোলযোগ ক'রে কাজ নেই। আমি যে কালে বিবাহ দোবো বলেছি, তখন আমার যে কথা সেই কায, স্বয়ং ব্রহ্মা এলেও এ রদ্ করতে পার্‌বে না।

বিপ। না না! আমি যে শুনে একেবারে অবাক্ হ'য়ে গেছি! বুড়ো? লোকে কথায় বলে "রাজার মতন জামাই হবে", তা সে কথা গেল চুলোয়, আবার সেই মতন দূরে থাক্, খোদ রাজা জামাইকে বুড়ো বলা? আরে বুড়ো হয় কারা? যারা দীন দুঃখী, দরিদ্র, খেতে পায় না, তারাই বুড়ো হয়, রাজা রাজ্‌ড়া আবার কখন বুড়ো হয়? যার ঘরে কমলা অচলা, সে কখন আবার বুড়ো হয়? এ্যাঁ—

(চণ্ডীরামের হঠাৎ প্রবেশ।)

চণ্ডী। কথাটাত ঠিক হ'লনা? কমলার জন্মদাতাও যে বুড়ো হ'য়ে কৈলাসে বাস ক'চ্চেন। বলি আপনার কি মনে

নেই? লক্ষ্মীর বাবা যখন বুড়ো বয়েসে গিরিরাজ কন্যাকে বিবাহ করেন, তখন বুড়ো বর দেখে লক্ষ্মীর দিদিমা কত কেঁদেছিল,—মশাই কি সব ভুলে গেছেন? ত্রিভুবনের রাজা বুড়ো হ'য়েছিলো ব'লে মেনকার মন খুঁৎ খুঁৎ করেছিল, আর আপনার এই তিন ছটাক জমীর রাজা, বুড়োকে দেখে, মাধবীর মা বুড়ো বলেছে ব'লে, বড় দোষ হয়েছে?

বিপ। আচ্ছা বাপু, তুমি সকল কথায় কথা কও কেন?

চণ্ডী। তুমি অন্যায় কথা কেন বল বাপু?

শঙ্কণ্। চণ্ডীরাম! এখন তুমি একটু চুপ কর।

চণ্ডী। আমাকে চুপ করালে কি হবে! অন্দরে যে হুলস্থূল! সে বড় বিষম ঠাঁই, গুরু শিষ্যের দেখা নাই! সে মুখটা আগে বন্ধ করুন।

বিপ। আচ্ছা, আচ্ছা, সে উনি বুঝ্‌বেন এখন! তোমাকে তার জন্যে ভাব্‌তে হবেনা—তুমি যাও!

চণ্ডী। উনি আজ নয় কাল বুঝ্‌বেন, রাজাও বুঝ্‌বে, দেশসুদ্ধ সকলেই বুঝ্‌বে, কিন্তু তোমার বোঝাটাই শেষ কালে কিছু বিষম হ'য়ে দাঁড়াবে। তোমার জন্যে আমাকে অনেক বেগ পেতে হবে।

বিপ। আচ্ছা—আচ্ছা, সে যা হবার হবে এখন! এখন তুমি যাও দেখি!

চণ্ডী। আমি যাচ্ছি; কিন্তু গরীবের কথাটা মনে যেন থাকে, বাসি হ'লে বড় মিষ্টি লাগ্‌বে এখন! এখন আমি চল্লুম!

[প্রস্থান।

বিপ। ভাল এক আপদ্ হয়েছে দেখ্‌চি! পাগলটাত মরেও না! সকল কথাতে ওর কথা কওয়া চাই!

শক্কণ্। যাক্ মশাই, ও পাগলের কথা ছেড়ে দিন। আপনি মহারাজকে গিয়ে সংবাদ দিন, যে আমি তাঁর মতেই সম্মত হলেম। আগামী পৌর্ণমাসীর দিন আমি তাঁকে কন্যা সম্প্রদান কর্‌বো।

বিপ। তা ত জানি—আপনার যে কথা সেই কায, আর কি জানেন, এসব প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ! আপনার মেয়ে কত তপস্যাই করেছিল, তাই অমন কন্দর্প সদৃশ পতি প্রাপ্ত হ'ল। আমি তবে এক্ষণে বিদায় হই; মহারাজের আজ আর আনন্দের সীমা থাকবে না। নমস্কার!

শক্কণ্। নমস্কার! আসুন—মনে রাখ্‌বেন।

বিপ। সেকি কথা! (স্বগতঃ) আপনি হচ্চেন আমার দাঁও-য়ের গুরু, আপনাকে না মনে রাখ্‌লে আমার দাঁও হবে কোথা থেকে? হে প্রজাপতে!

শক্কণ্। কি চিন্তা কর্‌ছেন?

বিপ। আজ্ঞে না, ভাব্‌ছি আপনি কি সৌভাগ্যই করেছিলেন?

শক্কণ্। সে সবই আপনার কৃপা।

বিপ। তবে এখন নিশ্চিন্ত, আর বোধ হয় কোন বিঘ্ন হবেনা?

শক্কণ্। কিছুনা, আপনি মহারাজকে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে বলুনগে!

বিপ। যে আজ্ঞে, তবে আসি, নমস্কার!

(প্রস্থান)

শঙ্কণ্। নমস্কার! (স্বগতঃ) যাক্, এখন একবার গিন্নীকে বুঝিয়ে দেখা যাক্। বিয়েত হবেই; তবে কেন আর শুভ কর্ম্মের সময় ঝগ্‌ড়া বিবাদ থাকে? দেখি এবার কি হয়?

(প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দরদালান।

(যোগমায়া, মাধবী ও কুমার সিংহ আসীন।)

কুমার। আচ্ছা মা! তুমি বল্‌ছ মাধব গরীব, কিন্তু তোমায় আমি একটা কথা বলি, মানুষ গরীব হ'লে কি আর মানুষ হয় না? গরীবই হোক্, আর বড়লোকই হোক্, মানুষ মানুষই থাকে, বড়লোক হ'লে ত আর দেবতা হয় না? বরং আমার মতে গরীবের ঘরে অনেক মানুষের মত মানুষ দেখা যায়, কিন্তু বড় লোকের ঘরে অনেক পশু মানুষের কলেবরে মানুষ সেজে থাকে। মানুষ কি কখন মানুষকে ঘৃণা ক'র্‌তে পারে? তবে গরীবকে আমরা কেন ঘৃণা করি? আমরা সকলেই এক পিতার সন্তান, এক জায়গা থেকে এসেছি—আবার এক জায়গায় চ'লে যাব। এ সংসারে আমাদের আত্মপর কেউ নেই! তুমি যদি মাধবীকে সুখী ক'র্‌তে চাও, তবে মাধবের

সঙ্গে বে দাও। মাধবের মতন ধার্ম্মিক, উচ্চমনা, বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্, সরল স্বভাবের পাত্র শত সহস্র ধনীর গৃহে অন্বেষণ কল্লেও তুমি পাবে না, এ কথা আমি নিশ্চয় ব'ল্‌তে পারি।

যোগ। তা বাছা মাধবই হোক্, আর যেই হোক্, মাধবীর যোগ্য দেখে তুমি তার বে দাও। আমার তাতে কোন অমত নেই! কিন্তু তা বোলে আমি ঐ নব্বুই বছরের বুড়োর সঙ্গে কিছুতেই মাধবীর বে দেবনা, তা তিনি রাজাই হ'ন, আর ইন্দির্ চন্দরই হ'ন। অ্যাঁ কর্ত্তার আক্কেল কি? আমি ত দেখে শুনে একেবারে অবাক্ হ'য়ে গেছি! তিনি রাজশ্বশুর হবেন ব'লে, ঐ স্বর্ণ-প্রতিমা একটা ঘাটের মড়াকে ধ'রে দিতে চাচ্চেন?

কুমার। আশ্চর্য্য! অর্থের পিপাসা কিছুতেই মেটে না? ভগবান্ এত দিয়েছেন, তবুও আশার তৃপ্তি হয় না! দেখ মা! আমাদের চেয়ে কত শত গরীব লোক কেমন সুখে রয়েছে, কিন্তু আমাদের এততেও আশা মিটুল না। বাবা এখন কোথায় ব'সে একটু ভগবানের নাম কর্‌বেন, না এখন ঐশ্বর্য্য লিপ্সা! আর অর্থ চিন্তা! বাবার দেখ্‌ছি এই অর্থ চিন্তাতেই অনর্থ হবে।

যোগ। রাজার সঙ্গে ওঁর মেয়ের বিয়ে হ'লে মান বাড়্‌বে, রাজ্যি সুদ্ধ লোক ওঁকে সম্মান কর্‌বে,—বুঝেছ? তারপর দুদিন পরে বুড়ো রাজা ঘাটে গেলেই, উনি মেয়ের রাজত্বের কর্ত্তা হ'য়ে বোস্‌বেন; আর ওঁর মেয়ে রাজরাণী হ'বে,

মাথা মুড়িয়ে, থান কাপড় পোরে, রাজসিংহাসনে বোসে বোসে হবিষ্যি কর্‌বে, তা হ'লেই আর ওঁর সুখের সীমা থাক্‌বে না; আর মেয়েও একেবারে সুখে ভাস্‌বে।

কুমা। এখন যে কি রকম ক'রে তুমি বাবাকে এ বিষয় থেকে নিরস্ত ক'র্‌বে, আমি কেবল তাই ভাব্‌ছি।

যোগ। এর আর ভাবা ভাবি কি? আমি ত প্রাণ থাক্‌তে ও বুড়োকে মেয়ে দোব্‌না, তা এতে তিনি আমাকে যা হয় ক'র্‌বেন।

কুমা। মা, ভগবানের মনে যা আছে তাই হবে, মাধবীর কপালে যদি ঐ বুড়ো বরই থাকে, তা আমরা কি তার কিছু ক'র্‌তে পা'র্‌বো? মা, তুমি অত ভেবনা, মাধবীর কপালে যা আছে তাই হবে।

যোগ। কপালে যা আছে তা হবে জানি, কিন্তু তা ব'লেত আর কেউ চ'খে দেখে শুনে পেটের সন্তানকে জলে ফেলে দিতে পারেনা।

কুমা। দেখ মা, একটী উপায় আছে! তুমি যদি বাবাকে ব'ল্‌তে পার যে, মাধবী মাধবকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে ক'র্‌বেনা, তা হ'লে হতে পারে।

(মাধবীর সানন্দে অবস্থান।)

যোগ। তা বেশ ত, মাধবী যদি মাধবকে বিয়ে ক'র্‌তে রাজী হয়, আমার তাতে কোন অমত নেই। ওর তা হ'লে মাধবের সঙ্গে বিয়ে হবে, কেমন মাধবী! তোর কি মত?

[সলজ্জ ভাবে মাধবীর প্রস্থান।

কুমা। মাধবীর খুব মত আছে, দেখ্‌ছনা—মৌন হ'য়ে চ'লে গেল। ওর যদি না মত থাকতো, তা হ'লে ও চুপ ক'রে চলে যাবার মেয়ে নয়, স্পষ্ট ব'ল্‌তো।

যোগ। স্ত্রীলোকের স্বামীসুখই সুখ। মাধবী যদি মাধবকে নিয়ে সুখী হয়, তা বেশত, তুমি সব ঠিক ক'রো, তিনি এলে আমি বল্‌বো এখন, "আর তোমার মেয়ের বিয়ের জন্যে ভাবতে হবে না, মেয়ে তোমার স্বয়ম্বরা হ'য়ে স্বামী বেছে নিয়েছে"।

কুমা। মা! ঐ বুঝি বাবা আস্‌ছেন, তুমি বেশ ক'রে বাবাকে বুঝিয়ে ব'লো! আর যদি বলেন মাধব গরীব,—বোলো, তোমার ছেলেকে তুমি যা দেবে সে সমস্ত তার বোন্‌কে লিখে দেবে, তা হ'লেত' মাধব আর গরীব থাকবে না। আমি চল্লুম, দেখ' যদি বাবার মন ফেরাতে পার?

(একদিক্ দিয়া কুমারসিংহের প্রস্থান ও অপর দিক্ দিয়া শঙ্কণ্ সিংহের প্রবেশ।)

শঙ্কণ্। এই যে তুমি এখানে, বলি একটু বুঝে দেখ্‌লে? বুদ্ধি শুদ্ধি একটু খুল্লো?

যোগ। আমরা স্ত্রীলোক, আমাদের বুদ্ধি শুদ্ধি সব স্বামী।

শঙ্কণ্। সেই জন্যই ত বলি, আমার কথার ওপর কথা কোওনা! আমি যা বলি, তা তোমাদের ভালর জন্যই বলি, আমি কি আর না বুঝে সুঝে কোন কার্য্য করি?

যোগ। স্বামীর যদি কখন কোন বিপরীত বুদ্ধি হয়, তা'হলে

বুদ্ধিমতী স্ত্রীর কর্ত্তব্য তা সংশোধন ক'রে দেওয়া, তা নইলে সহধর্ম্মিণী নামে কলঙ্ক হয়।

শঙ্কণ্। হ্যাঁ—তা একশো বার, এ কথা আমি তোমার শিরোধার্য্য করি। আমি যদি ভ্রান্ত হ'য়ে কোন কার্য্য করি, তা হ'লে অবশ্য তোমার তা সংশোধন ক'রে দেওয়া কর্ত্তব্য, আর তাতে আমি কখনই রাগ করিনি! কিন্তু মিছি মিছি ঝগ্‌ড়া কর্‌লেই ভাল লাগে না।

যোগ। তোমার সঙ্গে মিছি মিছি ঝগড়া করিও নি, ক'র্‌বোও না।

শঙ্কণ্। আঃ, সেইটী হ'লেই আমি বাঁচি! তা বেশ হ'য়েছে, ভগবান্ যে তোমার বুদ্ধি টুকু ফিরিয়ে দিয়েছেন, এতে আমি বড়ই খুসী হ'য়েছি। এখন আগামী পূর্ণিমা তিথিতে মাধবীর বিবাহ, তার সব আয়োজন কর।

যোগ। ভগবান্ সে বুদ্ধি এখনও ফিরিয়ে দেন্ নি, তুমি ঐশ্বর্য্য লোভে একটা নব্বুই বছরের বুড়োকে মেয়ে ধ'রে দেবে, তোমার এই বুদ্ধির সঙ্গে আমার বুদ্ধির মিল হচ্চে না।

শঙ্কণ্। এখনও সেই কথা! আবার ঝগ্‌ড়া বাঁধাবার জোগাড় ক'চ্ছ?

যোগ। আমার তখনও যা কথা, এখনও সেই কথা, আমার প্রাণ থাকৃতে আমি ঐ ঘাটের মড়াকে তা ব'লে মেয়ে দিতে পার্‌বোনা।

শঙ্কণ্। দেখ ভাল কথায় বল্‌ছি, ও সব কুমতলব ছেড়ে দাও।

আমি রাজাকে বাক্যদান ক'রেছি, আমার মান রক্ষা কর, মিছে গণ্ডগোল কোর'না।

যোগ। আমি একটী কথাও কইব না। তুমি আগে আমায় মেরে ফেল, তারপর তোমার মেয়ে নিয়ে যা ইচ্ছে হয় ক'র, আমি দেখতেও আস্‌বো না, কিছু বোল্‌তেও আস্‌বোনা। কিন্তু আমার একটী মেয়ে, আমি চোখে দেখে ঐ বুড়োকে দিতে পার্‌বো না!

শঙ্কর্। তুমি দেখ্‌ছি সহজে আমার কথা শুন্‌বে না? আচ্ছা দেখি, কে আমার মেয়ের বিবাহ রদ্ করতে পারে?

যোগ। মানুষ না পারে, আমি না পারি, ভগবান্ পার্‌বেন! ভগবান্ কখনই আমার ঐ সোনার প্রতিমার জন্যে একটী গঙ্গাযাত্রী বর করেন নি, এটা আমি নিশ্চয় বোল্‌তে পারি।

শঙ্কর্। এইবারে ঠিক বলাচ্ছি! এতক্ষণ ভাল মানুষীতে হচ্ছিল, এখন থেকে আর না! দেখি, কে আমার মেয়ের বিয়েতে কথা কয়? আমি ঐ রাজার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দোবই দোবই দোবই; এতে ব্রহ্মা এলেও আমাকে নিরস্ত করতে পারবেন না। আদর পেয়ে সব একেবারে মাথায় উঠেছে! আমার কথার ওপর কথা ক'ওয়া, আমার মতের ওপর মত দেওয়া!—দেখি দিকি, এবার কে কেমন ক'রে নিবারণ করে? আমি ঐ বুড়ো রাজার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দোবোই দোবো।

যোগ। আর বিয়ে দেবে কি! মেয়ের কি আর বিয়ে হ'তে বাকি আছে? এখন যদি মেয়ের দুটী বর ক'রে দেবার

বাসনা থাকে ! তবে আবার মেয়ের বিয়ে দাও।

শঙ্কণ্। কি—বিয়ে হ'য়ে গেছে ? পাগল ! নিশ্চয় পাগল !

যোগ। আমি ত পাগল, এ ধারে মেয়ে যে বরের জন্যে পাগল হ'য়ে স্বয়ম্বরা হ'য়ে বসে আছে।

শঙ্কণ্। কি ! আমার মেয়ে কার জন্যে পাগল ?

যোগ। মাধবের জন্যে, সে মাধবকে পতিত্বে বরণ করেছে।

শঙ্কণ্। কি—মাধবের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে ? যাকে রাজ-রাজেশ্বর পাবার জন্যে ব্যস্ত, তাকে কিনা ঐ একটা ঘৃণিত, দরিদ্র, কুক্কুরাধম, পরান্নভোজী মাধব পাবে ? এ তোমার মিথ্যে কথা।

যোগ। কখনই মিথ্যে নয় ! আমার জীবনে আমি কখন স্বামীর নিকট মিথ্যা বলিনি। আমি আবার বল্‌ছি, মাধবী স্ব ইচ্ছায় মাধবকে পতিত্বে বরণ করেছে।

শঙ্কণ্। কি—মাধবী স্বইচ্ছায় ? সে দেবতার বাঞ্ছিত হ'য়ে, একটা ঘৃণিত কীটকে পতিত্বে বরণ ক'রেছে ? না—আমার এখনও বিশ্বাস হ'চ্ছেনা ! তুমি আমার পা ছুঁয়ে ব'ল্‌তে পার ?

যোগ। আমি এই তোমার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি—মাধবই মাধবীর পতি।

শঙ্কণ্। কার মতে এ কায হ'ল ? এ কখনই হ'তে পারেনা ! মাধবী আমার মূর্ত্তিমতী সরলা, সে কিছুই জানেনা। সে কখনই একটা দীন দরিদ্রকে পতিত্বে বরণ কর্‌তে পারেনা ! আমি বুঝেছি ! সেই মেধো ছোঁড়াই এতদিন

আমার অন্ন খেয়ে, আমারই সর্ব্বনাশ করেছে! সেই নেমোকহারামই আমার মাধবীকে কোন যাদু মন্ত্রের দ্বারা বশীভূত করেছে! আচ্ছা, এর সমুচিত প্রতিফল ভোগ করাচ্ছি! ও বিবাহ কখনই মঞ্জুর নয়! মাধব—বদ্‌মায়েস্, চোর, ডাকাত, নেমকহারাম, সে গরীব হ'তেও গরীব, সে আমার অন্নদাস!—সে কখনই আমার জামাতার উপযুক্ত নয়। আমার জামাতা মহারাজাধিরাজ অমর সিংহ বাহাদুর। এ কথা মিথ্যা! ও সব মিথ্যা! তাকে আমি রীতিমত শিক্ষা প্রদান কচ্ছি! নরাধম! যার খাও, তারই সর্ব্বনাশ কর?

যোগ। এখন মাধবকে শিক্ষা দিতে গেলে, নিজেকেও শিক্ষা পেতে হবে! এখন মাধবকে কিছু ক'ল্লে, মাধবী কি আর প্রাণ রাখবে? তা মনেও ক'রনা!

শঙ্কণ্। কি,—মাধবের জন্যে মাধবী বাঁচবে না? এ কথা আমি শুন্‌তে চাইনি! আমি মহারাজকে বাক্‌দান্ করেছি, এখন মাধবী মহারাজের পত্নী, মাধবী এখন রাজরাণী; এতবড় স্পর্দ্ধা! রাজরাণীর ওপর চণ্ডালের কুদৃষ্টি? মাধব ঘৃণিত, দরিদ্র! পশু, জানে না যে—সে বামন হ'য়ে চাঁদ ধর্‌তে যাচ্চে? তার এতদূর স্পর্দ্ধা যে, সে আমার মেয়েকে বিবাহ ক'র্‌তে বাসনা রাখে?

যোগ। তোমার মেয়েকে সে বিবাহ কর্‌তে বাসনা রাখেনি! কিন্তু তোমার মেয়েই তার রূপ গুণে মোহিত হ'য়ে তাকে বিয়ে কর্‌বার বাসনা ক'রেছিল।

শঙ্কণ্। আচ্ছা সব বাসনাই মেটাচ্ছি! এখনি মহারাজের কাছে গিয়ে, মাধবের মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা ক'রে তবে জল গ্রহণ ক'রবো! দেখি তাকে কে রক্ষা ক'র্‌তে পারে?

[প্রস্থান।

যোগ। (অগ্রগামী শঙ্কণ্ সিংহের প্রতি) মাধবের সঙ্গে মাধবীরও মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা ক'রো; জেন, যে—সে আমার গর্ভের মেয়ে, সে এক ভিন্ন দ্বিতীয় স্বামী কখনই চিন্‌বে না। (ক্ষণেক চিন্তার পর স্বগত) মাগো সর্ব্বমঙ্গলা! জানিনা মা—তোমার মনে কি আছে! একটা দেখ্‌ছি বিষম কাণ্ড হবে! এখন মাধবই মাধবীর পতি, মাধবের যদি কিছু অমঙ্গল হয়, তা হ'লে মাধবীরও হবে! এখন কি করি! মা লজ্জানিবারিণি! লজ্জা নিবারণ কর! মা বিপদ্‌নাশিনি! এ ঘোর বিপদ্ থেকে উদ্ধার কর! তোমা বিনে এ সঙ্কটে কে উদ্ধার ক'র্‌বে মা! দয়াময়ি! দয়া কর!

(চণ্ডীরামের প্রবেশ।)

গীত।

কালী কলুষ নাশিনী, তারা ত্রিতাপ-তারিণী।
জীব দুঃখ দলনী দেবি, সেবক প্রাণ বিমোহিনী॥
অসুর দল নাশিনী, মহেশ হৃদি বিলাশিনী।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ শিবে সুফল দায়িনী॥

ইচ্ছা করে গাঢ় ক'রে, প্রেম ডোরে বাঁধি মা তোরে।
রাখি যতনে হৃদি মাঝারে পূজিবার আশে পা দুখানি॥
জনম জরা হরা তারিণী, কিঙ্করে করুণা কারিণী।
ভব পারাপার হেতু দে চরণ তরণী॥

যোগ। মা দয়াময়ি! এ বিপদ্ থেকে উদ্ধার কর মা!

চণ্ডী। মা! আজ নাকি মাধবীর বিয়ে? তা আমাকে নিমন্ত্রণ করিস্‌নি কেন মা? আমি কি তোদের কেউ নয়?

যোগ। না বাবা! কোথায় মাধবীর বিয়ে? বিয়ে হ'লে আর তুমি টের পাবেনা?

চণ্ডী। মা, আমার কাছে লুকুস্‌নি, মা! আমি সব জানি মা! ঐ বাগানে আজ সন্ধ্যার সময় মাধবের সঙ্গে মাধবীর বিয়ে হবে, তাও যে আমি জান্‌তে পেরেছি মা!

যোগ। আহা বাবা! তাই হোক্, তোমার কথাই সত্য হোক্, তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক! মাধবীকে নিয়ে আমি বড়ই বিপদে পড়েছি বাবা!

চণ্ডী। মা! তোর আবার কিসের বিপদ্? তোর চণ্ডীরাম ছেলে থাক্‌তে, তোর কাছে কোন বিপদ্‌ই আস্‌তে পারবে না। দেখ্ মা, বিপদ্ আমায় বড় ভয় করে। আমি যাই, মাধবীর বিয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াইগে, আমি সেখানে থাক্‌লে মাধবীর বিয়েতে আর কোন বিঘ্ন হবেনা।

যোগ। বাবা, তোর্ কথাগুলি শুন্‌লে প্রাণে ভরসা হয়, তোকে দেখ্‌লে আমার হৃদয় যেন স্নেহভারে উথ্‌লে ওঠে!

আহা! কোন্ অভাগী তোকে ছেড়ে প্রাণ ধ'রে আছে জানিনা। (অশ্রুবর্ষণ)

চণ্ডী। মা তুই—কাঁদিস্‌নি মা কাঁদিস্‌নি! আমার মা আমাকে ছেড়ে এক দণ্ডও থাক্‌তে পারে না, সে রাত দিন আমার কাছে কাছে থাকে, এমন মাও মা কখন দেখিনি; ছেলেকে একদণ্ডও চ'খের আড়াল ক'র্‌তে পারেনা।

যোগ আহা বাবা! তোর মতন ছেলেকি চ'খের আড়াল করা যায়? আমার ইচ্ছে করে, আমিই তোকে বুকে করে রাখি! আহা মা মঙ্গলচণ্ডী তোর মাথাটী ঠিক ক'রে দিন, তোর পাগলামী টুকু সেরে যাক্।

চণ্ডী। দেখ্ মা, আমি তোর স্নেহে বাঁধা পড়েছি! তোর মতন যত্ন আমায় কেউ করেনা, সকলেই আমায় পাগল ব'লে ঘৃণা করে, কিন্তু তুইত মা আমায় বড় ভালবাসিস্!

যোগ। বাবা! আমি আমার কুমারকে যেমন ভালবাসি, তোমাকেও তেম্‌নি ভালবাসি! তোমরা যেন আমার সব পেটের সন্তান।

চণ্ডী। মা, আমিও সেই জন্যে তোর জন্যে বড় ভাবি, মনে করি—আমরা এমন ছেলে থাক্‌তে, আমাদের মার মনের সাধ পূরণ ক'রতে পারবোনা? মা! আমি যাই—আর থাক্‌বোনা, বিয়ের যোগাড় করিগে, গোধূলিতে বিয়ে দিতে হবে, আর থাক্‌বোনা।

[প্রস্থান।

যোগ। (স্বগতঃ) আহা চণ্ডীরামের কথাগুলি শুন্‌লে প্রাণ শীতল হয়! আহা এমন ছেলেও পাগল হ'য়ে বেড়াচ্ছে! চণ্ডীরামের কথাগুলি শুনে, প্রাণে যেন ভরসা হ'ল! মা সর্ব্বমঙ্গলা! জানিনি মা, তোমার মনে কি আছে, রক্ষে কর মা রক্ষে কর!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয়াঙ্ক সমাপ্ত
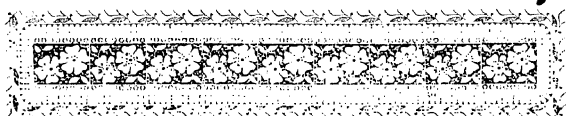
তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রমদোদ্যান।

(মাধবী আসীনা।)

মাধবী। (স্বগতঃ) ভগবান্! একি হ'ল? আমি ত' এক-দিনের জন্যেও রাজরাণী হবার বাসনা করিনি! আমি যাঁকে জীবন সমর্পণ ক'রেছি, তিনি দুঃখী—আমি দুঃখিনী। আমি এ সংসারে আর কিছুই চাইনা, যেন তাঁর পা-দুখানি বুকে রেখে পূজা ক'র্‌তে পারি। দয়াময়! আমার এই বাসনা পূর্ণ কর! তিনি বলেন, "চণ্ডীরাম মানুষ নয়—দেবতা, ছদ্মবেশে এ সংসারে পাগল সেজে বেড়াচ্ছেন, সকলে তাঁকে চিন্‌তে পারে না।" তিনি ধর্ম্মাত্মা, তিনি তাঁর ধর্ম্ম-চক্ষু দিয়ে চণ্ডীরামকে চিন্‌তে পেরেছেন, এখন চণ্ডীরাম তাঁর গুরু; যখন তাঁর গুরু, তখন আমারও

গুরু! আমিও চণ্ডীরামকে দেবতার মতন ভক্তি ক'র্‌ব! গুরুদেব—প্রভু! আমায় দয়া কর! আমায় এ বিপদ্ থেকে উদ্ধার কর! বাবার মন ফিরিয়ে দাও, রাজার মন ফিরিয়ে দাও! এ রাজ্যে ত' অনেক কুমারী কন্যা আছে, রাজা যেন তাদের বিবাহ করেন। প্রভু, দয়াময়! আমার ধর্ম্ম রক্ষা কর! আমি যাঁকে পতিত্বে বরণ ক'রেছি, তাঁকেই যেন পতিরূপে পাই! দয়াময়! আমার এই বাসনা পূর্ণ কর! (ক্রন্দন)

(সখীগণের প্রবেশ।)

গীত।

কেন ওলো সই আজি মলিন মুখে।
মেঘে ঢাকা রাকা শশী, বলনা লো কি দুঃখে॥
কেন কেন, বল বল, কমল নয়নে জল,
কেন করে ঢল ঢল!
মরমে যাতনা পাই, হেরি আঁখি ছল ছল,—
জাননা কি দুঃখের দুঃখী, মোরা সুখী তোমার সুখে॥
কনক-কমল বদনখানি,
সুধা মাখা তায় অমিয় বাণী,
আজি কেন মোরা নাহি শুনি!
কেন বল বল, যেন মুক্তা ফল,
ঝরিতেছে তোর কমল চ'খে॥

(হঠাৎ চণ্ডীরামের প্রবেশ।)

চণ্ডী। তোরা কি গান গাইছিস্? ওরে ছুঁড়িগুলো! ও গান কি এখন মাধবীর ভাল লাগ্‌বে? এখন এই রকম গান গা।

গীত।

সখি কি যে নয়নে দেখেছি তাহারে!
আমি নারী, নারি বলিতে গো সখি।
তার চারু ছবি অভাগী হৃদয়ে,
শয়নে স্বপনে সতত দেখি॥
(তার সেই) লাজ নয়নে চকিত চাহনী,
জর জর তাহে অবলা পরাণী,
প্রাণ মনচোরা তার মুখখানি;
না হেরিয়া তারে কিসে প্রাণ রাখি॥

১ম স। আহা কি মধুর গান! চণ্ডীরাম, তুমি আমাদের সখীর মনের কথা টেনে ব'লেছ।

চণ্ডী। তাত বলেছি, এখন যে গোধূলি আগতপ্রায়, কৈ—তোরা তোদের সখীর বিয়ের আয়োজন করিস্‌নি?

২য় স। সখীর বিয়ে? ওমা, কার সঙ্গে? কবে? কৈ— আমরা ত' কিছুই জানিনা, বর কোথায়?

চণ্ডী। বর তোদের সখী নিজেই ঠিক ক'রে রেখেছে।

১ম স। আমরা ত' শুনেছি মহারাজা অমরসিংহ বাহাদুর সখীর বর হবেন।

চণ্ডী। মহারাজা তোদের সখীর বর নয়;—তবে তোদের সখীর বরের বাবা হ'লেও হ'তে পারে।

সকলে। (হাস্য পূর্ব্বক) চণ্ডীরাম, তুমি ঠিক ব'লেছ—ঠিক বলেছ।

চণ্ডী। আমি আর কবে বেঠিক বলি বল? তা তোরা যে এখন' চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলি? কৈ—ফুল তুলে আন্‌লিনি? মালা গাঁথলিনি? আর এখনি যে বর এসে প'ড়্‌বে—তখন কি ক'র্ব্বি?

১ম স। আগে বর আসুক, তারপর আমরা ফুল তুলে মালা গাঁথবো।

চণ্ডী। আচ্ছা, তবে আমি বর আনিগে, তোরা সব জোগাড় করে রাখ, দেখিস্—ক'নে যেন পালায় না, তাহ'লে কিন্তু তোদের সঙ্গেই বিয়ে দিয়ে দেব'।

১ম স। না—না, তুমি বর আন' দেখি;—আমরা ক'নেকে পাহারা দিচ্ছি।

চণ্ডী। আচ্ছা, তবে দেখিস্—খুব সাবধান! আমি বর আনিগে, তোরা সব ফুল তুলে মালা গেঁথে রাখ।

[প্রস্থান।

১ম স। ও ভাই, পাগল যে সত্যিই বর আন্‌তে গেল!

২য় স। চল্ ভাই, আমরা সখীকে নিয়ে চলে যাই; কি জানি, পাগল আবার কাকে নিয়ে উপস্থিত হবে।

মাধবী। সখি! তোমরা ওঁকে পাগল মনে ক'রনা, উনি ছদ্ম-বেশী মহাপুরুষ! আমাকে নিয়ে তোমাদের পালাতে

হবে না, উনি আমাদের জন্য যা ক'র্‌বেন, সকলই আমাদের মঙ্গলের জন্য। তিনি বলেন, (জিহ্বা কাটিয়া) না—না, উনি আমাদের মনের ভাব সব জানেন।

১ম স। সখি! এতক্ষণে আমরা বুঝ্‌তে পেরেছি, তোমার আবার "তিনি" হ'য়েছেন বুঝি? সখি! আমাদের কাছে গোপন ক'রনা! তোমার 'তিনি' কে, আমাদের বল ভাই? আমাদের কাছে তাঁকে অপরিচিত ক'রে রাখা কি তোমার উচিত?

মাধবী। সখি! আমার 'তিনি' তোমাদের খুব পরিচিত, তোমাদের চক্ষে তিনি একজন সামান্য দীনহীন; আমি এতদিন তোমাদের বলিনি এই জন্যে, যদি তোমরা দরিদ্র ব'লে তাঁকে উপেক্ষা কর, তাহ'লে আমি বড়ই মনকষ্ট পাব।

১ম স। আজ একি কথা বল্‌ছ সখি? তুমি কি জাননা, আমরা তোমার দাসী! আমাদের তোমার সুখেই সুখ—তোমার দুঃখেই দুঃখ। তুমি যাঁকে পতিত্বে বরণ ক'রেছ, তিনি যিনিই হ'ন, আমরা তাঁর দাসীর দাসী, তিনি আমাদের মাথার মণি। সখি! বল তিনি কে?

মাধবী। সখি! যিনি তোমাদের মাধব, তিনিই আমার পতি।

সকলে। আমাদের মনের সাধ পূর্ণ হ'য়েছে।

সখীগণ— গীত।

মন সাধ পূরিল।

মনের মতন নাগর রতন সখীর সনে মিলিল॥

কত ভালবাসা, কত প্রেম আশা,
মাধুরি মাখান কত, হাসি রাশি ফুটিল।
বড় সাধ ছিল মনে, মাধব মাধবী সনে,
মিলিবে, হাঁসিবে সবে, সব সাধ পূরিল।
আশার গগনে আজি পূর্ণ-শশী উদিল॥

১ম সখী। আমরা এতদিন ভয়ে ও কথা মুখে আন্‌তে পারিনি, কারণ মাধব অর্থহীন! কিন্তু যথার্থ বল্‌তে গেলে, মাধবই তোমার উপযুক্ত পতি; ভগবান্ যেন তোমার জন্যে মাধবকে "মাধব" নাম দিয়ে আমাদের এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন, তাই তোমার নাম হ'য়েছে মাধবী।

২য় স। সখি! সত্যই কি চণ্ডীরাম তাঁকে আন্‌তে গেলেন?

মাধবী। তিনি তাঁর গুরু, তিনি তাঁকে যা বল্‌বেন, তিনিও বিনা আপত্তিতে তাই ক'র্‌বেন।

২য় স। তবে চল্ ভাই, আমরা ফুল তুলে মালা গেঁথে আনিগে, আজ সখী মনের মতন নাগর পেয়ে আনন্দে ভাস্‌বে, আমাদেরও আজ আনন্দ ধ'র্‌বে না।

সকলে। চল—চল—আমরা মালা গেঁথে আনিগে।

সখীগণ— গীত।

ফুল তুলে মালা গেঁথে, আনি চলো মনের সাধে।
যতনে পরিয়ে দোব, প্রাণ সখির হৃদয় চাঁদে॥

চেয়ে দেখ বদন পানে,
কত সাধ উঠ্‌ছে মনে,
মন বোঝা কি যায়না ওলো! হেরি সখির বদন চাঁদে ॥
মধু ভরা চ'খে হাঁসি ধরে না,
প্রেমিকার প্রাণ প্রেমেতে মগনা,
প্রেমিক প্রেমিকা মিলিবে দুজনে,
যতনে কুসুম আনিগে চলনা ;
প্রেমিক নাগর রসের সাগর
পড়বে লো আজ প্রেমের ফাঁদে ॥
[সখীগণের প্রস্থান।

মাধবী। (স্বগতঃ) একি! আমার প্রাণে আজ একি আনন্দ হ'চ্ছে! যেন একটা স্বর্গের সুখময় স্বপ্ন আমার চ'খের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে! মনে হ'চ্ছে—আমি যেন তাঁর বুকে মাথা দিয়ে কত অপ্সরার নৃত্য-গীত শুন্‌ছি—! গুরুদেব! একি দেখাচ্ছ ?

(নেপথ্যে চণ্ডীরাম) বর এসেছে! বর এসেছে! শাঁখ বাজা—শাঁখ বাজা! উলুধ্বনি কর। (নেপথ্যে হুলুধ্বনি)

(মাধবের হস্ত ধারণ করিয়া চণ্ডীরামের প্রবেশ।)

চণ্ডী।— গীত।

এনেছি শ্যাম দেখ্‌লো কিশোরী।
আমি কুঞ্জে কুঞ্জে ঘুরে ঘুরে,

এনেছি তোর মন চোরে,
(এখন) বাঁধ তোমার প্রেম ডোরে
ও তোর হৃদয়ের ধন বংশীধারী ॥
প্রেমে গলে প্রেমিক হরি,
প্রেমে বাঁধ্ তুই রাইকিশোরী,
অভিমানে থাকিস্‌নি রাই মিনতি করি!
তোর ঐ কোমল বাহু ফেরে,
ওলো রাখিস্ পীন পয়োধরে,
অধরে অধর দিয়ে রসমঞ্জরী—
অতি সযতনে সংগোপনে—
(ওলো) রেখে দিস্ তোর প্রাণের হরি ॥

চণ্ডী। একি! সখী গুলো সব গেল কোথা? বর এসে দাঁড়িয়ে রইল, ফুল, কি মালা এসব কই? ওরে ছুঁড়িগুলো! গেলি কোথায়? আয়না—এধারে যে লগ্ন ব'য়ে যায়।

(সখীগণের প্রবেশ।)

সকলে। এই আমরা ফুল এনেছি, এই নাও।

চণ্ডী। দে দে শীগ্‌গির দে, লগ্ন ব'য়ে যায়। কৈ, মালা কৈ? শুধু ফুলে কি হবে রে?

১ম স। আচ্ছা আমরা এখুনি মালা গেঁথে আন্‌ছি, তুমি মন্ত্র আরম্ভ কর! আমরা মালা গলায় দিয়ে একেবারে বর-

ক'নে বাসর ঘরে নিয়ে যাব, চল সখি চল, আমরা মনের মতন ক'রে মালা গেঁথে আনিগে।

[সখীগণের প্রস্থান।

মাধব। গুরুদেব! আজ আবার একি খেলা খেল্‌ছেন? আমি জ্ঞানবুদ্ধি হীন, কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

চণ্ডী। চুপ্‌কর্ ছোঁড়া চুপ্‌কর্! এখন বেশী জ্যাঠামী করিস্‌নি?

মাধব। আমি আপনার দাস! আমাকে যা অনুমতি ক'র্ব্বেন, আমি জীবনপাত করেও তা ক'র্‌বো।

চণ্ডী। তবে লক্ষীটী হ'য়ে চুপ্ ক'রে থাক্, আমি বিয়ের মন্ত্র আরম্ভ করি,—দূর থেকে কত প্রাণ যায়, বুক যায়, আর হাতে পেলেই অম্নি ন্যাকাম আরম্ভ হয়! বলি এখন পুরুতের দক্ষিণে দেবে কে? বর না ক'নে?

মাধব। গুরুদেব! এ জীবন আপনার চরণে উৎসর্গ করেছি।

চণ্ডী। এ বর দেখ্‌ছি বড় জেঠিয়ে গেছে! আরে তোর একটা জীবন ক'জনকে দিবি? তুই ত তোর জীবন মাধবীকে দিয়ে ব'সে আছিস্; আবার আমাকে দিবি কি ক'রে? দান করা ধন আবার নিয়ে দান? তা হয় না, তবে ক'নের যদি কিছু থাকে, তা ব'ল্‌তে পারিনি।

মাধবী। গুরুদেব! আমারও যে আর কিছুই নেই।

চণ্ডী। সে কিরে! তোর কিছুই নেই কিরে? তবে তুই তোর সর্ব্বস্ব কাকে দিলি? ও—বুঝেছি, তুইও সব বুঝি ঐ মাধবকে দিয়েছিস্? তা বেশ করেছিস্। আচ্ছা, এখন

আমি ধারে বিয়ে দিয়ে দিই! কিন্তু দেখ ? আমি এই বর ক'নে তুজনকেই বলে রাখছি, যদি কখনও তোমাদের কিছু হয়, তখন কিন্তু আমি আমার দক্ষিণে বুঝে নেব।

মাধব। গুরুদেব! আপনার মহিমা, আমরা কেমন ক'রে বুঝ্বো ?

চণ্ডী। এখন আয়! তুজনের হাত এক ক'রে দিই, শুভকার্য্যে আর বিলম্ব করা উচিত নয়, নানা বিঘ্ন আছে "শুভস্য শীঘ্রং" আয়—আয়! (মাধবীর লজ্জাবনত মুখে সানন্দমনে অবস্থান) আর লজ্জা ক'র্‌তে হবে না! যখন লুকিয়ে বিয়ে করেছিলে, তখন লজ্জা করেনি ? এখন আয় আয় আর সময় নেই—! (মাধব ও মাধবীর হস্ত ধরিয়া) আয়, এই খানে আয়, লগ্নও ঠিক হ'য়েছে, তুজনে চার চোখে চা! আমি মন্ত্র আরম্ভ করি।

(মাধব মাধবীর হস্তে হস্ত দিয়া দণ্ডায়মান)

(নেপথ্যে শঙ্খ ও হুলুধ্বনি)

মাধব। গুরুদেব! প্রভু! আমার প্রাণের দেবতা! আমি আর হৃদয়ের বেগ সংবরণ ক'র্‌তে পাচ্চিনা! প্রভু! প্রেমময়! অনাথ-বান্ধব! এই অনাথকে জ্ঞান দাও! প্রভু! আমার এই ভিক্ষা দাও, আমার মন যেন বিষয়মদে মত্ত হ'য়ে, আপনার ঐ শ্রীচরণ বিস্মৃত না হয়, আমার মন যেন ঐ চরণেই মগ্ন থাকে। প্রভু! এখন আমি আর কিছুই চাই না, আমি এখন পরম পদার্থ গুরুর চরণ পেয়েছি। (মাধবীর প্রতি) মাধবি! মাধবি! আর

লজ্জা ক'রনা! দেখ—তোমার সাম্‌নে কে রয়েছেন! পাগল মনে ক'রে এতদিন যাঁকে উপেক্ষা ক'রেছিলে, তিনি পাগল নন্‌,——পাগলেই তাঁকে পাগল বলে! হায়! আমি হতভাগ্য এতদিন পরম পদার্থ হাতে পেয়েও চিন্‌তে পারি নি! মাধবি! ঐ চরণে শরণ নাও, আর কোন চিন্তাই থাক্‌বে না, জীবনে মরণে ঐ চরণ সার ব'লে জেন', আর ভবযন্ত্রণা থাক্‌বে না। প্রভু! গুরু! হে দীনহীনের সখা! হে শঙ্কিতের শঙ্কাহারী! আমাদের এই আশীর্ব্বাদ করুন! যেন ঐ চরণেই মতি-গতি থাকে!!

(উভয়ে চণ্ডীরামের চরণে পতন।)

চণ্ডী। (উভয়ের মস্তকে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক পুরবী সুরের সহিত)

সাক্ষী সন্ধ্যাদেবী! সাক্ষী তারাকুল!
সাক্ষী সুধাকর! আর যত ফুল॥
সাক্ষী তরুলতা! ওহে সমীরণ!
সাক্ষী পাখিকুল! ভ্রমর গুঞ্জন॥
অন্তরীক্ষে সাক্ষী হও দেবগণ!
মাধব মাধবী হইল মিলন॥
আনন্দেতে পাখী গারে তোরা গান!
কোকিল নহবৎ কর কুহুতান!
গুঞ্জরিয়া অলি কর শঙ্খধ্বনি।
ফুলকুল তোরা হ'রে রমণী!

চন্দ্রাতপ হও হে নভোমণ্ডল !
চাল সুধাকর জোছনা শীতল ॥
ঝিকি মিকি ক'রে ওরে তারামালা।
ঘুচাও সবার মনেরি জ্বালা ॥
প্রকৃতি আঁকিয়া রাখ এই ছবি !
মিলন হইল মাধব মাধবী ॥

(উর্দ্ধে চাহিয়া ঈশ্বরের প্রতি, স্তবের সুরে।)

প্রভু ! কর আশীর্ব্বাদ অন্তরে থাকিয়া।
কর কৃপাদৃষ্টি সদয় হইয়া ॥
আমার খেলার জুটী,
(এই) মাটীর পুতুল দুটী,
অসময়ে যেন না যায় ভাঙ্গিয়া !
(আমি) এই অশ্রুবারি পদে দিলাম ঢালিয়া !

[মাধব মাধবীর চণ্ডীরামকে প্রণাম—ইত্যবসরে চণ্ডীরামের প্রস্থান।

মাধব। (উঠিয়া) একি ? গুরুদেব ! গুরুদেব ! কোথায় ?

(মালাহস্তে হঠাৎ সখীগণের প্রবেশ।)

(মাধব মাধবীকে মাল্য দান)

সখী-গণ।—— গীত।

সখি ! দে দে মালা দে, বরের গলায়।
দেখিস্‌লো, যেন বর নাহি পালায় ॥

চুপি চুপি প্রাণ চুরি ক'রে
ভেবেছিল বর যাবে সরে,
সখীর মনের মতন নাগর রতন, ধরা পড়লো এখন ;
যে জন মোহন রূপে নারী ভুলায়,
নিয়ে চল্ নিয়ে চল্, আর কেন হেথায় ॥

(মাধব মাধবীকে ফুলের মালায় সাজাইয়া)

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গ্রাম্যপথ।

(জনৈক নাগরিক ও ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ।)

নাগ। তা ভট্টাচার্য্যি মশাই ! ব্যাপারটা ভাল বুঝ্‌লেম না ?

ভট্টা। ওহে বাপু ! এ সব রাজকীয় ব্যাপার, তোমরা কি প্রকারে অনুধাবন ক'র্‌বে ?

নাগ আজ্ঞে হ্যাঁ তাত নিশ্চয়। কিন্তু মহারাজ ও মেয়েটীকেই বা কি রকম ক'রে দেখ্‌তে পেলেন ? তারপর শুন্‌ছি তার রূপে মোহিত হ'য়ে বিবাহের সমস্ত ঠিক্‌ঠাক্ করে-ছেন ; এখন আবার আপনি যা ব'ল্‌ছেন—এত বড় ভয়ানক কথা !

ভট্টা। ভয়ানক ! নিশ্চয় ভয়ানক ! তুমি মনোনিবেশ পূর্ব্বক অনুধাবন কর, আমি সমস্ত মায় টীকা টিপ্পনি সহিত বিবৃত করে ব্যাখ্যা কর্‌ছি।

নাগ। যে আজ্ঞে বলুন, আমি শুনি।

ভট্টা। আচ্ছা ! তোমরা কি একেবারে অধঃপাতে গমন করেছ ? শুদ্ধ কথা কি একটীও তোমাদের পুরশ্চারণ হ'তে নেই ? "শুনি"—কি হে ? "শ্রবণ করি"—বলিতে কি বদনে বেদনা উপস্থিত হয় ?

নাগ। আজ্ঞে হ্যাঁ—তাই, বলুন—আমি শ্রবণ করি !

ভট্টা। তবে শ্রবণ কর—মহারাজ একদা দিবাবসানান্তে শকটারোহন পূর্ব্বক সমীরণ সেবনাভিপ্রায়ে বিনির্গত হলেন। হ'য়ে ঐ পথাব অবলম্বমানে গমন করেন। ইত্যবসরে শক্কণ সিংহ বাহাদুরের মাধবী নামধেয় সেই অলোকসামান্যা দুহিতাটী গবাক্ষদ্বারে মুক্তকেশী ভবেৎ দণ্ডায়মানা ছিলেন। হঠাৎ তৎকালে মহারাজের কোকনদসদৃশ নয়ন-পল্লব, তদুপরি নিপতিত হওয়ায়, তিনি সেই রূপসীর করুণ, তরুণ, অরুণ, বরুণ, ছটায় ঘনঘটা দর্শন করিয়া, একেবারেই আত্মহারা ! পার্শ্বে সোদর-প্রতিমা বিপর্য্যয় সিংহ উপস্থিত ছিলেন ; অমনি শকট হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সুন্দরীর গৃহে গমন, এবং তৎপরিবর্ত্তে বিবাহের দিন স্থিরান্তে গৃহে প্রত্যাগমন ; সমস্তই সঠিক। কল্য শুভকার্য্য সম্পন্নমানসে মদীয় সদৃশ ব্যক্তির পাত্রীর ভবনে গমন ;

কিন্তু ভয়ানক দৈব দুর্ঘটনা, সব কার্য্য পণ্ড, একেবারে বিপরীত।

নাগ। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত বাক্যালাপ ক'র্‌তে হলে সঙ্গে একখানি অভিধান রাখা আবশ্যক, আপনার বাক্যের অর্দ্ধেক কথাইত 'দেখছি সংস্কৃত!

ভট্টা। ওহে বাপু! আমার এই তোমাদের ন্যায় ব্যক্তির সহবাস-সুখ সম্ভোগ ক'রে, তবু অর্দ্ধেক অশুদ্ধ বাক্য প্রয়োগ স্বভাব-সুলভ দণ্ডায়মান ক'রেছ। শাস্ত্রে বলে—"নরাণাং মতুল ক্রমঃ", তা আমিও তোমাদের নিকট সদাসর্ব্বদা বসবাস ক'রে, ক্রমে ক্রমে আমার মাতৃভাষা সংস্কৃতকে বিস্মৃত হ'তে উপবেশন করেছি। আমরা পুরুষানুক্রমে সকলেই সংস্কৃততে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতাম। শ্রবণ করি, আমার পিতামহী অর্থাৎ তোমরা যাঁহাকে ঠান্‌দিদি কহ, তিনি সংস্কৃতে রন্ধন কার্য্য পর্য্যন্ত নিষ্পন্ন করিতেন, আমার পিতামহ সংস্কৃতে মল মূত্র পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতেন, আর আমার পিতা এই সে দিবস পর্য্যন্তও সংস্কৃতে ভোজন পর্য্যন্ত ক'রে গেছেন। আমি কি আর একটা যে সে গৃহের সন্তান সন্তানাদি? না যে সে পণ্ডিত? স্বয়ং মহা-রাজ আমাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদত্ত করেন; আমি এক্ষণে মহারাজের সভায় প্রধানতমা গণ্যাঃ সভা পণ্ডিত, তা জান?

নাগ। আজ্ঞে হ্যাঁ তা জানি; আপনার মত সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিত কি আর আজ কাল দেখ্‌তে পাওয়া যায়?

ভট্টা। তুমি দেখ্‌ছি তাহ'লে যোগ্য লোকের সম্মান প্রদানে অভ্যাগত আছ? তা হাজার হোক্ তোমরা বৃহৎ বংশাবতংশজাত, বৃহৎ কুষ্মাণ্ড; এ গুণ গৌরব তোমাদেরই থাক্‌বার কথা।

নাগ। আজ্ঞে সেকি কথা? আপনি হ'লেন আমাদের দেশের রত্ন বিশেষ; আচ্ছা ভট্টাচার্য্য মশাই! এ ব্যাপারটা আমি ভাল বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। এদিকে বল্‌ছেন বিবাহের সমস্ত ঠিক্‌ঠাক্, অথচ বিবাহ পণ্ড হ'য়ে গেল,—এ কি রকম হ'ল?

ভট্টা। শোন, তবে তোমায় সব উন্মুক্ত ক'রে বিবৃত ক'রে বলি; ও কন্যাটীর কিঞ্চিৎ চরিত্র দোষ দর্শন প্রদান ক'রেছে, দেখ! এ কথা যেন প্রকাশিত না হ'য়ে বিকটিত না হয়!

নাগ। আজ্ঞে না সেকি কথা? আর ও সব রাজা রাজড়ার ঘরের কথা নিয়ে কি আন্দোলন ক'র্‌তে আছে? আমরা হলুম সামান্য লোক।

ভট্টা। তোমার দেখ্‌ছি ত' বড় বুদ্ধিমত্তা বিরাজিত। তোমাকে তবে সকল বাক্যই উন্মুক্ত ক'রে খুলে বলা কর্ত্তব্য। শোন! ঐ শঙ্কণ্‌সিংহ বাহাদুরের গৃহে মাধবসিংহ নামধেয় এক দরিদ্র তনয় অন্নদাস রূপে প্রতিবসতিস্ম! তারই সঙ্গে এ কন্যাটীর কিঞ্চিৎ গোপন নট্‌ঘট্ সংঘটন হয়। এতাবৎ গোপনেই কার্য্য সমাধা হচ্ছিল; তৎপরে মহারাজের বিবাহ ব্যাপারে সকল কথাই প্রকাশ্য হ'য়ে বিকশিত হ'য়ে প'ড়্‌লো! আর কি জান, পাপ কখনও

গোপনে বসবাস করে না। এখন মহা হুলস্থূল ;—শরুণ্‌-সিংহ সেই কন্যার প্রণয়পাত্ররূপ গুপ্ত জামাতাকে স্বয়ংই নিধন মানসে উদ্যত হ'লেন, আমরা অনেক প্রকারে তাঁকে নরহত্যা পাপে নিরস্ত ক'রেছি ;—এখন তিনি মহারাজের নিকট ক্রোধোন্মত্ত হ'য়ে নৃত্য করিতে করিতে শুভাগমন কর্‌ছেন ! তারপরই দর্শন কর, পরিণাম কি দণ্ডায়মান হয় বলতে পারি না।

নাগ। তাহ'লে ত' দেখ্‌ছি বড় ভয়ানক্‌ কাণ্ড।

ভট্টা। ভয়ানক ব'লে ভয়ানক !—ভয়ানক—ভয়ানক তর ;—ভয়ানক তম ;—ভয়ানক তহ ;—ভয়ানক তক্ষ।

নাগ। মশাই ! ভয়ানক তহ, আর তক্ষ কি বুঝ্‌তে পাল্লুম না ?

ভট্টা। ওহে ! ও সব আমাদের পাণ্ডিত্যের অলঙ্কার প্রয়োগ ; ওর নাম শব্দ বিন্যাস সংকল্পক্রম। ওর অর্থ কি জান ? হ আর-ক্ষ বর্ণের চরম সীমা কি না ? তাই আমারাও যখন কোন বিষয়ের চরম দর্শন করাই, তখন পরিশেষে হ-আর-ক্ষ প্রযুক্ত করি—অর্থাৎ যার অপেক্ষা ভয়ানক আর জন্মগ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না, বুঝ্‌লে ?

নাগ আজ্ঞে হ্যাঁ, বুঝেছি ! আচ্ছা মশাই ! এখন কি হবে ? মহারাজ কি তাহ'লে ঐ দুশ্চরিত্রা কন্যাকেই বিবাহ ক'র্‌বেন ?

ভট্টা। সে মহারাজের অভিরুচির বাসনার ইচ্ছা, তবে এইমাত্র সিদ্ধান্ত করিতে পারদর্শী হতে পারি যে, যদ্যপি মহারাজ ঐ কন্যার রূপলালসা দর্শনে বাণ বিদ্ধ হইয়া থাকেন,

তাহ'লে যে তাহাকে বিনাগ্রহণে পরিত্যাগ করেন তাত মদীয় সদৃশ সমান পণ্ডিতধুরন্ধর ব্যক্তির বুদ্ধির অগোচর।

নাগ। তা কি রকমে হবে? মহারাজ কেমন ক'রে ও মেয়েকে বিবাহ ক'র্‌বেন?

ভট্টা। ওহে বাপু! রাজকীয় ব্যাপারে কে বাক্য-প্রয়োগ ক'রে, জীবনসর্ব্বস্ব প্রদান ক'র্‌বে বল? মহারাজের যা কিংকর্ত্তব্য তাই ক'র্‌বেন। তাতে কোন্ শালা কথা কইবে বল দেখি?

নাগ। আজ্ঞে হ্যাঁ, তা যা বলেছেন—তা ঠিক! বড়-লোকে যা ক'র্‌বে তাই ভাল! তাহ'লে সেই ছেলেটার হবে কি?

ভট্টা। ছেলেটার কি হয় এই দর্শন করনা! মহারাজ শ্রবণ-মাত্রেণ সেই সকেশ মুণ্ডটী নিপাতের ব্যবস্থা ক'র্‌বেন, আর কি হবে? আহা হা! ছেলেটা জন্মের মতন জীবন-সর্ব্বস্ব প্রাণধন হারিয়ে বিষম দুর্দ্দশাগ্রস্থ হ'য়ে অনাহারে কালাতিপাত ক'র্‌বে—আর কি!

নাগ। তাইত মশাই, শুভকার্য্যে বড়ই বিঘ্ন হ'ল দেখ্‌ছি।

ভট্টা। তা এর আর তুমি আমি কি ক'র্‌বো! সকলই সেই অদৃষ্টের খেলা! শাস্ত্রে বলে, "কপালং কপালং মূলোং"। এখন চল আর পথে দণ্ডায়মানে লাভ কি? স্বকীয় চরকায় সর্ষপ তৈল প্রদান করা যাক্‌গে।

নাগ। আজ্ঞে হ্যাঁ, তা চলুন! কিন্তু কিসে যে কি হ'ল, কিছুই বোঝা গেল না।

ভট্টা। ও সব বোঝা তোমার আমার ন্যায় সদৃশ ব্যক্তির কর্ম্ম নয়, ও সব বৃহৎ বৃহৎ গৃহের বৃহৎ বৃহৎ বাক্য, ও সব বৃহৎ লোকেই উত্তমরূপে বুঝ্‌তে সমকক্ষ হয়। এখন এস।

নাগ। আজ্ঞে হ্যাঁ চলুন। (স্বগতঃ) একটী গর্দ্দভ বল্লেই হয়।

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

সিংহাসনোপরি অমর সিংহ, বিপর্য্যয়, রঘুজী, রতনজী ও শঙ্কণ্‌সিংহ দণ্ডায়মান।

বিপ অ্যাঁ! বামন হ’য়ে চন্দ্র ধর্‌বার সাধ? রাজাধিরাজ মহারাজ যার প্রণয় আকাঙ্ক্ষা করেন? তাকে কি না একটা সামান্য দীন হীন দরিদ্র, কুকুর হ’তেও অধম পাবার বাসনা করে? স্ব ইচ্ছায় মৃত্যুকে আহ্বান করা, আর ভবিষ্যৎ রাণীমার ওপর কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করা, উভয়ই সমান।

শঙ্কণ্‌। মহারাজ! আমি যখন আপনাকে কন্যা সম্প্রদানে প্রতিশ্রুত হ’য়েছি, তখন আমার কন্যা এক্ষণে আপনার সহধর্ম্মিণীরূপে পরিগণিতা হ’য়েছে। বাক্‌দানই বিবাহ, তবে মন্ত্রপাঠ কি বহ্বাড়ম্বর ও সকল লৌকিক আচার-

মাত্র, আর সমাজের বন্ধন। অতএব এক্ষণে আপনার সেই ভবিষ্যৎ সহধর্ম্মিণীকে জেনে শুনেও যদি কেউ পুনরায় বিবাহের জন্য প্রয়াসী হয়—তাহ'লে আপনার রাজ-ধর্ম্মানুসারে তার যে দণ্ডবিধান কর্ত্তব্য হয়, আপনি সেই দণ্ডের ব্যবস্থা ক'রে আপনার রাজধর্ম্ম রক্ষা করুন।

অমর। এতবড় স্পর্দ্ধা! আমি যার প্রণয়প্রার্থী, তার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করা? এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত একমাত্র প্রাণ দণ্ড।

বিপ। মহারাজ! ঠিক বিচার ক'রেছেন, ইচ্ছা ক'রে কাল সর্পের মুখে হাত দিলে তার মৃত্যু বই আর কি হ'তে পারে?

রঘু। মহারাজ! যদি অপরাধ গ্রহণ না করেন, তাহ'লে আমি একটা কথা বলি!

অমর। চুপ্ কর মন্ত্রী! আমি আর কোন কথা শুন্তে চাইনা। যে নরাধম জেনে শুনেও আমার ভবিষ্যৎ প্রণয়িনীর প্রণয় সম্ভোগ বাসনা করে! তার দেহ শতখণ্ড ক'রে কুক্কুর শৃগাল দ্বারা ভক্ষিত হওয়াই উচিত, সেরূপ পাপি-ষ্ঠের আর এ পৃথিবীতে থাকা কোন ক্রমেই যুক্তি-সঙ্গত নয়; তার স্থান সেই অনন্ত নরক! বিপর্য্যয়! শীঘ্র যাও, অবিলম্বে সেই নরপশুর প্রাণবধ ক'রে আমাকে সংবাদ দাও!

বিপ। যে আজ্ঞে মহারাজ! আমি এখনই তাকে শত খণ্ডে বিভক্ত করে আপনাকে সংবাদ প্রদান কচ্চি। ধর্ম্ম

আছেন, ঠিক হ'য়েছে ! যিনি ভবিষ্যতে রাজরাণী হবেন, তিনি ত' আমাদের জননী স্বরূপিণী ! তাঁর ওপরে আবার কুদৃষ্টি নিক্ষেপ ? এ পাপের উপযুক্ত শাস্তি হ'য়েছে !

অমর। বিপর্য্যয় ! তুমি আর কালবিলম্ব ক'রনা ! তুমি এখনি সেই নরপশুকে বেঁধে নিয়ে যাও ! সে যেমন মনুষ্য হ'য়ে পশুর ন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছে, তেম্‌নি তাকে পশুর ন্যায় হত্যা কর। নরকের প্রেত ! স্বর্গ সুধা পানের বাসনা ?

বিপ। যে আজ্ঞে মহারাজ ! আপনার অনুমতি শিরোধার্য্য !

[প্রস্থান।

অমর। (স্বগতঃ) মাধবি ! মাধবি ! তুমি আমার হবে না ? আমি জীবিত থাকৃতে কেমন ক'রে তা সহ্য ক'র্‌বো ? না, তা পারবোনা ! তোমার মোহিনী-রূপ-স্রোতে আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম, ইহকাল পরকাল, আমার—মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত সব ভেসে গেছে ! আমি এখন উন্মত্ত, তোমার রূপে অন্ধ !

রঘু। মহারাজ ! আমায় যে শাস্তি ইচ্ছে প্রদান করুন ! আর চুপ্ ক'রে থাকৃতে পারিনি। আমি আজন্ম আপনারই অন্নে প্রতিপালিত ; আপনার মঙ্গলের জন্য যদি আমাকে প্রাণও দিতে হয় সেও স্বীকার ! মহারাজ ! ক্ষান্ত হ'ন— ক্ষান্ত হ'ন ! এ অন্তিমকালে নরহত্যারূপ মহাপাপে আর লিপ্ত হবেন না ! মহারাজ ! মাধব নির্দ্দোষ, তার কোন অপরাধ নেই ! আপনি রূপমোহে আত্ম বিস্মৃত হ'য়ে,

কেন অকারণ তার প্রাণদণ্ড ক'র্‌বেন? মহারাজ! একবার স্থির চিত্তে বিবেচনা ক'রে দেখুন! মাধবী আপনার প্রণয়িণীর যোগ্যা কিছুতেই হ'তে পারে না। ঐ বিপর্য্যয় দেখ্‌ছিই আমাদের সর্ব্বনাশ ক'ল্লে?

শঙ্কণ। কি! মাধবের কোন দোষ নেই? সে আমার অন্নে প্রতিপালিত হ'য়ে, আমারই কন্যাকে কুপথগামিনী কর্‌বার চেষ্টা করেছে, আর তার কোন দোষ নেই? সে নরকের কীট হ'য়ে, দেববাঞ্ছিত সুধা অপহরণের চেষ্টা করেছে, আর তার কোন অপরাধ নেই? এতেও যদি তার কোন অপরাধ না হ'য়ে থাকে, তবে আর এ সব কার্য্যের দ্বারা, কেউ কখন অপরাধী হবেও না। মহারাজের এখন যা অভিরুচি হয় করুন।

রতন। শঙ্কণ্‌সিংহ বাহাদুর! আপনার এখনও কি ঐশ্বর্য্য-পিপাসা মেটেনি? আপনি রাজশ্বশুর হবার আশায়, ভবিষ্যতে কন্যার রাজত্বলাভের আশায়, একেবারেই কি অন্ধ হয়েছেন? এ পৃথিবীতে চিরদিন থাক্‌তে হবে না, তাও কি ভুলে গেছেন? ঐ ত দেহের মাংস শিথিল হ'য়ে আস্‌ছে, চুলগুলিও শুভ্রবর্ণ ধারণ করেছে, এখন আর এ সব পাপচিন্তা কেন? একটু পরকালের দিকে চেয়ে দেখুন! মাধব কি আপনার জামাতার উপযুক্ত নয়? যে মাধবকে আপনি দরিদ্র ব'লে যা ইচ্ছে তাই ব'ল্‌ছেন, সে মাধব কে,—তাকি আপনি জানেন না? না মাধবের বিষয় আপনার কিছু অগোচর

আছে? মাধবের পিতার মৃত্যুর পর, কে মাধবের অতুল ঐশ্বর্য্য আত্মসাৎ ক'রে ঐশ্বর্য্যশালী হয়েছে? তাকি আপনি জানেন না? তবে আর কেন? আর পাপ ধর্ম্মে সইবে কেন? মাথার ওপর একজন আছেন, সেটা কি ভুলে গেছেন?

শঙ্কণ। এঁ্যা! মাধবের বিষয়—এঁ্যা! তা-তা আমি কি জানি? সে ত আমার অন্নে চিরদিন প্রতিপালিত। আপনারা কি বল্‌ছেন? আমিত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না? এসব কি কথা!

রতন। এ সব কথা যদি কেউ বুঝ্‌তে পারে, তবে সে আপনিই পার্‌বেন! আর কেউ বুঝ্‌তে সমর্থ হবে না।

শঙ্কণ। (স্বগতঃ) না, এযে দেখ্‌ছি হিতে বিপরীত হয়, না, আর এখানে অধিকক্ষণ থাকা কর্ত্তব্য নয়, সরে পড়াই শ্রেয়ঃ। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! আমি আর কোন কথা ব'ল্‌তে ইচ্ছা করি না, আপনার যা অভিরুচি হয় করুন! আমি এক্ষণে বিদায় হই, তবে আমি এই মাত্র বল্‌তে পারি, যে, মাধবের প্রাণদণ্ড ভিন্ন, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আর কিছুতেই হ'তে পারে না। (স্বগতঃ) আঃ, পাপটা এ পৃথিবী থেকে গেলে যে বাঁচিগা।

[প্রস্থান।

রতন। উঃ, কি ভয়ানক প্রকৃতির লোক! অর্থকেই এ সংসারের সার বলে জেনেছে।

অমর। (স্বগতঃ) কি আশ্চর্য্য! আমি এতবড় রাজ্যের

অধীশ্বর! শৈশবাবধি পৃথিবীতে আমার কোন সাধই অপূর্ণ হয়নি, কোন সুখ সম্ভোগ পথে, কখন কোনও বিঘ্ন হয় নি—কিন্তু একি! আমি মাধবীকে চাই—আমি তার সৌন্দর্য্যরাশি ভোগ ক'র্‌তে অভিলাষী হয়েছি, তাতে প্রতিবন্ধক? একটা তরুণবয়স্ক বালক, আমারই রাজ্যের একটা অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রজা, তার এত সাহস? আমার মাধ্‌বী লাভের পথে কণ্টক হয়? কে সে হীনমতি মাধব? (প্রকাশ্যে) রতনজী! আমি তোমার কথার ভাব কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না। তুমি শরুণ্‌সিং বাহাদুরকে কি ব'ল্লে? আর কেনই বা উনি এত ব্যস্ত-ভাবে প্রস্থান ক'ল্লেন? আর সেই মাধবই বা কে? তোমরাই বা তার প্রতি এত সদয় কেন?

রতন। মহারাজ! মাধব দরিদ্র নয়। মাধবকে যিনি দরিদ্র ক'রেছেন, আবার তিনিই এক্ষণে মাধবের প্রাণবধের আয়োজন ক'চ্ছেন। মাধব এখন অনাথ! মহারাজ! সে নিরপরাধী বালক। তার প্রাণবধ ক'রে, কেন এই বৃদ্ধ বয়সে দারুণ কলঙ্কের ভার মস্তকে গ্রহণ ক'র্ব্বেন? মহারাজ! আমরা আপনার ভৃত্য—আপনাকে অধিক কিছু বলা শোভা পায় না! কিন্তু আমাদের সবিনয়ে এই নিবেদন, এই বৃদ্ধ বয়সে নর-হত্যা-রূপ মহাপাতক হ'তে ক্ষান্ত হোন!

অম (স্বগতঃ) একি! আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনি! আমার মস্তক বিঘূর্ণিত হ'চ্ছে! চতুর্দ্দিক্‌ শূন্যময় বোধ

হচ্ছে! দারুণ সংশয়! নিদারুণ সন্দেহের উত্তাল তরঙ্গে হৃদয় ভয়ঙ্কর আলোড়িত হ'চ্চে! মাধব নিরপরাধী—মাধব অনাথ! তবে মাধবের নামে এ দোষারোপ কি শঙ্কণ্‌সিংহের কোন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য রচিত? কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চি না—কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চি না! কেমন ক'রে বুঝ্‌বো? মাধবীর রূপ-স্রোতে নিমজ্জিত হ'য়ে, আমি যে আপনার অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত ক'রেছি! আমি যে আত্মবিস্মৃত হ'য়েছি! জানি! নরহত্যা মহাপাপ—বেশ জানি! কিন্তু কি ক'র্‌বো উপায় যে নাই! মাধবীর জন্য আমার প্রাণ যে যেতে বসেছে! মাধবীর রূপ; মাধবীর নয়ন বিমোহন সৌন্দর্য্য! তার সেই নবনী-বিনিন্দিত অঙ্গ সৌষ্ঠব! আমায় মজিয়েছে—আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছে—আমায় জ্ঞানশূন্য ক'রেছে! সংসার—ইহাকাল—পরকাল—লোকলজ্জা; মান; ভয়; মর্য্যাদা; কিছুই মনে থাকে না! যে দিকে চাই, সে দিকেই যেন মাধবীর মন প্রাণোন্মাদ-কারিনী, মোহিণী মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাই! কি কর্‌বো—কি হবে? এ বৃদ্ধ বয়সে আমার কি হ'ল! কি ভয়ঙ্কর উন্মত্ততা এসে—আমায় আক্রমণ ক'ল্লে! মাধবীকে না পেলে আমি যে নিশ্চয়ই উন্মাদ হব! কে আমার হৃদয়পট হ'তে মাধবীর মোহিনী ছবি মুছে দেবে? কে আমার এ অশান্তিময় প্রাণে শান্তিদান ক'র্ব্বে! কে আমার তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে আলোক প্রদান ক'র্ব্বে? কেউ কি এ পৃথিবীতে এমন নেই? স্বর্গে

আমার দৃষ্টির অন্তরালে কেউ আছে কি? যদি কেউ থাক' এস! আমার রক্ষা কর! আমার হৃদয়ের এই নিদারুণ রূপ-বহ্নি নির্ব্বাণ করে দাও! আমি জ্বলে মলুম! পুড়ে মলুম! আমায় শীতল কর! আমার দুর্দ্দশার এই অনন্ত পাথার হ'তে, উদ্ধার কর।

(গীত গাহিতে গাহিতে চণ্ডীরামের প্রবেশ।)

গীত

নেহি রহেগা তেরা ভাওনা রে!
সৎ সঙ্গমে স্বরগ বাস, সৎ গুরুমে পুরাওয়ে আশ,
শরণ লেও, তব্ নেহি রহেগা ভব যন্ত্রণা রে!!
নাহাক যৌবন মদে মাতি, নেহি গুজার!
সার কর হরির নাম রে!
ধন জন যৌবন, কুছ্ নেহি আপন,
আপনা কোহি নেহি সংসারমে রে!
যব্ কায়া ত্যজি প্রাণ-নিকাশ যাওগি তেরি!
তব্ কুছ্ নেহি যাওগি সাথ্মে রে!!
আশী লক্ষ জনম ঘুমত ঘুমত!
বহুত ভাগ্মে পাওয়েত মানব জনম রে!
এইসি জনমে যব্, হরি নেহি ভজোগি!
'কেইসে তরোগি ভব সমুদ্র রে!!

দয়া ধরম্‌কা গাঁট্‌রী বাঁধ্‌ কর,
ভব সমুদ্র পারকে তৈয়ারি হো রহ রে!
শ্যাম সুন্দরকি চরণমে মগন রহ,
তাপর মগন হো রহরে।
এইসি জনম তেরি, নাহাক গুজার ভুলি,
ছার কায়াকা মায়ামে রে॥

অমর। আহা কি মধুর! কে তুমি আমার প্রাণে অমৃতময় শান্তি বারি বর্ষণ কল্লে? তুমি চণ্ডীরাম! তুমি সেই উন্মাদ চণ্ডীরাম? তুমি উন্মাদ না আমরা উন্মাদ? যার সুধামাখা সঙ্গীতে মানবের অশান্তিময় দগ্ধ হৃদয়ে শান্তি সুধার অজস্র ধারা বর্ষণ হয়, মূর্খ লোকে তাকে কি না উন্মাদ বলে? সুখে দুঃখে সকল অবস্থাতেই যার সদানন্দ মূর্ত্তি;—সংসারের চক্ষে সে পাগল? আর যারা সংসারের নিদারুণ জ্বালায় অহর্নিশিই জর্জ্জরীভূত! হর্ষ বিষাদের ভীষণ তাড়নে প্রতিপলে, প্রতিক্ষণেই যারা প্রপীড়িত, তারাই সংসারের চক্ষে জ্ঞানী, মানী, ধনী, তাদের সুখের সীমা সংসার দেখ্‌তে পায়না। যে সংসারের চক্ষে চণ্ডী-রামের মতন স্বর্গসুখানন্দভোগী ব্যক্তি হেয় উন্মাদ ব'লে পরিগণিত—সে সংসার রহস্য অতি জটিল—অতি কুটিল অতি দুর্ভেদ্য। সে সংসারের মহিমা বোঝা বড়ই দুঃসাধ্য, বড়ই দুরূহ।

চণ্ডী। মহারাজ! সংসারের মহিমা ত' কেউ বুঝ্‌তে পারেই না! কিন্তু হাল্‌ফিল্‌ আপনার মহিমাটাও কিঞ্চিৎ অচিন্ত্য রকমের হ'য়ে উঠেছে।

অমর। চণ্ডীরাম! আমি এ সংসারের একটী সামান্য মানব, আমার আবার মহিমা কি?

চণ্ডী। মহারাজ! অমন কথা ব'ল্‌বেন না! আপনার আবার মহিমা নাই? এই ত' সম্প্রতি আপনার বিবাহে যেরূপ মহিমা প্রকাশ হচ্ছে, এ মহিমা তো আপনার অক্ষয় অব্যয় হ'য়ে এই পৃথিবী জুড়ে থাকবে।

অমর। সেকি? আমার বিবাহের মহিমা আবার কি চণ্ডীরাম?

চণ্ডী। কেন মহারাজ! বিবাহের তো খুব প্রশস্ত আয়োজন হ'চ্ছে। বিপর্য্যয় বলিদানের পাঁটা আন্‌তে ছুটেছে। তা মহারাজ! বলিদানের পাঁটাটী বের ক'রেছেন ভাল। আহা তারও পশুজন্ম উদ্ধার হ'য়ে যাবে, আর মহারাজেরও কীর্ত্তিস্তম্ভ অক্ষয় হ'য়ে থাক্‌বে, তা বেশ—তা বেশ!

অমর। চণ্ডীরাম! তুমি কি বল্‌ছো, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

চণ্ডী। আজ্ঞে না, বেশী কিছুই বলিনি, তবে ব'ল্‌ছিলুম, মহারাজের বিবাহের খুব ধুম্‌ধাম প'ড়ে গেছে। বিপর্য্যয় পাঁটা নিয়ে বলিদান ক'র্‌তে ছুটেছে।

অমর। পাঁটা কি চণ্ডীরাম?

চণ্ডী। মহারাজ! বলিদান তো পাঁটাকেই করে জানি। তবে রাজা-রাজড়ার ভাষায় বলিদানের জীবটীকে যে কি বলে

তা আমি সম্পূর্ণ অবগত নই। আমরা কিন্তু পাঁটাই ব'লে থাকি।

অমর। ওঃ—বুঝেছি, তুমি সেই নরপশুর কথা ব'ল্‌ছো? চণ্ডী-রাম, তুমি ত' জান,—রাজার কর্ত্তব্য "দুষ্টের দমন, আর শিষ্টের পালন করা"! বল, তবে কেমন ক'রে আমি কর্ত্তব্য পালনে অবহেলা করি?

চণ্ডী। মহারাজ! প্রজা দুষ্ট হ'লে, রাজা দমন করেন সত্য, কিন্তু রাজা যদি দুষ্ট হয়, তবে তাঁকে কে দমন ক'র্ব্বে?

অমর। কেন চণ্ডীরাম! যিনি রাজার রাজা, যিনি ত্রিভুবনের রাজা, যাঁর উপর রাজা আর কেউ নেই, তিনিই দমন ক'র্ব্বেন।

চণ্ডী মহারাজ তাহ'লে অবগত আছেন, যে আপনার ওপরেও একজন দণ্ডকর্ত্তা আছে। তবে মহারাজ! জেনে শুনে আর এতটা বাড়াবাড়ি করা কেন?

অমর। চণ্ডীরাম! আমি কি বাড়াবাড়ি ক'রেছি বল? তুমি নির্ভয়ে বল! আমি এখনি সে কার্য্য হ'তে ক্ষান্ত হব। বল, তোমার কথায় আমি প্রাণে বড় শান্তি পাই।

চণ্ডী। মহারাজ! আমি এ সংসারের একটা ঘৃণিত পাগল! পাগলের কথায় কে আবার কবে শান্তি লাভ ক'রে থাকে?

অমর। চণ্ডীরাম! তুমি পাগলই হও আর যাই হও, আমি ত' তোমায় কখন উপেক্ষার চক্ষে দেখিনি! তোমার মধুর সঙ্গীতে আমার প্রাণ বড়ই তৃপ্ত হয়। কি জানি তোমার

গানের সঙ্গে আমার হৃদয়, যেন কোথায় কোন শান্তিময় সুদূর প্রদেশে ভেসে চ'লে যায়! যেন কত সুখের অপূর্ব্ব স্বপনে বিভোর হ'য়ে ভাস্‌তে থাকে। লোকে সবাই তোমায় পাগল বলে বটে, কিন্তু সত্য বল্‌ছি চণ্ডীরাম! আমার মন কখন তোমায় পাগল ব'ল্‌তে চায় না! জানিনা, বল্‌তে পারিনা চণ্ডীরাম! আমি তোমায় ভালবাসি কি না বাসি! কিন্তু বেশ বুঝ্‌তে পারি, আমার প্রাণ যেন তোমার বড় অনুরাগী! আমার অন্তরাত্মা যেন তোমাকে আমার বড় আপনার বোলে মনকে বুঝিয়ে দেয়! কে জানে চণ্ডীরাম! এ কোন্ ভাব?

চণ্ডী। মহারাজ! আমারও প্রাণটা সেই জন্যই আপনার কিছু অমঙ্গল দেখ্‌লে, যেন কেঁদে কেঁদে ওঠে! তাই আর চুপ ক'রে থাক্‌তে পারিনা, ছুটে আপনাকে ব'ল্‌তে আসি।

অমর। চণ্ডীরাম! বল, তুমি কি ব'ল্‌বে বল? আমার হৃদয়ের দারুণ অস্থিরতা, নিদারুণ ঔৎসুক্য নিবারণ কর! আমি যে কি কচ্ছি, কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনি!

চণ্ডী— (গীত।)

হে বিভবশালী ভোগ সুখী জনা!
তুমি ভুলেও কি ভাবনা দুঃখীর বেদনা!!
দেখেও কি দেখনা তাদের যন্ত্রণা!!

ধনমদে মত্ত হইয়ে এখন,
শুনিয়ে না শোন দুঃখীর ক্রন্দন !
বিষাদেতে ভরা তাহার বদন,
ছল ছল নেত্রে ঐ হেরিছে তোমায় !
অহঙ্কারে তুমি হ'য়ে আত্মহারা,
ভুলেও ভাবনা কেন দেখে তারা,
এই প্রাণ রক্ষা তরে, তোমার দুয়ারে,
কত দরিদ্র সন্তান আসেরে আশায় !
আরেরে গরবী কি গরবে মাতি !
আপনা ভুলিয়ে, আছ দিবারাতি !
জাননা কি নিভে যাবে আয়ুভাতি !
তোমার কোন চিহ্ন আর ধরায় রবেনা !!
তবে কি মোহে মজিয়ে, আছরে ভুলিয়ে—
(একবার) দেখরে ভাবিয়ে সেই অন্তিম ভাবনা ॥
কেবা তুমি, কেবা ঐ দরিদ্র সন্তান ;
জাননা কি সবে একে এক প্রাণ ;
তবে কারে কষ্ট দিয়ে, (তুমি) কিসে সুখী হ'য়ে !
কোথা গিয়ে ওরে পাবে পরিত্রাণ ॥
যে দিন কৃতান্ত, দূত পাঠাইয়ে,

সংসার কামনা হ'তে বিরত কর! রমনীর সৌন্দর্য্যে চিরদিন মুগ্ধ হয়ে এসেছি,—এখনও—এ বৃদ্ধ বয়সে, পরমায়ুর চরম সীমায় উপনীত হ'য়েও, সে মোহ দূর কর্‌তে পারিনি। সেই মোহের বশে আমার ইহকাল গেল! পরকাল গেল! ধর্ম্ম গেল! কর্ম্ম গেল! তবে আর কি রইল প্রভু? যখন মহাকালের করাল গ্রাসে নিপতিত হয়ে, সেই মহাপুরুষের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে! তখন তাঁকে কি জবাব দোব। দয়াময়! গুরুদেব! আমায় চক্ষু দাও! এই মহাপাতকীর হৃদয়ের ঘোর তম জ্ঞানালোকে বিদূরিত ক'রে দাও! আমায় ঐ পথ দেখিয়ে দাও! যে মহাপথের পথিক হ'য়ে তুমি পৃথিবীর আধিপত্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছ! যে মহৈশ্বর্য্য লাভ ক'রে তুমি পৃথিবীশ্বরের ঐশ্বর্য্যকে তৃণজ্ঞানে উপেক্ষা কর! আমায় সেই ঐশ্বর্য্যেব ভাগ দাও! আমি জ্বলে মলুম! জ্বলে মলুম! ছার রমণীর ভয়ঙ্কর রূপতুষানলে আমি জ্ব'লে জ্ব'লে সারা হলুম!

চণ্ডী। মহারাজ! কি রূপ দেখে আপনি উন্মত্ত হয়েছেন! যে রূপের তুলনা নাই, যে রূপের একটী পরমাণুরও সমতুল্য কেউ হ'তে পারে না, যাঁর রূপের ছটায় ত্রিভুবন মোহিত হ'য়ে রয়েছে! যে রূপ দেখ্‌লে আর কোন রূপ দেখ্‌তে ইচ্ছা থাকেনা! সেই ত্রিভুবন-বিমোহনকারি সুমহান্ রূপের আধার; অনন্ত রূপের অক্ষয় ভাণ্ডার; কোটি-কন্দর্পরূপের বিরাট্ সমুদ্র; সেই পরম রূপবান্ শ্রীভগবান্‌কে একবার হৃদয়ে চিন্তা করুন! তাহলে আর নশ্বর জগতের

ক্ষুদ্র মাংসপিণ্ড মানবীর রূপে মোহিত হ'তে হবেনা! সে রূপ দেখলে, আর এই ভবের কোন রূপেরই ক্ষুধা থাকবেনা!

চণ্ডী— গীত।

দেখিলে যাঁরে কিছু দেখিতে থাকে না,
হেরিলে যাঁরে ভবক্ষুধা দূরে যায়।
বারেক নয়নে দেখ রে তাঁহারে,
সে বিনে সুন্দর কি আছে ধরায়॥
যাঁহার রূপের কণিকা লইয়ে,
(এই) বিশ্ব ভাসিতেছে সৌন্দর্য্যে মাতিয়ে,
এই বিশ্বকাণ্ডে তাঁরে না দেখিয়ে,
কি দেখিছ হায় ভুলিয়ে মায়ায়॥
সংসার-সাগরে মায়াতে ডুবিয়ে!
তুচ্ছ রূপে কেন আছরে ভুলিয়ে!
খুলিয়ে নয়ন দেখরে চাহিয়ে!
কত মাধুরিমা তাঁর প্রতিমায়॥
কত শান্তি সুধা তাঁর রূপে ক্ষরে,
কত প্রেমামৃত তাঁর রূপে ঝরে,
(ওরে) যাঁর রূপ হেরি, সুরাসুর নরে,

ত্রিতাপের জ্বালা সকলি জুড়ায় ॥
তাঁরে না দেখিয়ে কি দেখিছ তুমি,
এ দেখা দেখিলে (মোর) ক্ষোভে প্রাণ যায়,
বারেক তাঁহারে দেখরে অন্তরে,
সে বিনে সুন্দর কে আছে কোথায় ॥

অমর। হায়! হায়! অমূল্য রত্ন হাতে পেয়েও এতদিন তাচ্ছল্য ক'রেছি! প্রভু, সত্যই কি আমার মতন নারকীর গতি হবে ?

সকলে। হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ! আমরা পাগল মনে ক'রে অন্ধ হ'য়ে ছিলেম। প্রভু! আমাদের উপায় কি হবে ?

চণ্ডী। তোদের উপায় খুব ভালই হবে। তোদের হৃদয়ে যখন দয়া আছে তখন ভাবনা কি ?

সকলে। জয় জয়—চণ্ডীরামের জয় !!

অমর। মন্ত্রী, চল—চল শীঘ্র চল, মাধবের প্রাণরক্ষা ক'র্ব্বে চল। হায়—হায়! বিপর্য্যয় এতক্ষণ না জানি, কি সর্ব্বনাশই ক'রেছে! মন্ত্রী, আর কালবিলম্ব ক'রনা—শীঘ্র চল।

রঘু ও রতন। জয় জয় চণ্ডীরামের জয়! জয় মহারাজ অমরসিংহের জয়!

[উভয়ের প্রস্থান।

অমর। প্রভু! আমি আর স্থির হ'তে পাচ্ছিনা! আমি রূপ-মোহে অন্ধ হ'য়ে, যে কুকার্য্য ক'র্‌তে অগ্রসর হ'য়েছি, তজ্জন্য আমার অনুতাপানলে হৃদয় দগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে! আমি এখনই মাধবের কাছে গিয়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিগে।

চণ্ডী। ভয় নেই রে—আর ভয় নেই! ভূত ছেড়ে গেছে। এখন যে মানুষ—সেই মানুষ। তোমার যাবার ইচ্ছা হ'য়েছে, চল দেখিগে কতদূর কি হ'ল।

অমর। প্রভু! চলুন তবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয়াঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক
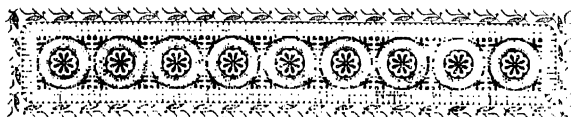
দরদালান।

(শক্রুণ্‌সিংহ ও কুমারসিংহের প্রবেশ।)

কুমার। পিতা! আমি আপনার চরণে ধ'রে মিনতি কচ্ছি, আপনি মাধবকে মার্জ্জনা করুন! মাধবকে রক্ষা করুন! মাধবের কোন অপরাধ নেই! পিতা! মাধব নিরপরাধী।

শক্রুণ্‌। কি! মাধব নিরপরাধী? কুমার! তুমি জান! তুমি কার সঙ্গে কথা কইছ?

কুমার। জানি, আমার ইহকালের ঈশ্বর,—এ সংসারে আমার প্রত্যক্ষ দেবতার সঙ্গে কথা কইছি। পিতা! আপনি চিরদিন আমার প্রতি সদয়; আজ তবে কেন নিদয়

হ'চ্ছেন ? পিতা ! আমায় দয়া করুন ! আমায় দয়া ক'রে মাধবকে রক্ষা করুন !

শঙ্কণ্। মাধব কি কোন যাদুমন্ত্রে তোমাদের সকলকে মুগ্ধ ক'রেছে নাকি ? মাধবের জন্য তোমরা যে একেবারে সকলেই ব্যাকুল হ'য়ে প'ড়েছ দেখ্‌ছি ?

কুমার। পিতা ! আপনি স্নেহময় ! এতদিন যে মাধব আপনার স্নেহে প্রতিপালিত হ'য়েছে, আজ কেন পিতা তার প্রতি স্নেহশূন্য হ'চ্ছেন ? পিতা ! মাধব আপনার অন্নে প্রতি-পালিত, আমিও আপনার অন্নে প্রতিপালিত, আপনার নিকট মাধব আর আমি ভিন্ন নই।

শঙ্কণ্। কুমার ! এ সংসারে কেউ কারো নয়, এ সংসারে ব্যবহারই হ'ল আপনার। তুমি পুত্র হ'য়ে যদি পুত্রের ন্যায় ব্যবহার না কর, তা হ'লে তুমি কখনই পুত্র-স্নেহের অধিকারী হ'তে পার না। মাধব আমারই অন্নে প্রতি-পালিত হ'য়ে, আমারই সর্ব্বনাশে উদ্যত হ'য়েছিল, তাই তার পরিণাম এত শোচনীয়। সে আমার সঙ্গে যেমন ব্যবহার ক'রেছে, আমিও তেম্‌নি তার প্রতিবিধান ক'রেছি।

কুমার। পিতা ! একমাত্র কন্যা হ'লে অনেকেই ত' হীনাবস্থার জামাতা ক'রে, সন্তানের ন্যায় গৃহে প্রতিপালন করেন ! পিতা ! মাধবের ন্যায় সৎপাত্র বোধ হয় সহজে পাওয়া যাবে না। মাধব এ সংসারের আদর্শ, মাধব ধার্ম্মিক, মাধব সত্যবাদী—জ্ঞানী—বিদ্বান্; মাধবের ন্যায় সর্ব্ব-

গুণাধার পাত্র এ সংসারে অতি বিরল। মাধবের জীবনে অন্য কোন দোষ নেই—কেবল একদোষ—সে দরিদ্র।

শকুন্। কুমার! তুমি বালক এ সংসারের এখনো কিছুই জাননা? যে দরিদ্র—তার কি কখনও কোন গুণ এ সংসারে গণ্য হ'তে পারে? এক দরিদ্রতাই মানুষের সকল গুণ হরণ করে; সংসার দরিদ্রের কোন গুণের প্রতিই লক্ষ্য করেনা; কেবল তার দোষগুলির প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য করে। দরিদ্র সর্ব্বগুণাধার হ'লেও—সংসারের চক্ষে সে সর্ব্বদোষাধার।

কুমার। হা ভগবান্! জানিনা, কেন তুমি এ সংসারে দরিদ্র সৃজন করেছিলে!

শকুন্। কুমার! এ সংসারে দরিদ্র সৃজন কেন হ'য়েছে—তা জাননা? কেবল বড়লোকের সুখ বৃদ্ধির জন্য। দরিদ্র না হ'লে, বড়লোকের চলে না, দরিদ্র যা কিছু করে, সকলই বড়লোকের সুখের জন্য, দরিদ্র প্রাণান্ত পরিশ্রমের দ্বারা বড়লোকের সুখ বৃদ্ধি করে, তবে দরিদ্র কৃপায় একমুষ্টি জীবন ধারণের জন্য ক্ষুধার অন্ন পায়! কুমার! বেশ জেনো, এ সংসারে দরিদ্রের ন্যায় হেয়, অপদার্থ, ঘৃণিত, আর বোধ হয় কেহই নাই! সেই দরিদ্র মাধবকে কিনা তুমি সর্ব্বগুণের আধার ব'লে ব্যাখ্যা ক'র্‌ছো? তোমার দেখ্‌ছি এখনও সংসারের কোন জ্ঞানই হয়নি।

কুমার। পিতা! পিতা! আপনি যা বল্‌ছেন, সব সত্য! একটীও মিথ্যা নয়! এ সংসার দরিদ্রের উপর এম্নিই নির্দ্দয় বটে! এতই ঘোর অত্যাচারী বটে! তাই বুঝি ভগবান্ দরিদ্রকে, এই সংসার রাক্ষসের মুখ হ'তে রক্ষা কর্‌বার জন্য—একটী নাম ধারণ ক'রেছেন, "দীননাথ!" আহা, তাঁর সেই অনন্ত দয়া না থাক্‌লে, আজ দরিদ্রকে, কে এ সংসারের নিদারুণ অত্যাচার থেকে রক্ষা ক'র্‌তো? ভগবান্, দীননাথ! আজ দীন মাধবকে এ বিপদ্ থেকে তুমিই রক্ষা ক'রো! প্রভু! তোমা বিনে মাধবের আর এ সংসারে কেউ নাই! দয়াময়! মাধব অতি দীন! হে দীনের সখা! আজ দীনকে আশ্রয় দাও!

শঙ্কর। কুমার! তুমি এ সব কথা কোথা থেকে শিখলে? এই মাধবই বুঝি তোমায় এই সব কথায় মুগ্ধ করেছে?

কুমা। না পিতা—মাধব নয়! দীন দরিদ্রের জন্য যিনি পাগল হ'য়ে সংসারে ঘুরে বেড়াচ্চেন, সেই মহাজ্ঞানী ধর্ম্মের অবতার চণ্ডীরাম, আমার হৃদয়ের দেবতা, আমাকে এই শিক্ষা প্রদান করেছেন! তিনি দীনের জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত নন্। আহা, আজ সংসারের চক্ষে তিনি সামান্য পাগল ব'লে উপেক্ষিত হচ্ছেন!

শঙ্কর। (নেপথ্যে দেখিয়া) একি! গৃহিনী আবার কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে এদিকে আস্‌ছে যে! না—এখানে আর থাকা যুক্তিসঙ্গত নয়। কুমার! মাধবের জন্য তোমরা যাই

কর, জেনো সে রাজদণ্ডে দণ্ডিত, তার কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই।

[এক দিক্ দিয়া শঙ্কণ্ সিংহের প্রস্থান

ও

(অপর দিক্ হইতে যোগমায়ার প্রবেশ)

যোগ। (চক্ষে অঞ্চল দিয়া) বাবা কুমার! বুঝি সর্ব্বনাশ হয়! মাধবী বুঝি আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যায়! আর যে কিছুতেই সংজ্ঞা হচ্ছে না। কি হবে বাবা! কি হবে!

কুমা। মা, কোন ভয় নেই! গুরুদেব আমাদের সকল বিপদ্ থেকে উদ্ধার ক'র্ব্বেন! তুমি একমনে তাঁকে স্মরণ কর, আর আমি দেখি, যদি পারি নিজের প্রাণ দিয়েও মাধবের প্রাণ রক্ষা ক'র্ব্বো!

[বেগে প্রস্থান।

যোগ। (সবিস্ময়ে) অ্যাঁ! কুমার! কুমার! একি কথা? ভগবান্, কি হবে? দয়াময়,—বিপদ্ ভঞ্জন! এ বিপদ্ থেকে উদ্ধার কর! মা মঙ্গলচণ্ডী, আমার যে আর কেউ নেই! মা! এ বিপদ্ থেকে আমায় কে উদ্ধার কর্‌বে মা! মা! দয়াময়ী! কুমারকে রক্ষা ক'রো মা!! মাধবকেও রক্ষা কর মা!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(নিবিড় বনমধ্যে মন্দির সম্মুখে যূপকাষ্ঠ ও খড়্গ।)

(বন্ধনাবস্থায় মাধব বিপর্য্যয় ও ঘাতকদ্বয়।)

মাধব। কেন আমাকে এ রকম ক'রে বেঁধে নিয়ে এলেন? আমি কি অপরাধ করেছি? আমার যে বড় কষ্ট হচ্ছে! আমাকে এখানে নিয়ে এলেন কেন?

বিপ। ন্যাকা বেটা, কিছু জানেন না? ব্যাটা পাকা বদ্‌মায়েস, শঙ্কণ্‌ সিংহ বাহাদুর বাড়ীতে কাল সাপ পুষে রেখেছিলেন। তোমাকে এখানে কেন আনা হয়েছে জাননা? এই সব আয়োজন দেখে বুঝ্‌তে পাচ্ছনা? তোমাকে অর্দ্ধেক রাজত্ব, আর এক রাজকন্যা দেওয়া হবে। (ঘাতকদ্বয়ের প্রতি) ফ্যাল্ ফ্যাল্ বেটাকে হাড়ি কাঠে ফ্যাল্।

মাধব। অঁ্যা! অঁ্যা! তোমরা আমাকে হত্যা ক'র্ব্বে? কেন? কেন? আমি কি অপরাধ করেছি? আমাকে হত্যা কর্‌লে তোমাদের কি লাভ হবে?

বিপ। তোমাকে হত্যা ক'র্‌লে, লোকে বউ—ঝি নিয়ে ঘরকন্না ক'র্‌তে পার্‌বে। ব্যাটা নেমকহারাম! যার খাও তারই সর্ব্বনাশ কর্‌তে যাও? এখন পাপের ফলভোগ কর।

মাধব। কি! আমি কি পাপ করেছি? আমি আমার জ্ঞানে কখনও কারও অনিষ্ট করিনি। আমাকে বল? কেন

আমায় হত্যা ক'র্‌বে ? আমি যে অনাথ, আমার যে কেউ নেই, আমাকে বধ ক'রে তোমাদের কি লাভ হবে !

বিপ। ব্যাটা বামন হ'য়ে চাঁদে হাত দিতে যাও ? স্বয়ং রাজ-রাজেশ্বর যার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী—তুই কি ব'লে সেই দেবী-রূপিণী শঙ্কণ্‌সিংহের কন্যা মাধবীদেবীর উপর কুনজর নিক্ষেপ করিস ? তুই কি তার যোগ্য ?

মাধব। অ্যাঁ ! অ্যাঁ ! মাধবী—? মাধবীকে ভালবাসি ব'লে আমাকে বধ ক'র্‌বে ?—তা কর, আমার তাতে কিছু-মাত্র খেদ নাই ! মাধবী—মাধবী ! তোমায় ভালবেসে আমায় প্রাণ দিতে হ'ল ! এতদিনে আমার তোমায় ভাল-বাসা সার্থক হ'ল ! আমিত তোমায় পূর্ব্বেই বলেছি—আজ দেখ মাধবী ! তুমি দেখ, জগৎ দেখুক, ভালবেসে প্রাণ দিতেও কত সুখ। এ প্রাণ ত অতি তুচ্ছ ; যদি প্রাণের চেয়েও আমার কাছে আর কিছু প্রিয়তম পদার্থ থাক্‌তো, আমি আজ তা হ'লে তা দিতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হতুম না ! মাধবী ! আমি তোমায় ভালবাসি, ইহকাল—পরকাল অনন্তকাল ব্যাপ্ত হ'য়ে আমার এ ভালবাসা থাক্‌বে ! আমার এই নশ্বর দেহ আজ এই নশ্বর জগৎ হ'তে অন্তর্হিত হবে ! কিন্তু আমার অক্ষয় আত্মা অনন্ত কাল ধ'রে তোমাকে অক্ষয় ভালবাসা প্রদান ক'রবে ! সে ভালবাসা এ পৃথিবীর কেউ দেখ্‌তে পাবেনা। তুমি যদি আমায়, আমার মতন ভালবাস, তা হ'লে কেবল তুমি দেখতে পাবে !

বিপ। বাবা, ঢের ঢের বদ্‌মাইস্ দেখেছি বটে ? কিন্তু এ বেটার মতন বদ্‌মাইস্ জন্মে কখনো দেখিনি। ব্যাটার যার জন্যে প্রাণ যাচ্ছে, ব্যাটা মরবার্ সময়ও তার নাম ধ'রে ডাক্ পাড়ছে ! প্রাণে একটু ভয় নেই গা ?

মাধব। মাধবী ! তোমার প্রীতিপূর্ণ প্রফুল্ল মুখখানি, তোমার সেই সরলতা মাখান পবিত্রপ্রতিমা মূর্ত্তি, আমার এই অন্তিমকালে কি একবার দেখতে পাবনা ? তোমার সেই আনন্দময়ী মূর্ত্তি দর্শনে, আমি আনন্দে প্রাণত্যাগ কর্‌তে পারি—তুমি তাকি জাননা ? যদি জান ! তবে একবার এস ! আমার জীবনসর্ব্বস্ব ! আমার চরমকালে একবার এস ! আমি তোমায় দেখ্‌তে দেখ্‌তে আনন্দে প্রাণ-ত্যাগ করি।

বিপ। এ ব্যাটা দেখ্‌ছি, ক্রমে বাড়াবাড়ি রকম ক'রে তুল্‌ছে ! ওরে ওই ঘাতক ! তো বেটারা হাঁ ক'রে কি শুন্‌ছিস্ ? নে না বেটারা ফ্যাল্‌না,—আর দেরি কর্‌ছিস্ কেন ? ব্যাটা যেন মাধবীকে ওর বাবা কেলে পরিবার পেয়েছে ? তাই বেটা এখনও মাধবী—মাধবী বলে চীৎকার ক'চ্ছে ! নে—নে, আর দেরি করিস্‌নি ! ব্যাটাকে নিকেশ ক'রে ফ্যাল্ ! বেটা যে যণ্ডা যদি কোন রকমে হাতের বাঁধন খুলে ফেলে, তা হলে বোধ হয় বেটা আর কাকেও আস্ত রাখ্‌বে না ? নে ও পাপ আর রেখে দরকার নেই। কায সেরে ফ্যাল্।

মাধব। মাধবি ! মাধবি ! প্রিয়তমে ! এই বার বুঝি আমার

প্রাণ যায়! দেখা হ'লনা! এ পৃথিবীতে থেকে আর দেখা হ'লনা! এখন তুমি কোথায় আছ জানিনা! দেখ আমি তোমার রূপ হৃদয়ে ধারণ করে, কেমন হাস্‌তে হাস্‌তে প্রাণ বিসজ্জন দি!

বিপ। আরে ঐ বেটা হাতীরাম ঘাতক! বেটারা এখন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছিস্? আর যে শোনা যায় না! (কর্ণে হাত দিয়া) এ বেটা যে এখন আমাদের রাণীমাকে কত কি বল্‌ছে? নে—না, বেটাকে হাড়িকাঠে ফেল্‌না! আর দেরি কর্‌ছিস্ কেন? দেখ বেটারা তবু আমার মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল? আরে বেটারা আমায় দেখছিস্ কেন? আমাকেত আর কাট্‌তে হবেনা! ঐ যে, ঐ বেটাকে কাট্‌না! দেখ—তবু বেটারা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল!

মাধব। মাধবি! মাধবি! প্রিয়তমে! দেখা হ'লনা! দেখা হবেনা?

বিপ। (কর্ণে হাত দিয়া) আ—হা—হা, আর যে সহ্য হয় না! আর যে শোনা যায় না! কান যে গেল! ওরে ঐ! তোরা বেটারা কি কাট্‌বিনি? তোরা কি মহারাজের হুকুম মান্‌বিনি? আ মর বেটারা! হাঁ করে খালি আমাকেই দেখে! তোদের মনে কি আছে বল্ দেখি? এ বেটা কি তোদের কোন যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ করেছে না কি? আচ্ছা, তোরা যদি না পারিস্ আমিই কায শেষ কচ্চি। (খাঁড়া লইয়া) আচ্ছা বেটারা, এরপর টের পাবি? (মাধবের

প্রতি) ওরে ও ছোঁড়া! এই হাড়িকাঠে গলা দে! আর মারবার সময়, একটু ইষ্টিদেবতাকে স্মরণ কর্! অনেক পাপ করেছিস্ তোর একটু সদ্‌গতি হোক্।

মাধব। ওঃ ইষ্টদেব! গুরুদেব! গুরুদেব! এতক্ষণ আপনার শ্রীচরণ বিস্মৃত হ'য়ে ছিলুম! মহাশয়! আপনি আমার হত্যাকারী হলেও পরম উপকারী! অন্তিমকালে আপনি আমার পরম উপকার ক'ল্লেন! আমি মাধবীর চিন্তায়, একেবারে সব ভুলেছিলুম, বিশ্বসংসার কিছুই মনে ছিল না। গুরুদেব! অনাথ-নাথ! এতক্ষণ মাধবীর চিন্তা ক'রে আপনাকে ভুলে ছিলুম! এ ঘৃণিত মন ভুলেও একবার আপনার শ্রীচরণ ধ্যান করেনি। আমি মহাপাপী! আমার উপায় কি হবে? আজ আপনার সেই মহামন্ত্র যে আমার সম্মুখে প্রত্যক্ষ বিরাজমান। আজ এই মায়ার খেলা ঘরের ছায়া যে, ক্ষণিকে মিশে যায়। কোথায় মিশে যায় কে জানে! প্রভু! ক্ষণিক ছায়াবাজীর বাজী, যে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভোর হ'য়ে এল! প্রভু! দয়াময়! দীনবন্ধু! এ দীনের উপায় কি হবে? এ অন্তিম কালে কি একবার শ্রীচরণ দর্শন পাব না? একবার কি দেখা পাব না? প্রভু! নিজ গুণে আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করুন! আমি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন, তাই অন্তিকালেও আপনাকে বিস্মৃত হয়েছি। প্রভু! আমার এ ঘৃণিত জীবনে আর আবশ্যক নাই! দয়াময়! আমার প্রত্যক্ষ ভগবান্! যে গুণে আমায়

ইহকালে দয়া ক'রেছিলেন, সেই গুণে পরকালে আমায় রক্ষা করবেন! গুরু! গুরু! চরণে স্থানদান করুন! (হাড়িকাঠে গলা দিয়া) ঘাতক! শীঘ্র আমার পাপ-জীবন বিনাশ কর! আর কালবিলম্ব ক'রোনা!

বিপ। নে নে, বেটাকে চেপে ধর্! আমি কোপ দিই।

(খড়্গ উত্তোলন)

(বেগে কুমার সিংহের প্রবেশ।)

কুমা। রক্ষা কর! রক্ষা কর! রক্ষা কর! (মাধবকে আলিঙ্গন) আমায় বধ কর! মাধবকে রক্ষা কর!

বিপ। দেখ এ আবার কি ব্যাঘাত! কে তুই রাজকার্য্যে বাধা প্রদান করিস্?

কুমা। আমি কুমার সিংহ, মহাশয়! মাধবের পরিবর্ত্তে আমায় বধ করুন! মাধবকে রক্ষা করুন! আমি রাজদণ্ড স্বইচ্ছায় গ্রহণ করতে প্রস্তুত!

বিপ। অ্যাঁ—আপনি! আপনি না মহারাজের ভবিষ্যৎ শ্যালক? আপনার আবার একি কায?

কুমা। মহাশয়! মাধব নিরপরাধী! মাধবের কোন দোষ নাই! আমিই এই সকল দোষের মূল! আপনি আমায় বধ করুন।

মাধব। কুমার! কুমার! ভাই! তুমি! তুমি কে? তুমি মানুষ না দেবতা? না তুমি কখনই মানুষ নও! তুমি নিশ্চয় দেবতা! নইলে এ স্বার্থ ত্যাগ—এ আত্মবিসর্জ্জন কি মনুষ্যে সম্ভব?

(নেপথ্যে রঘু ও রতন) বিপর্য্যয়! ক্ষান্ত হও! ক্ষান্ত হও! মহারাজের হুকুমে ক্ষান্ত হও!

বিপ। আ মোলো! এ আবার কি? এ যে মন্ত্রী দু বেটা চেঁচাতে চেঁচাতে এই দিকেই আস্‌ছে? একি হ'চ্ছে বাবা! মামীর মার খেল্ নাকি? কিছুই তো বুঝ্‌তে পাচ্চিনি!

(রঘুজী ও রতনজীর প্রবেশ।)

রঘু। মহারাজের হুকুমে হত্যা স্থগিত হোক্! একি! কুমার সিংহ এখানে কেন?

কুমা। মহাশয়! রক্ষা করুন! নিরপরাধী মাধবকে রক্ষা করুন!

(রতনজীর কুমার ও মাধবকে আলিঙ্গন)

রতন। ভগবান্ সহায়! ধর্ম্ম সহায়! প্রভু চণ্ডীরাম সহায়! আর কোন শঙ্কা নাই, তোমরা নিশ্চিন্তে অবস্থান কর।

বিপ। আপনাদের কথায় আমি কিরূপে প্রত্যয় ক'র্ব্বো যে, মহারাজ হুকুম পরিবর্ত্তন করেছেন? তাঁর কিছু নিদর্শন আছে?

রতন। পাষণ্ড, লোভী, ধনলোভে অন্ধ হ'য়ে নরহত্যা কর্‌তেও কুণ্ঠিত হওনি! তোমার পরিণাম কি হবে?

বিপ। পরিণামের খবর আপনাকে তো রাখ্‌তে হবে না? সে আমার খবর আমিই বুঝ্‌বো। এখন রাজার স্বাক্ষর দেখান, নচেৎ আপনাদের কথায় আমি রাজ আজ্ঞার হেলন ক'র্‌তে পারি না।

রতন। কি নরাধম! আমাদের কথায় অবিশ্বাস? ঐ দেখ, মহারাজ স্বয়ং এই স্থানে আস্‌ছেন।

সকলে। জয় প্রভু চণ্ডীরামের জয়! জয় মহারাজ অমর সিংহের জয়!

বিপ। (স্বগতঃ) একি বাবা! সত্যিই তো, ঐ যে মহারাজ চণ্ডে পাগলাকে সঙ্গে ক'রে এই দিকেই আস্‌ছেন! একি বাবা! এ ভোজবাজী নাকি? না! রাজারাজড়ার খেয়াল, কিছুই তো বুঝ্‌তে পাচ্চি না! গতিক তো বড় ভাল বিবেচনা হচ্ছে না? এ দেখ্‌ছি ভোল ফিরে গেছে। এখানে থাকাটা এখন আর যুক্তি সঙ্গত নয়? সরে পড়াই শ্রেয়ঃ। আড়াল থেকে ব্যাপারটা কি দেখা যাক্। তার-পর ক্ষেত্রকর্ম্ম বিধীয়তে।

[প্রস্থান।

(অমর সিংহ, চণ্ডীরাম, পারিষদগণ ও প্রহরীগণের প্রবেশ।)

সকলে। জয় প্রভু চণ্ডীরামের জয়! জয় মহারাজাধিরাজ অমর সিংহের জয়!

মাধ। গুরুদেব! গুরুদেব! প্রভু! অজ্ঞানের অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

অম। (মাধবকে আলিঙ্গন) মাধব, মাধব! তুমি নিজগুণে আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর! আমি বিনা দোষে তোমায় অনেক কষ্ট প্রদান করেছি। আমি মহা মোহে আচ্ছন্ন হ'য়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়েছিলেম।

মাধব। মহারাজ! আপনার কোন দোষ নেই, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ! এ সংসারে সকলেই আপন আপন কর্ম্ম-ফল অনুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করে! আপনার কি দোষ? আপনি আমার পিতৃতুল্য, আমি আপনার সন্তান সদৃশ! পিতা পুত্রের অমঙ্গল কামনা ক'র্‌তে পারেন না! আমি আমার অদৃষ্টের দোষে নিগ্রহ ভোগ করেছি, আপনার এতে কোন দোষ নাই, বরং আপনার কৃপায় আজ আমি পুনর্জ্জন্ম লাভ কর্‌লুম।

অমর। হায়! হায়! আজ আমি কি সর্ব্বনাশই কর্‌তে উদ্যত হ'য়েছিলেম! আজ প্রভু চণ্ডীরাম না থাক্‌লে এই নিরপ-রাধী ননীর পুতুলটীর হত্যাসাধনে আমাকে হয়ত অনন্ত নরক যন্ত্রনা ভোগ ক'র্‌তে হ'ত। ওঃ কি ঘোর দুষ্কার্য্যেই প্রবৃত্ত হয়েছিলেম!

চণ্ডী। মহারাজ! আর অনুতাপের প্রয়োজন নাই। আপনি যা করেছেন ভালই করেছেন; এই কার্য্যের দ্বারা এ পৃথিবীতে আপনার নাম অক্ষয় অব্যয় হ'য়ে থাক্‌বে! এই মাধবের প্রাণদানের জন্য আপনার যশঃসৌরভ পৃথিবীর চারিদিকে ব্যাপ্ত হ'য়ে প'ড়্‌বে, আপনার এই কার্য্য একটা আদর্শ উপমা হবে।

অমর। প্রভু, জ্ঞানদাতা! আপনি না থাক্‌লে আজ আমায় কে এই ঘোর নরক হ'তে উদ্ধার কর্‌তো? আপ-নার কৃপায় আজ আমার মোহান্ধকার দুরে গেছে, আমি এখন পৃথিবীকে অন্য চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি!

আমার এই নবজীবনে, সকলেই আমার জীবনের সম-তুল্য হয়েছে।

চণ্ডী। মহারাজ! এ সংসারে পরকে আপনার কর্‌তে পার্‌লেই সুখ। সে সুখ যে সে সুখ নয়, সে পরম সুখ, স্বর্গের সুখ, সে সুখের সীমা নাই। মহারাজ! এ সংসারে পর কেউ নেই, সব আপনার, সব সেই একজনেরই সন্তান।

অমর। প্রভু! কত জন্মের সুকৃতি ফলে যে এত হেলায় আপনার দর্শন পেয়েছি, তা ব'ল্‌তে পারিনি। এতদিন ছদ্মবেশে আমাদের ভুলিয়ে রেখেছিলেন।

চণ্ডী। মহারাজ! এ সংসারে সকলেরই ছদ্মবেশ; আপনার বেশ যে পায়, সে আর এ সংসারে থাকে না। ছদ্মবেশেই সংসার ছেয়ে আছে।

অমর। প্রভু! এক্ষণে অনুমতি করুন, আমি মাধবকে আমার পুত্ররূপে গ্রহণ ক'রে আমার জীবন সার্থক করি।

চণ্ডী। মহারাজ! আপনার জীবন সার্থক ক'রে তবে আপনি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেছেন, আপনার এতদূর হৃদয়ের উচ্চতা না হ'লে কি আর তিনি আপনার হাতে রাজদণ্ড প্রদান করেন! আপনার এ সুবাসনা ভগবান্ পূর্ণ করুন! মাধব আপনার পুত্ররূপে বংশ উজ্জ্বল করুক, মাধব আপনার নাম এ ধরাধামে অক্ষয় অব্যয় করুক! মাধবের উপর আপনার অপত্য-স্নেহের আধিপত্য হোক্, আমি এই প্রার্থনা করি।

অমর। আপনার আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য ও অব্যর্থ। মন্ত্রি! এখনই রাজ্যমধ্যে ঘোষণা ক'রে দাও, যে আমার পুত্র যুবরাজ মাধব সিংহ রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবে, প্রতি ঘরে ঘরে যেন আনন্দ উৎসবের আয়োজন হয়, রাজ-ভাণ্ডার হ'তে অকাতরে ধন রত্ন দানের ব্যবস্থা কর! আর তোমরা সকলে জেনো আজ থেকে মাধব আমার পুত্র সম স্নেহাধিকারী।

সকলে। জয় প্রভু চণ্ডীরামের জয়! জয় মহারাজাধিরাজ অমর সিংহের জয়!!

মাধব। প্রভু! দয়াময়! এ আবার কি খেলা খেল্‌ছেন? আমাকে আবার একি বন্ধনে বন্ধন ক'চ্ছেন? গুরুদেব! আমি ঐ চরণে আশ্রয় ভিক্ষা করি, আমি সামান্য দীনহীন ভিখারি—আমি রাজসিংহাসনে কেমন ক'রে উপবেশন ক'র্‌বো?

চণ্ডী। মাধব! যিনি রাজাকে ভিখারি করেন, আবার ভিখা-রিকে রাজা করেন, তিনিই তোমায় তার উপায় বলে দেবেন। আমি তোমায় বলেছি, এ সংসারে মানুষের দ্বারা কিছুই হয় না, সব তাঁর ইচ্ছায় হয়! তাঁর যদি ইচ্ছা হ'য়ে থাকে যে তোমাকে রাজসিংহাসনে বসাবেন, তা হ'লে কার সাধ্য সে ইচ্ছায় অনিচ্ছা প্রকাশ করে! তুমি এ সংসারে কে?

মাধব। গুরু! গুরু! প্রভু! আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হোক্, আমি এ সংসারের কেউ নই।

চণ্ডী। মহারাজ! এতই যদি হয়, তবে আর একটু বাকি থাকে কেন? মাধব মাধবীর মিলনটা আর বাকি থাকে কেন?

অমর। প্রভু লীলাময়! সকলি তোমার লীলাখেলা। মন্ত্রী! এখনই শরুণ্ সিংহের নিকট যাও, তাঁকে বলগে যে, মহারাজ-কুমার মাধব সিংহের সহিত অদ্যই তাঁহার কন্যা মাধবীর পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হবে। মাধবী আজ থেকে আমার কন্যা বা জননী স্বরূপিণী!

সকলে। জয় মহারাজাধিরাজ অমর সিংহের জয়!

রঘু। ধন্য! ধন্য মহারাজ অমর সিংহ! আজ আমাদের হৃদয়ে আনন্দ ধরছেনা। ধন্য! ধন্য প্রভু চণ্ডীরাম! গুরুদেব! কি লীলাই দেখালেন!

সকলে। জয় চণ্ডীরাম প্রভুর জয়! জয় ধর্ম্মরাজ্যের জয়!!

চণ্ডী। মহারাজ চলুন তবে, সকলে মিলে আনন্দ উৎসবের আয়োজন করা যাক্। মহারাজ! এ উৎসবে যে আজ কত লোকের বাসনা পূর্ণ হবে—তা সেই অন্তর্য্যামীই জানেন। কেবল সেই হতভাগ্য বিপর্য্যয়ই বঞ্চিত হ'ল! কি ক'র্‌বো তার কর্ম্মফল! বৎস কুমার-সিংহ! চল আমরা একেবারে মাধবীকে ক'নে সাজিয়ে পাঠিয়ে দিইগে! আহা! আজ তোমার জন্যে আমার মা বড় কাতর হ'য়ে রয়েছেন। চল আগে আমরা মাকে গিয়ে এ শুভ সংবাদ প্রদান করিগে। মহারাজ! আপনারা সকলে অগ্রসর হ'য়ে উৎসবের আয়োজন করুন গে, আমরা এখনই প্রত্যাগমন ক'চ্ছি।

অমর। আপনার অনুমতি শিরোধার্য্য। মন্ত্রী! চল আমরা মাধব মাধবীর মিলন ক’রে নয়ন সার্থক করিগে।

কুমার। এতদয়া না হ’লে লোকে দয়াময় ব’ল্‌বে কেন? হে বাঞ্ছাকল্পতরু গুরু! আমার এই বাসনা পূর্ণ করুন, প্রভু! ঐ চরণ ভিন্ন যেন আর কিছুতে এ মতি না যায়, দয়াময়! আমার এই মাত্র প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

সকলে। জয় প্রভু চণ্ডীরামের জয়! জয় মহারাজ অমর সিংহের জয়!! জয় মাধব সিংহের জয়!!!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

গ্রাম্যপথ।

(বিপর্য্যয়ের প্রবেশ।)

বিপ। আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি নাকি? একি ব্যাপার! আমি ত কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না! মাধব বেটা আমায় কোন মায়া মন্ত্রে মুগ্ধ ক’ল্লে নাকি? এ যে আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না! এ কি থেকে কি হ’ল! উনি কি সত্যই মহারাজ! না—কেউ মহারাজের রূপ ধ’রে এল? তাইবা কেমন ক’রে বলি,—রঘুজী, রতনজী, কুমার সিং, মহারাজ,

আবার চণ্ডে পাগলা এরা কি সকলেই মায়ার দেহ ধ'রে এল? না—তা কখনই হ'তে পারে না! তবে এ কি হ'ল! এ যে ভেল্কীর চেয়েও অদ্ভুত হ'ল! আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা! আমার মাথার ভেতর যেন কেমন ক'চ্ছে! মহারাজ যাকে নিজে কাট্‌তে হুকুম দিলেন, আবার নিজে এসে তাকে কোলে তুলে নিলেন! একি বাবা? রাজা রাজড়ার মেজাজ তো কিছু বোঝ্‌বার যো নেই! তাই কি শুধু কোলে কোরে নেওয়া, একেবারে পুষ্যি পুত্তুর! —রাজসিংহাসনের অধিকারী,—সমস্ত র্যাজ্যের রাজা করে দেবেন বল্লেন। আ—হা—হা! এ সবই আমার দোষ! আমি যদি বেটাকে কাট্‌তে এত দেরি না কর্‌তুম, এতটা সময় নষ্ট না কর্‌তুম, তা হ'লেত আর মহারাজ এসে বেটাকে জ্যান্ত দেখ্‌তে পেতেন না, এ সব আমারই দোষ হয়েছে; আর কাকেই বা কি বলি, শালার ঘাতক দুবেটাও যেন বোকা মেরে গেল! বেটাদের এত বল্লুম, বেটারা যেন কাটের পুতুলের মতন দাঁড়িয়ে রইল! ওঃ! বেটার কি অদৃষ্ট জোর! বেটা পথের ভিখারি ছিল, একেবারে রাজরাজেশ্বর হ'ল। উঃ—কি অদৃষ্ট! আবার সেই স্বর্গের অপ্সরীর মতন সুন্দরী, যার নামে মহারাজের জিবে জল সর্‌তো, আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি! যার জন্যে মহারাজ পাগল হ'য়ে বেড়ালেন, তাকে কি রকম ক'রে কন্যা বোলে সম্বোধন কল্লেন? আবার বল্লেন যে, মাধব বেটার সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দেবেন।

অঁ্যা এ হ'ল কি? বেটা ক'ল্লে কি? ভিকিরী হ'য়ে রাজা হ'ল? কুকুর হ'য়ে দেবকন্যা পেলে? ওঃ—মানুষের অদৃষ্ট কিছুই বোঝ্‌বার যো নাই! এই একটু আগে যে পথের কাঙ্গাল ছিল, রাজাজ্ঞায় যার প্রাণ দণ্ড হচ্ছিল, একেবারে সে রাজরাজেশ্বর! সমস্ত লোকের দণ্ড মুণ্ডের কত্তা হ'ল! না—না, এ সংসারে অদৃষ্টই মূল, অদৃষ্টে যা থাকে, তা কেউ ঘোচাতে পারেনা, আমি বৃথা চেঁচালে কি হবে? অদৃষ্টের ওপর কারুর হাত নেই, আমার অদৃষ্টে যা ছিল তা হ'ল! মাধব এখন রাজরাজেশ্বর, সর্ব্বজনের পূজনীয় হ'ল;—আর আমি? আমাকে এখন প্রাণভয়ে পলাতক হ'য়ে চোরের মতন লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াতে হ'ল! কি ক'র্‌বো? সকলই অদৃষ্ট! আমি রাজার অনুগ্রহ লাভ ক'রে, মনে ক'রেছিলুম কত বড় লোকই হব' তা খুব বড় হ'য়েছি! এমন বড় হ'য়েছি যে আর লোকালয়ে মুখ দেখাতে হবেনা, প্রাণভয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে। যাই হ'ক, আজ আমার একটা খুব জ্ঞান হ'ল, যে মানুষের চেষ্টায় কিছুই হয় না, অদৃষ্টে যা থাকে তা অব্যর্থ। তবে কেন এত চিন্তা কর্‌ছি? কুকার্য্য করেছি? তাতে ভয় কি? আর ভয় ক'ল্লেই নিষ্কৃতি কোথায়? অদৃষ্টে যা আছে তা নিশ্চয়ই হবে; কেউ রোধ ক'র্‌তে পারবে না! ভগবান্ অদৃষ্টে যা লিখেছেন, তার ওপর কারও হাত নাই, বৃথা চেষ্টা করা, চেষ্টায় কিছুই হয় না, সব অদৃষ্ট, মানুষ অদৃষ্টের দাস, মানুষ অদৃষ্ট চক্রের কীট! এ সংসার

অদৃষ্টের দ্বারা গঠিত। তবে আর চিন্তা কেন? দেখি আমার অদৃষ্টে কি আছে?

[প্রস্থান।

(দুই জন নাগরিকের প্রবেশ।)

১ম-না। যা যা, তোর যেমন কথা? মহারাজ অম্‌নি বিনা দোষে এক জনকে কাট্‌তে হুকুম দিলেন?

২য়-না। দেখ্‌ কিছু জানিস্‌নি শুনিস্‌নি, মিছে তর্ক করিস্‌নি? আচ্ছা কি দোষ আমায় বল্‌ দিকি!

১ম-না। দোষ অবিশ্যি আছে, তা নইলে কি প্রাণদণ্ড হয়?

২য়-না। তবু বল্‌বি দোষ অবিশ্যি আছে? মিছে বকাস্‌নি, শোন্‌! এর আসল কথা কি জানিস্?—মাধবসিং ঐ শক্কণ্‌ সিংয়ের বাড়ীতে থাক্‌তো, শক্কণ্‌ সিংয়ের পরিবার নাকি—কেউ কোথাও ত নেই? (ইতস্ততঃ দেখিয়া নম্রস্বরে) ঐ বুড়ো রাজার সঙ্গে মেয়ের বে দিতে রাজী নয়, তাই ছেলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, ঐ মাধবের সঙ্গে মেয়ের বে লুকিয়ে দিয়েছে, তা এতে মাধবের কি দোষ বল্‌ দেখি? বলি—তোকে কি আমাকেই যদি, কেউ ঐ রকম একটা সুন্দরী মেয়ে সেধে বিয়ে দিতে আসে, তা হ'লে কি আমরা বিয়ে না করি! বল্‌ না? চুপ্‌ ক'রে রইলি যে?

১ম-না। হ্যাঁ—তা—তা, তাত বটেই।

২য়-না। এর বেলা আম্‌তা—আম্‌তা কচ্ছ কেন বাবা? সত্যি কথা বলনা?

১ম-না। তা ঠিক বটে, কিন্তু এর মধ্যে একটু কথা আছে; আচ্ছা মাধব ত জান্‌তো যে মহারাজের সঙ্গে ঐ মেয়েটার বিয়ের সম্বন্ধ হ'চ্ছে, তবে জেনে শুনেও কেন তাকে বে ক'র্‌তে রাজী হ'ল ?

২য়-না। তোর মতন বোকা যদি আমি কখনও দেখে থাকি ! আরে মাধবের সঙ্গে ঐ মেয়েটার (ইতস্তত করিয়া) যে গুপ্ত পেরণয় হ'য়ে ছিল; সেটাও যে মেয়েটার মা জান্‌তে পার্‌লে !

১ম না। গুপ্ত পেরণয়; তা কেমন ক'রে হ'ল ?

২য়-না। তা ও রকম বড়লোকদের বাড়ীতে গুপ্ত পেরণয় আক্‌চার হয়; কেন মহাভারতের কথায় শুনিস্‌নি ? সুভদ্রার সঙ্গে অর্জ্জুনের ঐ রকম হয়েছিল।

১ম-না। তা এওতো মাধবের অন্যায়? ও হ'ল অতবড় লোকের মেয়ে, তুই দীন দুঃখীর ছেলে, তোর এ রকম পেরণয় করবার দরকার কি ? বামন হ'য়ে চাঁদ ধ'র্‌তে যাওয়াটাত ভাল নয় ! দেখ দিকি শেষকালে কি হ'ল !

২য়-না। আরে গণ্ডমুখ্যু ! পেরণয় কি আবার গরীব দুঃখী মানে ? ও যখন যাকে বাগে পায়, তখন তাকেই ধ'রে বাগায়। এই তোকে যদি একটা বড় লোকের মেয়ে কোথাও থেকে ইসারা করে, চোখ ঘোরায়, তা হ'লে কি তোর সঙ্গে তার পেরণয় হ'তে পারে না ? তখন তুইও বামন হ'য়ে চাঁদ ধ'র্‌তে যাস্ কিনা বল্‌দিকি ?

১ম-না। তা সে যাই হোক্, মাধবের কিন্তু এটা অন্যায় হয়েছে।

২য়-না। তুই যদি এখন গা জোয়ারিতে বলিস্ অন্যায় হয়েছে, তা কি কর্‌বো বল্ ? তোর যেমন বুদ্ধি, তেম্‌নি কথা! কিন্তু আমি বল্‌ছি—মাধবের এতে কিছুই অন্যায় হয়নি।

১ম-না। যা যা, আমার যেমন বুদ্ধি, তোর তো খুব বুদ্ধি ? তা হ'লেই হ'ল। মহারাজ অম্‌নি একটা যে সে লোক কি না ? তাই না বুঝে সুঝে একটা মানুষের প্রাণদণ্ড ক'র্‌বেন, কথায় বলে রাজ বুদ্ধি।

২য়-না। আরে এমন ষাঁড় যদি কোথাও দেখে থাকি! আরে গাধা! মহারাজের যে ঐ মেয়েটার ওপর পড়্‌তা হয়েছিল, তা জানিস্‌নি ? বড়লোক মেয়েমানুষের জন্যে সব ক'ত্তে পারে, তাও বুঝি জানিস্‌নি ?

১ম-না। তুই যে ক্রমে দেখ্‌ছি মাথায় উঠে পড়্‌ছিস্ ? যা মুখে আস্‌ছে তাই বল্‌ছিস্ ? বোকা গেল, মুখ্যু গেল; আবার ষাঁড়, গাধা বল্লি যে ? বলি তোর রকম খানা কি বল্ দিকি ?

২য়-না। রকম আবার কি ? তোর যেমন কথা, তোর আক্কেলকে বলিছি।

১ম-না। আমার আক্কেলকে তুই গাধা বল্‌বার কে ? আমি না তোর চাইতে বয়েসে বড় ?

২য়-না। তা বলে থাকি বলেছি, তাতে হয়েছে কি ? গাধা বলেছি বৈত নয়!

১ম-না। (সক্রোধে) গাধা বলেছি বইত নয়! কেন তাইবা বল্‌বি কেন ? আমি কি তোর এক চালায় বাস করি নাকি ?

২য়-না। এঃ, তুই যে দেখ্‌ছি ক্রমে বাড়িয়ে তুল্‌ছিস্ ?

১ম-না। বাড়াব না ত কি, তোকে ভয় কর্‌বো না কি ?

২য়-না। ইস্ ! আমিই তোকে ভয় করি নাকি ? রেখেদে তোর চোখ্‌রাঙানি ? আমি অমন তোর মতন ঢের দেখেছি। তুই আমার কি কর্‌বি ?

১ম-না। দেখ্‌বি কি কর্‌বো ?

২য়-না। হ্যাঁ কর্‌না দেখি !

১ম-না। এই একা চড়ে তোকে এখনিই সিদে করে দেব।

২য়-না। চড় মারে সব শালা।

১ম-না। কি কি ? তুই আমায় শালা বল্লি যে ? দেখ ! দেখ ! তোমরা শুন্‌লে, আমায় শালা বল্লে, আমি কিন্তু চড় না মেরে ছাড়বো না।

২য়-না। হ্যাঁ বলেছি—কি—কর্‌বি—কর্‌না ?

১ম-না। কি কর্‌বো ? এই একাচড়ে এখনি তোর বদনখানি বিগ্‌ড়ে দেব।

২য়-না। ইস্ ! আমি বুঝি মার দুধ খাইনিরে শালা ! বদন বেগ্‌ড়ায় সব শালা !

১ম-না। দেখ ! দেখ ! ফের শালা বল্লে তোমরা সব সাক্ষী রইলে, দুবার শালা বল্লে, আমি কিন্তু এখন একবারও চড় মারিনি ; কিন্তু এইবারে নিশ্চয় চড় খাবে, (চড় বাগাইতে আরম্ভ) এই একা চড়ে কিন্তু আমি ওকে চোদ্দ ভুবন অন্ধকার দেখাব।

২য়-না। ওঃ শালা আমার কি চড় মার্‌নেওয়ালারে ! চড় মারে

ঢের শালা! একবার চড় মেরে দেখ্‌নারে শালা! কত ধানে কত চাল দেখিয়ে দি!

১ম-না। দেখ দেখ ফের শালা! বার বার তিন বার হ'ল, এবার কিন্তু চড় না মেরে আমি ছাড়বো না। তোমরাও দেখ! ও চড় না খেয়েও যাবে না। এই একা চড়ে কিন্তু আমি ওকে নিকেশ করে ফেলবো।

(তৃতীয় খোঁড়া নাগরিকের প্রবেশ।)

৩য়-না। কিরে, কি হ'য়েছে? দুটো মদ্দতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঝগড়া কচ্চিস্ কেন?

১ম-না। ঠাকুদ্দা! এর বিচার তোমায় ক'ত্তেই হবে। শালার মুখে যা আস্‌ছে শালা, তাই ব'লে আমায় অপমান ক'র্‌ছে!

২য়-না। ওঃ! শালার মান দেখে আর বাঁচিনি।

১ম-না। দেখ, দেখ ঠাকুদ্দা! দেখ ফের শালা বল্‌ছে; এইবার একা চড়ে কিন্তু আমি শালাকে নিকেশ ক'রে ফেলবোই ফেলবো।

৩য়-না। ব্যাপার খানা কি হয়েছে বল্‌না? মিছি মিছি ঝগড়া ক'রে মচ্ছিস্ কেন?

১ম-না। ব্যাপার কি জান ঠাকুদ্দা! সেই সেই কথা!

৩য়-না। সেই সেই সেই কথা, আরে শালারা কি কথাটাই ভেঙে বল্ না।

১ম-না। আহা ঐ যে গো মহারাজ যে ছোঁড়াটার প্রাণদণ্ড

ক'রতে হুকুম দিয়েছেন সেই কথা হ'তে হ'তে, শালার মুখে যা এল, শালা তাই বল্লে! গাধা গেল, ষাঁড় গেল, বোকা গেল, মুখ্যু গেল, শেষ কি না শালা ব'লে ছেড়ে দিলে; ঠাকুদ্দা! তুমি না এলে এখুনি এই একা চড়ে শালাকে নিকেশ কত্তুম; তা কি বল্‌বো ঠাকুদ্দা তুমি এসে প'ড়লে, আমার হাতের চড় হাতেই রয়ে গেল; এই দেখ ধুলো মাখান এখন থর্ থর্ করে কাঁপ্‌চে। ও বেটার বড় পের্‌মাই জোর, তাই ঠাকুদ্দা এসে পড়লো।

২য় না। আচ্ছা ঠাকুদ্দা! তুমি নেয্য কথা বল! ও শালার মতন বড়লোকের খোষামোদ ক'রে কথা ব'লনা? আচ্ছা এই কাযটা মহারাজের অন্যায় হ'য়েছে কি ন্যায় হ'য়েছে?

৩য় না। এ দেখ্‌ছি দু শালাই মুখ্যু। আচ্ছা তোদের সে কথা নিয়ে ঝগড়া করবার দরকার কিরে শালা? বলে— আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে দরকার কি বল্ দেখি?

১ম না। হাঁ, তা যা ব'লেছ ঠাকুদ্দা বড় মিথ্যে নয়! ও সব রাজা রাজড়ার কথায় আমাদের কাঙ্গালের দরকার কি? তাইত মিছি-মিছি ঝগ্‌ড়াটা হ'য়ে গেল! তা ঠাকুদ্দা! তুমি এটা মিটিয়ে দাও।

৩য় না। আচ্ছা সে হবে এখন, এখন নতুন খবর কিছু শুনেছিস্?

১ম, ২য়। কই, না—না, কি ঠাকুদ্দা, বলনা?

৩য় না। সে সব কাটাকাটির হাঙ্গামা আর নেই। যাকে

মহারাজ কাট্‌তে হুকুম দিয়েছিলেন, এখন তাকেই রাজ-সিংহাসনে বসিয়েছেন। শুন্‌ছি নাকি এইবার মহারাজ বনে চ'লে যাবেন।

উভয়ে। সেকি! সেকি! এ কি রকম ক'রে হ'ল?

৩য় না। আরে তাইত আশ্চর্য্যি! কেউ তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছেনা! শুন্‌ছি নাকি সেই চণ্ডে পাগলা—যাকে আমি পাগল বলে বাড়ী ঢুক্‌তে দিতুম না,—সেই তিনি নাকি আবার শঙ্খ—চক্র—গদা—পদ্ম ধারণ ক'রে, চতুর্ভূজ মূর্ত্তি হ'য়ে—মহারাজের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ব'লেছেন যে, যদি তুই মাধবকে কাট্‌বি! তাহ'লে তোকে সবংশে একগাড় ক'র্‌বো। তুই মাধবকে জানিস্‌নি? মাধব আমার ছেলে!

১ম না। এঁ্যা—বল কি ঠাকুদ্দা? এত বড় আশ্চর্য্যের কথা!

৩য় না। আরে আমি কি আর মিথ্যে কথা বল্‌ছি!

২য় না। এঁ্যা—সেই চণ্ডীরাম! আমরা ত' তাকে পাগল ব'লেই জান্‌তুম!

৩য় না। হ্যাঁ পাগল! সেই পাগল এখন ভগবানের রূপ ধারণ করেছেন! শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, এ সংসারে কার ভেতর কি আছে, তাকি কেউ বল্‌তে পারে? (বিকৃতভাবে দণ্ডায়মান এবং উভয়ের প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ)।

১ম না। এঁ্যা! তবে কি হবে ঠাকুদ্দা? আমরা যে তাকে কত কি বলেছি!

৩য় না। আরে সেই ত ভাব্‌না! আমি আবার তাকে পাগল

মনে ক'রে বাড়ীতেই ঢুক্‌তে দিতুম না! আবার কত গালও দিয়েছি।

১ম না। (করযোড়ে) হে বাবা চণ্ডীরাম! আমরা কিছুই জানি না! আমাদের সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর! আর আমরা তোমায় কখনও পাগল মনে ক'র্‌ব না বাবা! এই বাবা তোমায় বরং ষোড়শোপ-চারে পূজো দেবো,—রক্ষে কর বাবা! রক্ষে কর! (সকলের প্রণাম করণ)।

৩য় না। এখন চল্ দেখ্‌বি চল্—সব দলে দলে লোক ছুটেছে, দেশের লোক সব ভেঙে প'ড়েছে! মাধবসিং নাকি সিংহাসনে রাজা হ'য়ে বসেছে,—আর চণ্ডীরাম (জিব কাটিয়া) না না, প্রভু চণ্ডীরাম দেব সেইখানে চতুর্ভূর্জ মূর্ত্তিতে দাঁড়িয়ে আছেন।

১ম না। চল্—চল্—আমরাও দেখে আসি।

২য় না। চল দাদা, দুজনে এক সঙ্গে যাই চল, মিছি-মিছি ঝগড়া করে মলুম। কি ব্যাপার একবার দেখে আসি! এস ঠাকুদ্দা শিগ্‌গির চ'লে এস! এই আমরা এগুলুম।

[১ম ও ২য় নাগরিকের প্রস্থান।

৩য় না। এতো দেখ্‌ছি—সব শালাই আমাকে ফেলে চ'লে যায়! এই শালার পায়ের জন্যেই আমার এই দুর্দ্দশা! কারুর সঙ্গে যে দুটো কথা কইতে কইতে পথ চল্‌বো, তার যোটী নেই; সকলেই এগিয়ে যায়!—কি করি— আস্তে আস্তে যাই।

[খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজ সভা।

সিংহাসনোপরি মাধব মাধবী; অমরসিংহ, রঘুজী-রতনজী ও পারিষদগণ আসীন।

সকলে। জয় প্রভু চণ্ডীরামের জয়! জয় রাজা মাধব সিংহের জয়!! জয় রাণী মাধবী দেবীর জয়! জয় মহারাজাধিরাজ অমর সিংহের জয়!!!

অমর। রঘুজী! রতনজী! তোমরা আমায় ক্ষমা কর! তোমাদের ন্যায় পরম হিতৈষীর কথা অবহেলা ক'রে, আজ আমি কি উন্মাদের ন্যায় কার্য্য ক'র্‌তেই উদ্যত হয়েছিলুম!

রঘুজী। মহারাজ! অমন কথা ব'লবেন না, আমরা আপনার অনুগত ভৃত্য! আপনার হৃদয়ে যে মহত্ত্ব লুক্কাইত ছিল, তা আজ আপনিই প্রকাশিত হয়েছে। মোহে আচ্ছন্ন হ'য়ে এ সংসারে লোকে কি না করে, মানুষের তখন আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। আপনি মহামোহে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন; কিন্তু আপনার দেবোপম আদর্শ হৃদয়, আপনার নিকটেই লুক্কাইত ছিল; তাই আজ এ জগতে এ আদর্শ কীর্ত্তিস্তম্ভ সংস্থাপন ক'ত্তে সমর্থ হলেন। নচেৎ হীন চিত্ত ব্যক্তিদের দ্বারা এরূপ আদর্শ কার্য্যের সংস্থাপন হওয়া এ সংসারে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

অমর। আজ আমার মোহান্ধতায় কি সর্ব্বনাশই হ'ত! এই

সোণার কমল দুটী অসময়ে শুকিয়ে যেত'। আজ প্রভু চণ্ডীরাম না থাকলে কে আমাকে এই দুস্তর পাপপঙ্ক হতে উদ্ধার ক'র্‌তো ? হায়! আমি জ্ঞান হীন নরাধম! তাই এত দিনেও তাঁকে চিন্‌তে পারিনি।

রঘু। হায় মহারাজ! আমরা এ স্পর্শমণি হাতে পেয়েও চিন্‌তে পাল্লেম না! উন্মাদ বিবেচনায় কতই অবজ্ঞা করেছি! না জানি কত অপরাধীই হয়েছি!

রতন। আমরা অজ্ঞান—অন্ধকারে আচ্ছন্ন, আমরা মানুষ আকারে পশু! তাই আমরা মানুষের কোন গুণের দিকে লক্ষ্য না ক'রে, কেবল দোষের দিকেই লক্ষ্য করি। মনে করি আমরাই যেন মহাজ্ঞানী মহা পণ্ডিত।

অমর। রতনজী! তুমি যা ব'ল্লে তা সত্য, আমরা মানুষের দোষের দিকেই অধিক লক্ষ্য ক'রে থাকি, কিন্তু গুণের দিকে একবার ভুলেও লক্ষ্য করি না।

রতন। মহারাজ! দোষে গুণে এ সংসার গঠিত। যারা মানুষের দোষ ত্যাগ ক'রে গুণ গ্রহণ করেন, তাঁরাই এ সংসারে মনুষ্য আকারে দেবতা।

অমর। মন্ত্রী! মাধবকে আমি যে কি স্নেহের চক্ষে দেখেছি, তা ব'ল্‌তে পারিনি, মাধব যেন আমার জীবনের চেয়েও অধিক প্রিয় হয়েছে, অপত্যস্নেহে আমার প্রাণ যেন বিগলিত হ'য়ে যাচ্ছে,—আমার জীবনে আমাকে পিতা ব'লে কেউ কখনো সম্বোধন করেনি! মাধব আমার সে বাসনা পূর্ণ করেছে। মন্ত্রী! তোমরা দেখো, আমাকে

যেরূপ চক্ষে দেখ্‌তে! মাধবকেও সেইরূপ স্নেহের চক্ষে দেখো!

রঘুজী। মহারাজ! আপনার এত উচ্চ হৃদয় না হোলে কি আর ভগবান্ আপনার করে রাজদণ্ড প্রদান করেন? আজ আমরা একাধারে রাজদর্শন ও দেব দর্শন ক'রে ধন্য হলেম।

রতন। মহারাজ! এই মাধব হ'তেই আপনার অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত হবে। মাধব সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত, রাজ সিংহাসনের উপযোগী।

অমর। (মাধবের প্রতি) বৎস মাধব! আজ এই আনন্দের দিনে তুমি বিষণ্ণভাবে কেন? তোমার মুখ অত মলিন ভাব ধারণ ক'রেছে কেন?

মাধব। মহারাজ! পিতা! আমি যে কি পুণ্যফলে আপনার ঐ পবিত্রচরণে স্নেহের আশ্রয় পেয়েছি! তা বোল্‌তে পারিনি! কিন্তু পিতা! আজ যাঁর কৃপায়, ঘাতকের অসিমুখ হ'তে, মহারাজের স্নেহের কোলে স্থান প্রাপ্ত হ'য়েছি, আমার সেই প্রাণের দেবতা কোথায়? তাঁর জন্যে আমার প্রাণ যেন আজ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে! যেন মনে হ'চ্ছে—তিনি আমায় এই রাজ্যৈশ্বর্য্যে ভুলিয়ে রেখে আমাকে ছেড়ে চ'লে যাবেন! আর আমি তাঁকে দেখ্‌তে পাবনা! তাঁর সেই জ্ঞান-প্রদীপ্ত উপদেশ মন্ত্রগুলি আজ যেন আমার হৃদয়ে জাজ্জ্বল্যমান হ'য়ে প্রতিফলিত হ'চ্ছে! কে যেন আমার কানে কানে বল্‌ছে যে তিনি

আমাকে এই খেলাঘরের মায়ার খেল্‌না দিয়ে ভুলিয়ে রেখে পালিয়ে যাবেন। পিতা! তাঁর শ্রীচরণ দর্শনের জন্য আমার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হ'য়েছে! এই রাজ-ঐশ্বর্য্য কিছুই ভাল লাগ্‌ছেনা, যেন সেই শ্রীচরণ ভিন্ন সব অসার ব'লে বোধ হ'চ্ছে। পিতা! বলুন—সত্য ক'রে বলুন!—আমার প্রাণের প্রাণ কি আমায় ছেড়ে পালিয়ে যাবেন?

অমর। না বৎস! অত উতলা হবার প্রয়োজন নাই! তিনি আনন্দময়! এ আনন্দের দিনে কখনই নিরানন্দ ক'র্‌বেন না। তাঁর অপার করুনা! তিনি যখন আমাদের প্রতি সদয় হ'য়েছেন, তখন অবশ্যই আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'র্‌বেন! তিনি যা কিছু করেন সকলই আমাদের মঙ্গলের জন্য—তার আর কোন সন্দেহ নাই।

রঘু। তা নইলে আর পাগল সেজে আমাদের কাছে কাছে ঘুরে বেড়াচ্চেন কেন? আহা—অনন্ত স্নেহ!—অপার করুণা!

রতন। এই সংসারে সাধু পুরুষের দ্বারা হয় না—এমন কার্য্যই নেই। কোথায় প্রাণদণ্ড!—আর কোথায় রাজ্যলাভ! ধর্ম্মের বিচিত্র গতি, ধার্ম্মিকের ভগবান্‌ সহায়।

মাধব। কই পিতা! তিনি এখনও এলেন না কেন?

অমর। তিনি আজ তোমায় স্বহস্তে অভিষেক ক'র্‌বেন। আমার প্রতি তাঁর অনুমতি, রাজসভা যেন সব সুসজ্জিত থাকে, আজ তিনি সকলের একত্রে মিলন ক'র্‌বেন, এই অভিপ্রায় প্রকাশ ক'রেছেন।

রঘু। (নেপথ্যে লক্ষ্য করিয়া) মহারাজ! দেখুন—দেখুন!—আহা আজ একি মূর্ত্তি! প্রশান্ত মুখমণ্ডল হ'তে কি যেন এক অপূর্ব্ব জ্যোতির বিকাশ হ'চ্ছে! কুমার-সিংহ ও শঙ্কণ্ সিংহকে সঙ্গে ক'রে ঐযে প্রভু আগমন কচ্ছেন।

সকলে। (নেপথ্যে লক্ষ্য করিয়া) জয় প্রভু চণ্ডীরামের জয়! জয় প্রভু চণ্ডীরামের জয়!

(চণ্ডীরাম, শঙ্কণ্ সিংহ ও কুমারসিংহের প্রবেশ)

চণ্ডী। আহা, মরি মরি! কি শোভাই হ'য়েছে! যেন রাধা-কৃষ্ণের যুগলমিলন হ'য়েছে! নয়ন সার্থক হ'ল।

(মধাব মাধবী উঠিয়া সম্মুখে আসিয়া প্রণত ভাবে)

মাধব। প্রভু! প্রভু! আমাদের যেন এই শ্রীচরণে রতিমতি থাকে!—এই আশীর্ব্বাদ করুন।

সকলে। প্রভু! প্রভু! (করযোড়ে প্রণত হওন)।

চণ্ডী। একিরে!—একিরে! তোদের অসাধ্য কায ত' তাহ'লে দেখ্‌ছি পৃথিবীতে কিছুই নেই? তোরা ত' মিলে মিশে সব ক'র্‌তে পারিস্? এই ছিলুম আমি পাগল! তারপর হলুম মানুষ! আবার এখন একেবারে দেবতা ক'রে ফেল্লি? তাহ'লে তোরা পারিস্‌নি এমন কাযত এ সংসারে নেই দেখ্‌ছি! নে—নে, এখন সবাই ওঠ্ (সকলের উত্থান) প্রণাম করা হ'য়েছে;—আশীর্ব্বাদ করি—তোদের ধর্ম্মের সঙ্গে যেন খুব বন্ধুত্ব? হয়!

অমর। প্রভু! আমরা অজ্ঞান—অন্ধকারে আচ্ছন্ন!—আমরা আপনার মহিমা কেমন ক'রে বুঝ্‌তে পার্‌বো।

চণ্ডী। বলি মহারাজ! পাগ্‌লার অনুরোধ রক্ষা ক'রে কিছু কি আনন্দ লাভ হ'চ্ছে?

অমর। অপার আনন্দ! এ আনন্দের সীমা নাই।

চণ্ডী। বলি শরুণ্‌সিংহ মশাই! নীরবে কেন? বৃদ্ধ জামতা মহাশয় যে এখন বৈবাহিক সম্বন্ধে পরিণত হ'য়েছেন। এখন দুজনে একটু রসালাপ করুন! আপনার কপালের জোর সকলের অপেক্ষা কিছু অধিক, আপনি ত' রাজ-শ্বশুর হবার বাসনা করেছিলেন? কিন্তু এযে দেখ্‌ছি একেবারে সোণায় সোহাগা। রাজশ্বশুর, মহারাজের বৈবাহিক, আবার রাণীর বাবা। আর কিছু বাসনা থাকেত বলুন?—এই সকলে মিলে মিশে পূরণ কর্‌বার চেষ্টা করি।

শরুণ্‌। বাসনা!—বাসনা এখন যেন ঐ শ্রীচরণ একমাত্র ধ্যান জ্ঞান হয়। প্রভু! আমি অজ্ঞান অন্ধ ছিলুম, আপনার কৃপায় দিব্য চক্ষুঃ লাভ ক'রেছি! এখন বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি যে, মানুষের ইচ্ছায় এ সংসারে কিছুই হয় না, সকলই সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় হয়। মানুষ কেবল অহঙ্কারে ঘোর উন্মত্ত হ'য়ে ভাবে—আমিই সব করি, আমার দ্বারাই সব হয়। আমার এখন সব অহঙ্কার চূর্ণ হ'য়ে গেছে, আমার ভ্রম দূর হ'য়েছে;—আমি এখন বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি যে, অদৃষ্ট ছাড়া এ সংসারে আর

পথ নেই ;—যা হবার তা হবেই, কিছুতেই কেউ পরিবর্ত্তন ক'র্‌তে পার্‌বে না।

চণ্ডী। তাহ'লে দেখ্‌ছি বাকি কটা দিন বেশ নিশ্চিন্ত হ'য়ে কাটাতে পারবে! আর বড় একটা কেউ কিছু ক'র্‌তে পার্‌বে না।

শঙ্কণ্। প্রভু! আপনার দয়া থাক্‌লে, আর আমি এ সংসারে কিছুই প্রার্থনা করি না। এখন আমার নবজীবনে নব চক্ষু হয়েছে, আর আমার সংসারের কোন স্পৃহাই নেই।

চণ্ডী। তোমায় আশীর্ব্বাদ করি, তোমার ধর্ম্মে মতি হোক্! পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে তুমি আত্মবৎ জ্ঞান কর! তোমার সঞ্চিত অর্থের দ্বারা সকলের দুঃখ দূর কর! অন্তিমে ভগবানের শ্রীচরণে স্থান প্রাপ্ত হও।

শঙ্কণ্। প্রভু! আপনার করুণা থাক্‌লে নিশ্চয়ই সব হবে। আপনি দয়ার সাগর! আপনি দয়া ক'রে যখন এই পশুকে মনুষ্যত্ব দান করেছেন? তখন অবশ্যই আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে! আমার স্বার্থময় পাশব জীবনের কথা মনে হ'লে, এখন এই দেহের উপর পর্য্যন্ত ঘৃণা হয়! আহা কি শিক্ষা দান! আমরা সব এক পিতার সন্তান, একজন যদিই অক্ষম দরিদ্র হয়, তবে ভাই হ'য়ে ভাইকে ক্ষুধায় আকুল দেখে, ভাইয়ের মুখে কখন কি অন্ন ওঠে? না, তা কখনই ওঠে না, আমার ন্যায় স্বার্থপর, স্বার্থ সুখে উন্মত্ত পশুরই ওঠে।

চণ্ডী। শঙ্কণ্ সিংহ বাহাদুর! আর অনুতাপে প্রয়োজন নাই, তোমার প্রতি ভগবানের কৃপা হয়েছে, তোমার ধর্ম্মে মতি হয়েছে।

শঙ্কণ্। প্রভু! এখন আমার ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলই আপনি! কিন্তু প্রভু! যদি এই অধমের প্রতি এতই করুণা? তবে কেন আমাদের আবার মহাঘোরে আচ্ছন্ন ক'রে মহাপাতকের ভাগী ক'র্‌লেন? প্রভু! আমরা পাগল ভেবে না জানি আপনাকে কত কুবাক্যই প্রয়োগ করেছি।

চণ্ডী। তোদের কোন অপরাধ নেই। তোরা বড় ভাগ্যবান্, দেখ্ তোদের উপর ভগবানের বড়ই দয়া! একবার না ডাকৃতে ডাকৃতেই অম্‌নি তিনি, তোদের কোলে নেবার জন্যে বাহু প্রসারণ করেছেন, তা নইলে কি ধর্ম্ম বুদ্ধি লোকের সহজে হয়?

সকলে। প্রভু! সকলি আপনার কৃপায়!

চণ্ডী এখন এদের কি ব'ল্‌বো? বর ক'নে ব'ল্‌বো, না রাজা-রাণী ব'ল্‌বো? না—বর ক'নেই বলি, তা নইলে আমার দক্ষিণে টা আবার মারা যাবে! বলি—ও ক'নে! মনে আছে ত? আমি যখন তোদের বে দিয়ে দিচ্ছ্‌লুম, তখন আমার দক্ষিণেটা পাওনা ছিল! এখন ত যা হোক্ তোমা-দের কিছু হয়েছে? এখন দাও, আমার দক্ষিণে কি দেবে দাও!

মাধ। প্রভু! লীলাময়! আপনার লীলা আমরা কি বুঝ্‌বো?

চণ্ডী দেখ বর! ও সব ফাঁকির কথা চল্‌বে না, ঐ বলে যে

আমাকে ভুলিয়ে ফাঁকি দেবে ? তা হবেনা ! আমি দক্ষিণে কিছুতেই ছাড়্‌বো না। আমিত তখন তোমাদের বলেই ছিলুম, যে যদি কখন তোমাদের কিছু হয়, ত আমার দক্ষিণে আমায় দিতে হবে।

মাধ। প্রভু ! এ দেহ মন প্রাণ সকলই আপনার শ্রীচরণে উৎসর্গ করেছি।

চণ্ডী। আর ঐশ্বর্য্যটুকু বুঝি উৎসর্গ ক'ত্তে ভরসা হয় নি ? পাছে আমি সব খরচ ক'রে ফেলি ?—কেমন না ?

মাধ। এ ঐশ্বর্য্যে আমার কোন অধিকার নেই ! আমি অনাথ দীন হীন হ'য়ে আপনাকে পেয়েছি ! আমি সেই অনাথ দীন হীন হ'য়েই থাকৃতে ইচ্ছা করি ! এ ঐশ্বর্য্য সকলই আপনার।

চণ্ডী। দেখ মাধব ! গোপন ক'রোনা ! মাধবীকে নিয়ে তুমি ঐশ্বর্য্য ভোগের বাসনা করেছিলে কি-না—বল দেখি ?

মাধ। প্রভু ! অন্তর্যামী ! আপনার কাছেত এ অধমের কিছুই গোপন নাই ?

চণ্ডী। তবে এখন ভগবান্ তোমার বাসনা পূর্ণ করেছেন ; এখন পুরুতের ঋণটাও পরিশোধ কর।

মাধ। প্রভু ! সকলি আপনার! আপনি যা চাইবেন আমি তাই দিতেই প্রস্তুত।

চণ্ডী। দেখ, সকলে তোমরা শুন্‌লে ? আমি আমার দক্ষিণে যা চাইব, মাধব আমায় তাই দেবে।

মাধ। প্রভু! ঐশ্বর্য্য ত তুচ্ছ কথা! আমি আমার জীবন পর্য্যন্তও দিতে প্রস্তুত!

চণ্ডী। না—তোমার জীবনে আমার আর কায নেই, তাহ'লে মাধবী আবার আমার সঙ্গে ঝগ্ড়া ক'র্‌বে, তবে আমি যা দুটী একটী প্রার্থনা ক'র্‌বো, আমার সেই প্রার্থনা গুলি পূরণ করে দাও, তুমি এখন রাজা তোমার সম্মান ক'রে কথা বলা কর্ত্তব্য।

মাধ গুরুদেব! একি আজ্ঞা ক'র্‌ছেন, আমি আপনার দাসানুদাস, পদাশ্রিত।

চণ্ডী আচ্ছা তাই না হয় হ'ল! এখন প্রার্থনাগুলি শোন।

মাধ। অনুমতি করুন।

চণ্ডী। (অমরের প্রতি) মহারাজ! এখন এ রাজত্ব কার?

অম। আমার পুত্র মাধব সিংহ বাহাদুরের।

চণ্ডী। মন্ত্রী! এখন রাজা কে?

রঘু। রাজা মাধব সিংহ বাহাদুর।

চণ্ডী। সকলের কি মত?

সকলে। রাজা মাধব সিংহ বাহাদুর! রাণী মাধবী দেবী।

চণ্ডী। মাধব! রাজার কর্ত্তব্য কি—তা জান?

মাধ। কিছুই না প্রভু!

চণ্ডী। তবে শোন! প্রথম আমার প্রার্থনা, অর্থাৎ তোমার বিবাহের দক্ষিণা আমাকে তোমায় এই দিতে হবে যে, এ রাজত্বে যত গৃহহীন আছে, তাদের সকলের গৃহ, আর যত অন্নহীন আছে, তাদের সকলের অন্নের সংস্থান তুমি ক'রে দেবে।

মাধ। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য!

সকলে। জয় প্রভু চণ্ডীরামের জয়!!

শঙ্কণ্। এই জন্যই লোকে বলে,—যে দেশে একটী মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, সে দেশ শুদ্ধ লোক উদ্ধার হ'য়ে যায়! এত দয়া না হ'লে আর লোকে দয়াময় ব'লে ডাকৃবে কেন?

চণ্ডী। দেখ মাধব! এ সংসারের রাজদণ্ড গ্রহণ ক'রে, এই কোটি কোটি প্রজার একাধারে পিতা মাতা স্বরূপ হ'য়ে রাজ সিংহাসনে উপবেশন করা যে কিরূপ কঠিন কার্য্য তা বোধ হয় তুমি জাননা! রাজার কর্ত্তব্য পালন যে কিরূপ ভয়ানক, তা বোধ হয় সিংহাসনে উপবেশন ক'রে অনেক রাজাই বিস্মৃত হন! মাধব! এখন তুমি নবীন রাজা, তোমাকে আমি রাজনীতি সম্বন্ধে গোটাকতক কথা বলে যাই, পারতো মনে ক'রে রেখ! তা হ'লে ইহকাল পরকালের জন্যে আর কোন চিন্তাই ক'র্‌তে হবেনা।

মাধ। প্রভু! আপনি আমার প্রত্যক্ষ ঈশ্বর! আপনার বাক্য আমার পক্ষে ঈশ্বর বাক্য ব'লে গ্রহণীয় হবে।

চণ্ডী। মাধব! ঈশ্বর এই বিশ্ব সংসারের একমাত্র অধীশ্বর। সর্ব্বে সর্ব্বা। কিন্তু তিনি এই অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হ'য়েও তৃণাদপি তৃণ ভাবাপন্ন। তিনি দয়ার সাগর; তাঁর গুণের কথা, অনন্ত কোটি কল্প যুগ বর্ণনা ক'র্‌লেও, কেউ বর্ণনা ক'র্‌তে পারে না। রাজা এই সংসারে তাঁরই প্রতিনিধি স্বরূপ! রাজাকেও একাধারে অনন্ত গুণের

আধার হওয়া কর্ত্তব্য। এ সংসারে রাজ সম্মান, রাজ-মর্য্যাদা, রাজপূজা প্রাপ্ত হ'য়েও, যে রাজা আপনার কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হয়, তার পরিণামে অনন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ ক'র্‌তে হয়! মাধব! আজ তোমার সম্মুখে ভীষণ কর্ত্তব্য স্রোত উপস্থিত? খুব সাবধান! অনেক আত্ম-ত্যাগ, অনেক স্বার্থত্যাগ ক'র্‌তে হবে! দয়ার রাজ-পরিচ্ছদ পরিধান ক'রে, বিনয়ের রাজ মুকুট মস্তকে দিয়ে, ভক্তি রত্ন মালায় কণ্ঠ সুশোভিত ক'রে, ক্ষমার রাজদণ্ড করে গ্রহণ ক'রে, বিবেক আর বিশ্বাস মন্ত্রীদ্বয়কে পার্শ্বে রক্ষা ক'রে, তোমায় ধর্ম্মের সিংহাসনে, ধর্ম্মের অবতার হ'য়ে ব'স্‌তে হবে! আর শয়নে স্বপনে সেই রাজার রাজা ত্রিভুবনের অধীশ্বর জগদীশ্বরের নিকট করযোড়ে প্রার্থনা ক'র্‌তে হবেঃ—যে হে প্রভু! আমার কর্ত্তব্য পালনে আমায় শক্তিদান করুন!

সকলে। জয় প্রভু চণ্ডীরামের জয়! জয় ধর্ম্মরাজ্যের জয়!!

চণ্ডী। আর দেখো! তোমার রাজ্যের সেই একটা কীট পতঙ্গ হ'তে পশু পক্ষী পর্য্যন্ত সকলেই তোমার স্নেহের অধি-কারী। জেনো, ভগবান্ তোমার রাজত্বে যা কিছু পাঠিয়ে দিয়েছেন, সকলই তোমার মঙ্গলের জন্য। অকা-রণ যদি কেউ একটী পশু কিম্বা পতঙ্গকে পর্য্যন্ত পীড়ন করে, তবে তখনই তার প্রতিবিধান ক'রতে তৎপর হবে। দরিদ্র কিম্বা নীচদিগকে কখন ঘৃণার চক্ষে দেখ্‌বেনা। ভগবান্ দরিদ্র বেশেই এ সংসার রক্ষা ক'র্‌ছেন; দরিদ্র

না থাক্‌লে এ সংসারের কোন কর্ম্মই নির্ব্বাহ হ'ত না। সকলকে আপনার সন্তানের ন্যায় স্নেহ ক'রবে। সংসারে জেনো সকলেই ভগবানের রূপান্তর মাত্র! এ সংসার কার্য্য ক্ষেত্র! সকলের দুঃখেই কাতর হবে! প্রজার দুঃখ মোচনের জন্য জীবনকেও তুচ্ছ জ্ঞান ক'রবে! গোপনে রাজ্যের ও প্রজার অবস্থা সর্ব্বদাই অনুসন্ধান ক'রবে! প্রজাদিগের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মানুরাগের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। বিপদে সম্পদে শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ ক'রে, সদা সর্ব্বদা শান্তির অনুসরণ ক'রবে।

মাধ। প্রভু! যদি জীবন পাত ক'রেও আপনার আজ্ঞা রক্ষা ক'র্‌তে হয় তাও ক'র্‌বো।

সকলে। জয় প্রভু চণ্ডীরামের জয়! জয় রাজা মাধব সিংহের জয়! জয় মহারাজাধিরাজ অমর সিংহের জয়!!!

চণ্ডী। আর রাণী মা! তোমাকেও দুটো কথা ব'লে দি, মনে ক'রে রেখ'। তুমি এখন রাজরাণী। লক্ষ লক্ষ প্রজার মা জননী, এ রাজ্যের রাজ লক্ষ্মী স্বরূপিণী হয়েছে! তুমি মনে জেনো, যে সকলেই তোমার স্নেহের সন্তান। মা যেমন পেটের ছেলের সুখ দুঃখের সকল সংবাদ গ্রহণ করেন, তুমিও তেম্‌নি তোমার প্রজারূপ সন্তানদের সুখ দুঃখের সকল সংবাদ সর্ব্বদা রাখ্‌বে, আর তাদের দুঃখ মোচন ক'র্‌তে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হবেনা।

মাধবী। গুরুদেব! আপনার অনুমতি শিরোধার্য্য!

সকলে। জয় প্রভু চণ্ডীরামের জয়! জয় রাজা মাধব সিংহের জয়!

জয় রাণী মাধবী দেবীর জয়! জয় রাজাধিরাজ অমর সিংহের জয়! জয় ধর্ম্মরাজ্যের জয়!!

চণ্ডী। মহারাজ! চলুন নব রাজা প্রাপ্ত হ'য়ে, প্রজারা কিরূপ আনন্দ উৎসবে মত্ত হয়েছে, একবার দর্শন করা যাক্। এক্ষণে নূতন রাজা রাণীকে নিয়ে, পুরবাসিনীরা একটু আনন্দ উৎসব করুক।

অম। চলুন প্রভু! আজ আমার জীবন সার্থক হ'ল! সকলে বল জয়——— —!!

সকলে। জয় প্রভু চণ্ডীরামের জয়! জয় প্রভু চণ্ডীরামের জয়!!

[মাধব, মাধবী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(সখীগণের প্রবেশ।)

সখীগণ— গীত।

আহা বড় মিলেছে ভাল,
যুগলে যুগল মিলেছে ভাল,
যেন চাঁদের পাশে চাঁদ উঠিল।
(যেন) তড়িতে গঠিত মাধবী লতা,
তমালে জড়ায়ে কহিছে কথা,
পেয়ে দিনমণি কমলিনী ধনী,
সোহাগে গলিয়া ফুটিয়া উঠিল॥

চঞ্চলা চপলা অচলা হইয়ে,
নবীন নীরদে রহিল ফুটিয়ে,
এ সুখের দিনে, এ সাধের বীণে
সুখের সোহাগে বাজিয়া উঠিল।
মাধবের সনে মাধবী মিলিল॥

চতুর্থাঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গ্রাম্যপথ।

(বিপর্য্যয়ের প্রবেশ।)

বিপ। (স্বগতঃ) অদৃষ্ট, অদৃষ্ট, অদৃষ্ট! অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই! ও বৃথা সন্দেহ! মানুষের যা কিছু হয়—সব অদৃষ্টের দ্বারাই হয়! মিছে কেন ভেবে মরি—অদৃষ্টে যা আছে তা হবেই! কিন্তু এ চণ্ডীরামটা কে? রাজ্যময় ত খুব একটা হুজুগ উটেছে—চণ্ডীরাম দেবতা। কেউ তার চতুর্ভূজ মূর্ত্তি দেখেছেন, কেউ তার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, দেখ্‌তে পেয়েছেন, কেউ তার ত্রিভঙ্গিম ঠাম—বামে হেলা শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তির বর্ণনা ক'র্‌ছেন, কেউ ব'ল্‌ছেন স্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ হ'য়ে ধরার ভার হরণ ক'চ্ছেন,

কিন্তু আমি ত' এর একটী বিন্দুও বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা! চণ্ডীরাম ত' সেই পাগলটা,—গান গেয়ে গেয়ে বেড়াত'—আর আবল তাবল ব'কৃতো! সে আবার কি রকম ক'রে দেবতা হবেরে বাবা? যে দেবতা হয়, সেত' আঁতুড় ঘর থেকেই তার নমুনা দেখাতে আরম্ভ করে। এই যে বাবা, কেষ্টোর কত কাণ্ডই না শুন্‌তে পাই! চণ্ডেপাগলাকেত' আমি অনেক দিন থেকেই দেখ্‌ছি, কৈ, এক গান গাওয়া—আর মাঝে মাঝে বকা ছাড়া আর ত' তার কোন গুণই দেখ্‌তে পাইনি? এর মধ্যে লোকে তার এত কাণ্ড কোথা থেকে দেখ্‌লে? বাবা! লোকের অসাধ্য কার্য্য পৃথিবীতে দেখ্‌ছি কিছুই নেই? পাগলাটাকে একেবারে ভগবানের সঙ্গে সমান ক'রে ফেলেছে? আবার দেখি,—কেউ কেউ—"চণ্ডীরাম—প্রভু! দয়া কর, দয়া কর ব'লে কাঁদ্‌ছে,"—একি বাবা? কিছুই ত' বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা!—নাঃ—এত রকমও আছে। (চিন্তা করিয়া) কিন্তু একটা কথা হচ্ছে যে, এতলোক—মায়—মহারাজ পর্য্যন্ত, সকলেই কি নির্ব্বোধ? আর আমি একলাই কি বুদ্ধিমান্? এই রাজ্য শুদ্ধ লোক সকলেই কি ভুল বুঝেছে? আর আমিই কেবল ঠিক বুঝেছি? না, তা কথনই হ'তে পারেনা। সকলে যাকে দেবতা ব'লছে, অবশ্যই তার কোন না কোন গুণ আছেই আছে! আমি হয়ত সে গুণ দেখ্‌তে পাইনি, আমার অদৃষ্ট হয়ত সে গুণ দেখবার যোগ্য নয়! না—না, আমারই ভুল,

সকলে ঠিক বুঝেছে। চণ্ডীরাম দেবতা, নিশ্চয় দেবতা, তা নইলে পথের ভিখারীকে রাজসিংহাসনে বসালে কেমন ক'রে? না—না, মাধব ত তার অদৃষ্ট গুণে পেয়েছে। এ সংসারে অদৃষ্টই মূল! তবে কেন আমি বুঝেও বুঝিনি! মিছে কেন ভেবে মরি?—অদৃষ্টে যা আছে তা হবেই। চণ্ডীরাম যদি দেবতাই হয়, তাতে আমার কি? আমার অদৃষ্টে যদি দেবদর্শন থাকে, তবে চণ্ডীরামকে নিশ্চয়ই দেবমূর্ত্তিতে আমার কাছে আস্‌তে হবে, আর আমার অদৃষ্টে যদি না থাকে, তবে হাজার চেষ্টা ক'র্‌লেও কিছুই হবেনা, যে চণ্ডীরাম, সেই চণ্ডীরামকেই আমি দেখ্‌বো! না, আর বৃথা আমি চিন্তা ক'র্‌বো না, অদৃষ্টে যা থাকে হবে, আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, মাধবের ব্যাপার দেখে আমার এ বিশ্বাস খুব হ'য়েছে, যে—অদৃষ্টই হ'ল মূল। মানুষের চেষ্টায় কিছুই হয় না। অদৃষ্টে যা আছে তা হবেই, বৃথা তবে চিন্তা করা কেন?

(চণ্ডীরামের প্রবেশ।)

চণ্ডী। বলি কি গো বিপর্য্যয় মশাই! এরূপ নির্জ্জন পথে দাঁড়িয়ে কি চিন্তা ক'র্‌ছেন?

বিপ। (স্বগতঃ) একি চণ্ডীরাম এখানে কোথা থেকে এল! এও কি অদৃষ্ট নাকি? যদি তাই হয় হ'ক, তাতেই বা চিন্তা কি? এক বই আর দুটী রাস্তাত নেই, অদৃষ্টে যা

আছে তা হবেই। দেখি চণ্ডীরাম কে? এবং কি উদ্দেশ্যেই বা এসেছে?

চণ্ডী। বলি মশাই কি আমার সঙ্গে আর বাক্যালাপ ক'র্‌বেন না নাকি? তা এতে আমার দোষ কি বলুন? যার অদৃষ্টে যা থাকে তা আপনিই হয়, আমি আর তার কি কর্‌বো বলুন? আপনিত' সেটা এখন বেশ বুঝ্‌তে পেরেছেন?

বিপ। তুমি কে?

চণ্ডী। তুমিও যে, আমিও সে।

বিপ। আমিও যে তুমিও সে, একি রকম কথা? আমিত' আজ কাল ঘৃণিত কুকুর হ'তেও অধম! আর তুমিত' দেবতা হয়েছ শুনতে পাচ্ছি?

চণ্ডী। তুমিও ত' আজ কাল দেবতা হব হব হ'য়ে দাঁড়িয়েছ দেখ্‌তে পাচ্ছি।

বিপ। সে কি রকম?

চণ্ডী। তোমারও যে রকম, আমারও সেই রকম।

বিপ। আমার রকমতো দেখতেই পাচ্ছ? খুনী আসামীর মতন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি।

চণ্ডী। তুমিও কোন্ আমার রকম না দেখতে পাচ্ছ? আমিও পাগল হ'য়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি!

বিপ। তুমি পাগল হ'লে কি হ'বে তোমার রকমত' এখন বেশ হয়েছে, তুমি মহারাজের মাথার মণি হয়েছ,—আবার কি চাও?

চণ্ডী। তুমি ও সকলের ঘৃণিত হলে কি হ'বে আমি আবার

তোমায় আমার মাথার মণি ক'র্‌তে ইচ্ছে করেছি! তুমিই বা আবার কি চাও?

বিপ। কি! তুমি আমায় তোমার মাথার মণি ক'রতে এসেছে? তোমার হৃদয়ে কি এত উচ্চতা? তোমার প্রাণে কি এত দয়া? তোমার হৃদয়ে কি এত মাহাত্ম্য আছে? আমি যে পৃথিবীর সমস্ত লোকের কাছে ঘৃণিত, জঘন্য, হেয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু তুমি আমায় এখন' ঘৃণা করনি? ওঃ, বুঝেছি লোকে যে কেন তোমায় দেবতার স্থানে সংস্থাপিত ক'রেছে? তুমি দেবতা! নিশ্চয়ই দেবতা, দেবতার চেয়েও যদি কিছু বড় থাকে, তবে তুমি সেই! তা নইলে তুমি এই নরাধম মহা-পাতকীকে উদ্ধার ক'র্‌তে স্বয়ং আস্‌বে কেন? আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি, ক্রমে আমার চক্ষু খুল্‌ছে,—আমি এইবারে তোমার দেবমূর্ত্তি দেখ্‌তে পাচ্ছি!—এই যে এই যে, তোমার পতিতপাবন-মূর্ত্তি! এই যে—এই যে, তোমার করুণা মাখান প্রশান্ত মূর্ত্তি! প্রভু! দয়াময়! আর যে আমি তোমায় পাপ চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছিনি! আমি যে আনন্দে চৈতন্যহীন হ'য়ে যাচ্ছি। প্রভু! এ অধমের প্রতিও এত দয়া ক'রেছেন! দয়াময়! আমায় রক্ষা করুন, রক্ষা করুন! ভীষণ অনুতাপানল থেকে আমায় উদ্ধার করুন! (ক্রন্দন ও পদদ্বয় ধারণ)

চণ্ডী। বিপর্য্যয়! তোমার চ'খের জলে তোমার সমস্ত পাপ ধৌত হ'য়ে গেল। বিপর্য্যয়! এখন তুমি পরম পবিত্র

পুণ্যময় জীবন প্রাপ্ত হ'য়েছ। তোমাকে আজ আমি একটী কথা বলি!—পৃথিবীতে যে এতদিন কাটালে? কি কাজ ক'র্‌লে ব'ল্‌তে পার? দুর্লভ মনুষ্য জীবনে কি স্বার্থ—চিন্তাটাকেই সার ব'লে জান্‌লে? আর কি সংসারে চিন্তা কর্‌বার কিছুই পেলেনা? বিপর্য্যয়! একবার বেশ ক'রে ভেবে দেখ দেখি! তুমি কে? কেন সংসারে এসেছ? আবার কোথায় চ'লে যাবে?

বিপ। প্রভু! আমি নারকী! আমি ঘোর ব্যভিচারী! আমি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন! এতদিন আপনাকে সামান্য মানব, পাগল ব'লেই উপেক্ষা ক'রে এসেছি! দয়াময়! আমায় রক্ষা করুন! আমার পাপময় জীবনে শান্তিদান করুন! আমি এখন বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি, মানুষের ভেতরেই দেবতা থাকে। আপনি দেবতা! সকলের দেবতা! পৃথিবীর দেবতা! আমার প্রাণের দেবতা! আমাকে রক্ষা করুন!—আমি মহাপাপী!—

চণ্ডী। বিপর্য্যয়! বেশ করে বুঝে দেখ! মানুষ কেন এই পৃথিবীতে সৃষ্টি হ'য়েছে? আহার, নিদ্রা, মৈথুনের জন্য মানুষ কখনই সৃষ্টি হয়নি। মানুষ ভগবানের সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ, মানুষ ভগবানের অতি সন্নিকটেই অবস্থিত। মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য অতি ভয়ঙ্কর, অতিশয় দায়িত্বপূর্ণ। মনুষ্যজীবন পশুর অনুকরণীয় নহে? মনুষ্য-জীবনের সম্মুখে ভীষণ কর্ত্তব্যের স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে, মানব জন্ম অবহেলার সামগ্রী নহে। বিপর্য্যয়! স্বার্থ-সুখ চিন্তায়

উন্মত্ত হ'য়েছিলে? স্বার্থ কি? স্বার্থ কতটুকু? এই অনন্ত বিস্তৃত পৃথিবীর কোটি কল্প জীবের চিন্তার নিকট তোমার স্বার্থ কতটুকু? একবার ভাব দেখি, যিনি এই বিশ্বচরাচরে স্থাবর, জঙ্গম, কীট, পতঙ্গ, মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতির জন্য সর্ব্বদা চিন্তিত, তিনি কত মহান্! কত মহৎ। বিপর্য্যয়! এই দুর্লভ জনমে কি আমাদের একবার তাঁকে চিন্তা করায় কোন আনন্দ নেই? যিনি আমাদের জন্যে সর্ব্বদাই চিন্তা সাগরে ডুবে আছেন, আমরা কি এক বার তাঁকে ভুলেও চিন্তা ক'র্‌তে অবসর পাই না? বিপর্য্যয়! একবার ভাল ক'রে বুঝে দেখ, তুমি মানুষ হ'য়ে মানুষের অনুগ্রহ লাভের জন্য জীবন পাত কচ্ছিলে? পরকালের দিকে একবার ফিরেও দেখনি? বিপর্য্যয়! মানুষের দ্বারা কি মানুষের কখন কোন উপকার হয়? মানুষ কতটুকু? মানুষের কি শক্তি? মানুষের অনুগ্রহ স্বার্থময়; মানুষের যতটুকু স্বার্থ, মানুষের কাছে ততটুকুই অনুগ্রহ লাভের সম্ভাবনা! মানুষ পদে পদে মানুষের ছিদ্র অন্বেষণ করে, পদে পদে মানুষ মানুষকে দোষী কর্‌বার চেষ্টা করে, মানুষের জীবন ক্রটী পূর্ণ, তাই মানুষ মানুষের এত ক্রটী অনুসন্ধান করে! ভৃত্য জীবন পাত ক'রেও প্রভুর কার্য্য সম্পন্ন ক'র্‌লে, প্রভু তাতে সন্তুষ্ট হয় না, বন্ধু বন্ধুর, সহোদর সহোদরের, আত্মীয় আত্মীয়ের, সকলেই সকলের দোষ গ্রহণ করে, পূর্ণ মাত্রায় কাকেও মার্জ্জনা ক'র্‌তে পারে

না ; এমন কি পিতা মাতা যাঁর চেয়ে আপনার এ সংসারে কেউ নেই! সেই পিতা মাতাও পুত্রের দোষ দর্শনে সময়ে সময়ে পুত্রকে ত্যজ্য পুত্র করেন। কিন্তু বিপর্য্যয়! একবার ভেবে দেখ দেখি? আমরা ভগবানের কাছে পদে পদে কি অপরাধই না ক'র্‌ছি? এমন কোন অপ-রাধ হয়ত পৃথিবীতে নেই, যে অপরাধ আমরা তাঁর কাছে প্রতিপদে না করি? কিন্তু তিনি এম্‌নি দয়াময়! আমা-দের প্রতি তাঁর এম্‌নি অনন্ত স্নেহ! আমাদের জন্য তিনি এমন করুণাময়! এমন ক্ষমাশীল! যে সে কথা ব'ল্‌তে ব্রহ্মাও চৈতন্য শূন্য হ'য়ে পড়েন! জীব পদে পদে তাঁর কাছে অপরাধ ক'চ্ছে; ভগবান্‌ নিজগুণে জীবের সব দোষ মার্জ্জনা করেন, জীবের দারুণ দুর্গতি হরণ করেন, জীবকে তাঁর সেই পরম পবিত্র শান্তিময় কোলে স্থান দান করেন। বিপর্য্যয়! তাঁর গুণের কথা আর আমি ব'ল্‌তে পাচ্চিনি! আমার কণ্ঠ রোধ হয়ে আস্‌ছে! তাঁর সেই অপার করুনা সাগরের সুধার স্রোতে আমি যেন কোথায় ভেসে চলে যাচ্ছি! বিপর্য্যয়! এস! যদি শান্তি সুধার অনন্ত স্রোতে অনন্ত সুখে ভাস্‌তে চাও! তবে এস প্রাণভরে আমরা তাঁর নাম গান করি।

বিপ। প্রভু! তুমিই আমার ভগবান্‌ তুমিই আমার জগদীশ্বর! তোমার করুণার সীমা নেই! আমি আর কিছুই চাইনি, আমি আর কারুর নাম ক'রতে চাইনি, তোমার পবিত্র নামই আমার এখন একমাত্র সম্বল। তুমিই এখন আমার

এক মাত্র উদ্ধার কর্ত্তা! আমি এখন ঐ নামই কেবল জীবনের সম্বল ক'র্‌বো। জয় প্রভু চণ্ডীরামের জয়! জয় প্রভু চণ্ডীরামের জয় !!

চণ্ডী। বিপর্য্যয়! তুমি আমি এক, এখন তোমার আমার মনও একভাবাপন্ন, এস মনকে বুঝিয়ে বলি।

চণ্ডীরামের—— গীত।

মন ভেবে দেখ্ দেখিরে!
এত ভাবনা কিসের তরে?
খেলাঘরে খেল্‌তে এসে,
কেনরে তোর লাগে দিশে!
দিশে হারা হ'য়ে কেন, মিছে মরিস্ হা হা ক'রে!
(এই) বিশ্ব নাট্যশালা মাঝে,
এসেছিস্ রে নট সাজে,
অভিনয়ের নেশায় ম'জে, কেন ভুলে থাকিস্ তাঁরে
যবনিকা পতন হ'লে,
দেখ্‌বেনা কেউ তোকেও ভুলে,
(ওরে) থাক্‌বেনা তোর হাত পা নাড়া,
তখন সবাই তোকে বল্‌বে মড়া!
ছড়া দিয়ে নিয়ে যাবে, তোকে ঘৃণায়
কেউত ছোঁবে নারে।

তবে মিছে কাযে মিছে কেন, ভুলে থাকিস্
মোহের ঘোরে ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শয়ন কক্ষ।

(পালঙ্কোপরি মাধব মাধবী সালিঙ্গনে উপবিষ্ট)

মাধব। মাধবি! সেই এক দিন, আর এই এক দিন। সেই আমি, সেই তুমি। এক দিন আমি তোমার সঙ্গে একটী কথা কইবার জন্যে কত ভীত, শঙ্কিত, কুণ্ঠিত হয়েছি! তুমি যে এ অভাগার হৃদয় রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হবে, এ আশা যেন আমার দুরাশার স্বপ্ন ব'লে মনে হ'ত। কিন্তু আজ জানি না? কোন্ তপস্যা বলে, কোন্ পুণ্যফলে তোমার ন্যায় লক্ষ্মী স্বরূপিণী সহধর্ম্মিণী প্রাপ্ত হয়েছি! গুরু দেবের অপার করুণায় আজ এই দরিদ্র মাধব, তোমার ন্যায় অমূল্য রমণী রত্নকে হৃদয়ে ধারণ ক'ত্তে সমর্থ হ'ল। গুরুদেবের কৃপায় আজ এই পথের ভিখারী রাজ সিংহাসনে। জানিনা, আমার প্রতি তাঁর এত স্নেহ, এত দয়া কেন? আমার বোধ হয়, তোমার সৌভাগ্য বলেই আমার এই সুখ ঐশ্বর্য্য

লাভ হ'ল। তুমি লক্ষ্মী, তাই তোমার সম্মিলনে আজ আমার এত লক্ষ্মীশ্রী হ'ল।

মাধবী। জীবনাধিক! তুমি কি বল্‌ছ? তোমার সৌভাগ্য বলেই আজ আমি রাজরাণী। তুমি সর্ব্বসুলক্ষণ যুক্ত, তুমি তোমার ভাগ্য বলেই রাজ সিংহাসন পেয়েছ! তুমি আদর্শ ধার্ম্মিক, তাই গুরুদেব তোমায় তাঁর স্নেহের কোলে স্থান দিয়েছেন। আমি বহু ভাগ্যবতী, তাই তোমার ন্যায় দেবোপম পতি পেয়েছি! আমায় তুমি আর অত ক'রে ব'লনা! আমি তোমার আশ্রিতা দাসী, চরণ সেবার অধিকারিণী মাত্র।

মাধব। মাধবি! তোমার গুণের কথা আমি একমুখে ব'ল্‌তে পারিনি! তুমি মানবী রূপে দেবী। তোমায় আমি কি ক'রে কি দিয়ে সন্তোষ ক'র্‌বো তা জানিনি। আমার ইচ্ছে করে, আমি আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের মাঝে তোমাকে লুকিয়ে রেখে প্রাণ ভ'রে ধ্যানে জ্ঞানে তোমায় দেখি। পৃথিবীর মলিন বায়ু যেন তোমার ঐ স্বর্গের পবিত্র মূর্ত্তি স্পর্শ কর্‌তে না পারে।

মাধবী। নাথ! তোমার এই কৃপাপূর্ণ সোহাগই আমার স্বর্গ-সুখের নিদান। দাসী আর অধিক আকাঙ্ক্ষা করে না! দাসী অত উচ্চ স্থানের অধিকারিণী নয়! আমি তোমার চরণের ধূলা, আমি ঐ চরণে একটু আশ্রয় প্রাপ্ত হ'লেই আমাকে কৃতার্থ জ্ঞান ক'র্‌বো।

মাধব। মাধবি! প্রিয়তমে! আমার জীবনের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী!

তুমি আমার জীবনের জীবন। গুরুদেব! গুরুদেব! আমার জীবন স্বরূপিনী মাধবীকে আপনার শ্রীচরণে স্থান দেবেন! প্রভু! আমি মাধবীকে কোথায় রাখ্‌বো? কেমন ক'রে সুখী ক'র্‌বো? আমি দরিদ্র, এ অমূল্য রত্ন নিয়ে কোথায় রাখ্‌বো?

মাধবী। নাথ! প্রিয়তম! আমার হৃদয়ের দেবতা! এ কি বল্‌ছো? এত সোহাগে আমি যে এখনি সংজ্ঞাশূন্য হ'য়ে প'ড়্‌বো! আমি কি এত সোহাগের উপযুক্তা?

মাধব। মাধবি! তুমি যে কি! তা আমি ব'লতে পারিনি! মাধবি! সত্যি ক'রে বল—তুমি কে? দেবী না মানবী?

মাধবী। নাথ! আমি তোমার আশ্রিতা দাসী, শ্রীচরণ সেবিকা।

মাধব। মাধবী! তুমি আমার? আমি তবে কে? আমি কি সেই মাধব? একদিন যার সঙ্গে ঘৃণায় কেউ কথা কয়নি, যাকে সকলে একটা পথের কুকুরের সঙ্গে সমান চক্ষে দেখেছে,—আমি কি সেই মাধব? যদি আমি সেই, তবে আবার একি দেখ্‌ছি? আজ সংসার শুদ্ধ লোক আমাকে একটীবার দেখ্‌বার জন্যে, আমার সঙ্গে একটী কথা কইবার জন্যে কাতর নয়নে চেয়ে আছে কেন? আমাকে আজ দেবতার স্থানে সমাসীন ক'রে, সকলে পুষ্পমাল্য হাতে করে দাঁড়িয়ে র'য়েছে কেন? কৈ,—আমার ত' কিছুই পরিবর্ত্তন হয়নি?—আমি তখনও যে মাধব ছিলুম, এখনও সেই মাধবই র'য়েছি। তবে আমার এত অভ্যর্থনা, এত সমাদর, এত সম্মান কেন?

মাধবী। নাথ! এ সংসারে ঐশ্বর্য্যই পূজনীয়! সংসারের সাধারণ মানুষেরা কেবল ঐশ্বর্য্যকেই পূজা করে, তারা মানুষের কোন গুণের দিকে লক্ষ্য করে না। ঐশ্বর্য্যবান্ হ'লেই —মানুষ এ সংসারে দেবতার স্থান পায়। সংসার তার পদানত দাস হ'য়ে, তার তুষ্টিতে নিজের তুষ্টি লাভ করে, ঐশ্বর্য্যশালীকে সংসার দেবতা জ্ঞানে পূজা করে।

মাধব। মাধবি! এ ঐশ্বর্য্যকে ধিক্! যে ঐশ্বর্য্য বলে নরকের ঘৃণিত পিশাচও সংসারের চক্ষে সম্মানিত হয়, সে ঐশ্বর্য্যে ধিক্! সংসার গুণের দিকে লক্ষ করে না! সর্ব্ব গুণাধার আদর্শ মানুষও অর্থ হীন হ'লে সংসার তাকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দর্শন করে। হায় সংসার! কবে তোমার এই অজ্ঞানতার অন্ধকার বিমোচন হবে? কবে তুমি গুণগ্রাহী হ'য়ে, গুণীর সম্মান ক'র্‌তে শিখ্‌বে? গুরুদেব! এই ভ্রান্তজীবকে কেন এই ঐশ্বর্য্য-সাগরে নিমগ্ন ক'র্‌লেন? আমার পরিণাম যে কি হবে, তা আমি জানিনা প্রভু! দয়াময়! আমায় সম্পদে বিপদে সুখে দুঃখে রক্ষা করুন! ঐ চরণে যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে! ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হ'য়ে যেন আমি আত্মবিস্মৃত না হই! প্রভু! প্রাণের দেবতা! আমার প্রাণের বেদনা অবগত হ'য়ে, আমাকে অন্তরীক্ষ হ'তে এই আশীর্ব্বাদ করুন!

(প্রণত হওন।)

(সন্ন্যাসী বেশে কুমার সিংহের প্রবেশ।)

কুমা। মাধব! ভাই! বুঝি আমাদের কপাল ভাঙ্‌লো? গুরু-

দেব বুঝি আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে যাবেন? তুমি শীঘ্র এস! আমি তাঁর ভাব কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা।

মাধব। দাদা! দাদা! তুমি কি বল্‌ছো? আমিও যে কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না!—এর চেয়ে আমার মাথায় যে বজ্রাঘাত হওয়া ভাল ছিল।

কুমা। ভাই! তুমি শীঘ্র এস! মাধবী! তুইও আয়! গুরুদেব আমাদের সকলকে একসঙ্গে তাঁর কাছে যেতে ব'লেছেন। তিনি নদী তীরে সমাধিস্থ হ'য়েছেন, আমায় ব'ল্লেন "কুমার! আজ একবার সকলকে আমার কাছে ডেকে আন্, আজ আমি সকলকে এক সঙ্গে দেখি! আজ আমার বড়ই আনন্দের দিন। ভাই! গুরুদেবের এ ভাব কেন হ'ল?

(ক্রন্দন)

মাধব। দাদা! বুঝেছি, আমি সব বুঝেছি, স্রোতস্বিনী সাগরাভিমুখে ছুটেছে, কেউ তার গতিরোধ ক'র্‌তে পার্ব্বেনা। চল, আমরা তাঁর অনুমতি প্রতিপালনে প্রস্তুত হই। এইবার মাধবি! জীবনের ধ্রুব নক্ষত্রের পবিত্র' আলোক বুঝি জন্মের মত নির্ব্বাণ হয়! আবার বুঝি সংসারের ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন হ'তে হবে! এস, একবার সেই পবিত্র চরণ দর্শন ক'রে আসি! জানিনা ভবিষ্যতে কি হবে? গুরুদেব! জীবনে মরণে আপনার শ্রীপাদ পদ্মই আমাদের একমাত্র ভরসা।

মাধবী। গুরুদেব! আপনি গেলে আমরা আর কার ভরসায়

সংসারে থাক্‌বো ? কে আমাদের স্নেহপূর্ণ করুণা নয়নে দেখ্‌বে ? দাদা ! কি হবে দাদা ?　　(ক্রন্দন)

মাধব। মাধবি ! কেঁদনা, তিনি যা ক'র্‌বেন, জেনো, সব আমাদের মঙ্গলের জন্য। তিনি ইচ্ছাময়! তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের কোন ইচ্ছা করা যুক্তি সঙ্গত নয়। এখন চল, তাঁর দেবমূর্ত্তি দর্শন ক'রে আমরা জীবন সার্থক করিগে।

কুমার। গুরুদেব ! গুরুদেব ! প্রভু ! ইচ্ছাময় ! দেখ' প্রভু, আমাদের যেন জীবনে মরণে ঐ চরণেই ভক্তি থাকে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

গ্রাম্যপথ।

নেপথ্যে।—জয় প্রভু চণ্ডীরামের জয় ! পতিত পাবন চণ্ডীরামের জয় !!

(বৃদ্ধ নাগরিকের প্রবেশ।)

বৃ-নাগ। (বিরক্তভাবে) আঃ ! বেটারা দেখ্‌ছি আমায় দেশত্যাগী ক'রে ছাড়্‌লে ? বেটাদের দিন নেই, রাত নেই চব্বিশ ঘণ্টা "জয় চণ্ডীরামের জয়"—"জয় চণ্ডীরামের জয়" ! একি রে বাবা ? কেন, চণ্ডীরামের হয়েছে কি ? সেটা একটা পাগলা, আমি তাকে হ'তে দেখ্‌লুম, সেটা রঘুরাম ভাটের ছেলে চণ্ডে পাগলা,—তাকে কিনা আজ বেটারা অবতার বোলে আরাধনা ক'চ্ছে ? আ মর বেটারা, কেষ্ট গেল—

গেল,—শিব গেল—দুর্গা গেল,—কালী গেল—তেত্রিশ কোটি দেবতা—সব গেল,—বেটারা কি না একটা হুজুগ ক'রে, সেই চণ্ডে পাগলকে দেবতা ব'লে চেঁচাচ্ছে? আ মর বেটারা! দেখনা—দেখনা সব মেয়ে মদ্দে দল বেঁধে চলেছে! দাঁড়াও ত আজ বেটাদের সব ভ্রম দূর কচ্ছি! চণ্ডে পাগলার কথাটা সব খুলে একবার বেটাদের বলি!—আসুক না বেটারা!

(গ্রাম্য পুরুষ ও স্ত্রীগণের প্রবেশ।)

সকলে। জয় প্রভু চণ্ডীরামের জয়! জয় প্রভু চণ্ডীরামের জয়!!

১ম-পু। ওহে চল—চল শীগ্‌গির চল! প্রভু নাকি আজ সমাধিস্থ হয়েছেন। চল—একবার সেই পবিত্র দেবমূর্ত্তি দর্শন ক'রে জীবন সার্থক করিগে।

বৃ-নাগ। বলি ওরে বেটারা! কিসের এত জয় জয়কার হ'চ্ছে রে, বেটারা! মাগী মদ্দে সব জোট বেঁধে কোথায় চ'লেচিস্ বল্ দেখি?

১ম-পু। সেকি ঠাকুদ্দা! তুমি যে আমাদের একেবারে অবাক্ ক'রে ফেল্লে! স্বয়ং ভগবান্ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন, দেশ শুদ্ধ লোক, এমন কি মহারাজ পর্য্যন্ত তাঁর শরণাগত হয়েছেন, আর তুমি আমাদের জিজ্ঞাসা ক'চ্ছ আমরা কোথায় চলিছি? আমরা সেই ভগবান্ দর্শন ক'রে জীবন সার্থক ক'র্‌তে চলেছি।

বৃ-নাগ। পাজী বেটা, ছুঁচো বেটা, নচ্ছার বেটা, বেল্লিক বেটা, যতবড় মুখ তত বড় কথা? আমার সাম্‌নে সেই কাল্‌কের

ছেলে, রঘুরাম ভাটের বেটাকে কিনা ভগবান্ ব'লে সম্বোধন করা ? অ্যাঁ বেটাদের হয়েছে কি ?—একেবারে মতিচ্ছন্ন ধরেছে ?

সকলে। জয় প্রভু চণ্ডীরামের জয় ! জয় অধম তারণ পতিত পাবন প্রভু চণ্ডীরামের জয় !!

২য়-পু। প্রভু ! এই বুড়োর সুমতি দেন ! প্রভু ! প্রভু ! এই বুড়োকে মহাভ্রম থেকে উদ্ধার করুন।

বৃ-নাগ। বেটা ! আমাকে উদ্ধার ক'র্‌বে ? আমাকে উদ্ধার ক'র্‌বে কেরে বেটা ? সেই চণ্ডে পাগ্‌লা ? সে তোদের চোদ্দপুরুষকে উদ্ধার করুক,—পাজী বেটারা !

২য়-পু। আহা ঠাকুদ্দা ! তোমার আশীর্ব্বাদ যেন সত্য হয়, প্রভু যেন আমাদের চোদ্দপুরুষকেই উদ্ধার করেন।

১ম-পু। তাঁর অনন্ত মহিমা ! তিনি মনে ক'র্‌লে কি না ক'র্‌তে পারেন ?

৩য়-পু। তিনি মনে ক'র্‌লে এই ঠাকুদ্দাকে পর্য্যন্ত উদ্ধার ক'র্‌তে পারেন।

বৃ-নাগ। ফের বেটা ঐ কথা ? মুখ সাম্‌লে কথা ক' বল্‌ছি ? আ মর বেটারা ! তোদের মতিচ্ছন্ন ধ'রেছে ব'লে কি, আমারও ধ'র্‌বে নাকি ? বেটারা হুজুগে, হুজুক পেলে, আর কিছু চায় না। আ মর বেটারা,—বেটাদের বুকের পাটাও ত বড় কম নয় ? ওরে বেটারা ! ভগবানের সঙ্গে কি ঠাট্টা তামাসা ? মুখ খানি যে খ'সে যাবেরে বেটারা ! একটা পাগলাকে কি না ভগবানের সঙ্গে

তুলনা করা? থাক্‌—বেটারা থাক্‌, এর ফল হাতে হাতে পাবি এখন!

১ম-পু। ঠাকুদ্দা! হাতে হাতে ফল পেয়েছি বলেই ত মজিছি। শুধু আমরাই কি ম'জিছি! রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই মজেছে, প্রভুর করুণা সকলেই প্রাপ্ত হ'য়েছে। কিন্তু ঠাকুদ্দা! জানি না, তুমি কেন সে করুণায় বঞ্চিত হ'য়েছ?

বৃ নাগ। ওরে শালা! আমায় করুণা ক'র্‌বে কেরে শালা? শালাদের যা মুখে আস্‌ছে তাই ব'ল্‌ছে! এ শালারা হ'ল কি? কালকের চণ্ডে আমায় আবার করুণা ক'র্‌বে?

২য়-পু। আচ্ছা ঠাকুদ্দা! তুমি অত চোট্‌চো কেন?

বৃ নাগ। চট্‌ছি কেন? শালাদের কথায় আমার পিত্তি শুদ্ধ চটে যাচ্চে। আবার শালা বলে চোট্‌ছো কেন?

২য়-পু। আচ্ছা ঠাকুদ্দা! আমরা কি এমন অন্যায় কথা বলেছি? যাতে তোমার পিত্তি চ'টে গেল?

বৃ-নাগ। আবার এর চেয়ে কি অন্যায় ব'ল্‌বিরে শালারা? এর চেয়ে আমায় বাপান্ত করা যে ভাল ছিল রে শালারা! রঘুরাম ভাটের ছেলেকে, আমার সাম্‌নে ভগবান্‌ বলা? এর চেয়ে আমায় দুঘা মার্‌লিনি কেন রে শালারা!

২য়-পু। আচ্ছা ঠাকুদ্দা! তুমি অত না রেগে, একটু আস্তে আস্তেই কথা কও না? তুমি প্রভুর সম্বন্ধে কি ব'ল্‌তে চাও বল! আমরা তোমায় তারপর সব বুঝিয়ে দিচ্ছি।

বৃ-নাগ। শালা আমার কি নদে থেকে পণ্ডিত এসেছে রে!

আমায় সব কথা বুঝিয়ে দেবে! আরে আমায় আবার .কি বোঝাবিরে শালারা! বোঝাগে তোর বাবাকে।

১ম-পু। বাবাকেত বোঝান হ'য়েছে। এখন বাবার বাবাকে বোঝাতে পারলেই যে হয়।

২য়-পু। আচ্ছা ঠাকুদ্দা! অত চটাচটির দরকার নেই, হয় তুমি আমাদের বুঝিয়ে দাও, নয় আমরা তোমায় বুঝিয়ে দি! বৃথা বিবাদে দরকার কি?

বৃ-নাগ। আমায় আবার তো শালারা কি বোঝাবিরে শালা? আমি তোদের হ'তে দেখ্‌লুম, এখনও শালাদের গায়ে আঁতুড়ে গন্ধ রয়েছে; শালারা আবার আমায় বোঝাতে চায়?

১ম-পু। আচ্ছা ঠাকুদ্দা! তুমিই না হয় আমাদের বুঝিয়ে দাও? আমরা ব'ল্‌ছি ভগবান্ "চণ্ডীরাম রূপে" অবতীর্ণ হয়েছেন।

বৃ-নাগ। তো শালারা যদি এখন ব'লিস্ ভগবান্ কাট কাট্‌ছে, তা আমাকেও কি তাই বল্‌তে হবে নাকি?

১ম-পু। আচ্ছা ঠাকুদ্দা! তুমিই আমায় বুঝিয়ে দাও, অবতারের লক্ষণ কি?

বৃ-নাগ। অবতারের লক্ষণ কি? আরে অবতার অম্‌নি যাকে তাকে ব'ল্লেই হ'ল আর কি? চণ্ডে পাগলা অবতার, রাম সিং দরওয়ান অবতার, লক্ষ্মণ মুদি অবতার, তোরাও সব এক একটা অবতার, তবে আর ভাবনা কি?

২য়-পু। না না ঠাকুদ্দা! তুমি রাগ ক'রনা। তুমি আমাদের যা ব'ল্‌বে, আমরা তাই শুন্‌বো। এখন অবতারের লক্ষণ কি তা বল?

বৃ-নাগ। আরে শালারা! আগে দুচার খানা শাস্ত্র প'ড়ে দেখ্, তারপর বুঝ্‌তে পার্‌বি অবতার কাকে বলে! অবতার অম্‌নি হ'লেই হ'ল আর কি! শাস্ত্রে ব'ল্‌ছে——

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংরক্ষণার্থায়, সম্ভবামি যুগে যুগে॥

অর্থাৎ—তিনি যুগে যুগে অবতার হ'য়ে অবতীর্ণ হন। অবতারের বরাহ মূর্ত্তি চাই, কূর্ম্মাকৃতি চাই, নরসিংহ রূপ চাই—তাও যদি না হয়, তবে নিদেন চতুর্ভুজ—শঙ্খ—চক্র,—গদা—পদ্মধারীও হওয়া চাই। তা নইলে অম্‌নি একটা দু হাত দু পা ওলা মানুষ, সে আবার অবতার কিরে শালারা? শালাদের মনে যা আসে শালারা তাই বলে।

২য়-পু। আচ্ছা ঠাকুদ্দা! শ্রীরামচন্দ্রের ত দুহাত দুপা ছিল, তবে তাঁকে কেন অবতার বলা হয়?

বৃ-নাগ। আরে রাম চন্দ্রের কথা ছেড়ে দাও, তিনি হ'লেন ত্রেতার অবতার। তাঁর সঙ্গে কার তুলনা? তিনি সীতার অগ্নি পরীক্ষা আর সাগর উল্লঙ্ঘনের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

২য়-পু। আচ্ছা ঠাকুদ্দা! গৌরাঙ্গ প্রভুত আর সীতার অগ্নি-পরীক্ষার জন্য অবতীর্ণ হননি? তিনি ও ত দ্বিভুজ মানবাকৃতি ধারণ করেছিলেন।

১ম-পু। আবার বুদ্ধদেব রাজপুত্র হ'য়ে জন্ম গ্রহণ ক'রেও অবতার মধ্যে গণ্য হ'লেন। ঠাকুদ্দা! অবতার আকৃতিতে হয় না, অবতার কার্য্যে হয়। যিনি কার্য্যের দ্বারা জীবের

দুর্গতি হরণ ক'র্‌তে পারেন! যিনি অধার্ম্মিককে ধর্ম্ম পথে আনয়ন করেন, যিনি তাপীর তাপ জীবের দারুণ দুর্গতি হরণ করেন, যিনি পাপীর পাপ হরণ করেন, যিনি ধর্ম্ম বলের দ্বারা সংসারের সকল বলকে পরাজয় ক'রতে সমর্থ হন! আমরা তাঁকেই ঈশ্বরের অংশ, আদর্শ মানব বা অবতার ব'লে পূজা করি।

২য়-পু। আমাদের প্রভুর কোন্ গুণ যে নেই, তা জানিনা, আহা প্রভু আমাদের সর্ব্বগুণাধার! প্রভুর গুণের কথা ব'ল্‌তে গেলে পাষাণও গ'লে যায়! প্রভু জীবকে শিক্ষা দেবার জন্য কি কষ্টই না সহ্য ক'রেছেন, জীবের দুঃখে দুঃখিত হ'য়ে, প্রভু আমাদের পাগল হ'য়ে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ ক'রেছেন। আমরা এমন হতভাগ্য যে রত্ন হাতে পেয়েও চিন্তে পারিনি।

সকলে। জয় প্রভু চণ্ডীরামের জয়! জয় দয়ার অবতার চণ্ডী-রামের জয়!

বৃ-নাগ। আচ্ছা তোরা যে এত কথা ব'ল্‌ছিস্, আচ্ছা তোদের চণ্ডীরামের কথা শাস্ত্রে কোথাও লেখা আছে? আমি ও তোদের মনগড়া হুজুকে কথা শুন্‌তে চাই না। তোরাত' সব একটা হুজুগ পেলেই নেচে উঠিস্। আমি তোদের কথা শুন্‌তে চাইনা, আমি শাস্ত্র প্রমাণ চাই।

১ম পু। ঠাকুর্দ্দা, আমাদের শাস্ত্র, বেদ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সব ঐ প্রভু চণ্ডীরামের শ্রীচরণে, আমরা এখন ঐ শ্রীপাদপদ্মই জীবনের সার ক'রেছি। আমরা ধ্যানে, জ্ঞানে প্রভুর শ্রীচরণ

দর্শন করি। আমরা এখন আর কিছুই জানিনা, এখন গুরুদেবই আমাদের ভগবান্! "একমেবা দ্বিতীয়ম্!"

বু-নাগ। আচ্ছা চল্‌তো একবার তোদের চণ্ডীরামকে দেখে আসি? সে তোদের কি মায়ামন্ত্রে মুগ্ধ ক'রেছে দেখি?

১ম পু। ঠাকুদ্দা! চল—দেখ্‌বে চল; জীবন সার্থক ক'র্‌বে চল! ইহকালে স্বর্গসুখ ভোগ কর্‌বার বাসনা থাকে ত' চল!—দেখ্‌বে চল—সেই পাগল আজ কত লোককে পাগল ক'রেছে? ঠাকুদ্দা! মনের মলা মুছে ফেল। ছোট, বড়, উচ্চ, নীচ, সব ভুলে যাও! প্রত্যেক জীবে প্রত্যেক পদার্থে সেই চিন্ময় পরম পদার্থকে দেখ্‌তে থাক। ঠাকুদ্দা! পৃথিবীতে কিছুই নেই! সব স্বপ্ন—সব ছায়া, সব ক্ষণিক, সব মিথ্যা, কেবল একমাত্র তিনিই সত্য। এই জ্ঞান যার কাছে পাবে, তাঁকেই অবতার ব'লে মান্য ক'রো। এ সংসারে সবই তাঁর অবতার, তিনি আপনার মায়ায় আপনি বাঁধা। ঠাকুদ্দা! এ সংসারে কে কার? কে ছোট, কে বড়? এ সংসারে এক ছাড়া দুই নেই। সব তিনি, সবেতেই তাঁকে দর্শন কর! সকল বিষয়েই তাঁতে মগ্ন হও, তিনি এক, তিনি সত্য,—তিনি সর্ব্বময়, তিনি ছাড়া আর এ সংসারে কিছুই নাই। তিনিই প্রভু চণ্ডীরাম।

সকলে। জয় প্রভু চণ্ডীরামের জয়! জয় জগৎ গুরু চণ্ডীরামের জয়!!

বু-নাগ। (স্বগতঃ) তাইত, মনটা যেন কেমন কেমন কচ্ছে

একবার ভাল ক'রে দেখ্‌তে হ'ল, চণ্ডীরামটা কে? চণ্ডীরাম সত্যই কি দেবতা? আচ্ছা একবার দেখা যাক্, কি ব্যাপার্?

(নেপথ্যে সংকীর্ত্তন খোল করতালের ধ্বনি)

সকলে। জয় প্রভু চণ্ডীরামের জয়! জয় প্রভু চণ্ডীরামের জয়!

২য় পু। চল—চল—সকলে ঐ সংকীর্ত্তনের সঙ্গে আনন্দে প্রভুর নাম সংকীর্ত্তন ক'ত্তে ক'ত্তে প্রভুকে দর্শন ক'ত্তে যাই। সকলে বল—

সকলে। জয় প্রভু চণ্ডীরামের জয়! জয় প্রভূ চণ্ডীরামের জয়!!

[প্রস্থান।

বৃ-নাগ। একিরে বাবা? এযে কেষ্ট বিষ্টুর বেলাও এ রকম শুন্‌তে পাওয়া যায়নি। এযে দেশ শুদ্ধ চণ্ডীরামের নামে উন্মত্ত হ'য়েছে, না—ব্যাপারটা একবার ভাল ক'রে দেখ্‌তে হ'ল! (ভুলিয়া) জয় প্রভু চণ্ডীরামের জয়! (জিহ্বা কাটিয়া) এ্যাঁ কি বলে ফেল্লুম! ছি ছি ছি!!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

নদীতীরস্থ উপবন।

যোগাসনে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত হইয়া চণ্ডীরামের
উপবেশন। এক পার্শ্বে যোগমায়া, মাধবী
ও গ্রাম্যস্ত্রীগণ আসীনা। অন্য পার্শ্বে
অমরসিংহ, রঘুজী, রতনজী, মাধব,
কুমার, শঙ্কণ্, বিপর্য্যয় ও
গ্রাম্যপুরুষগণ
আসীন।

(সকলের চণ্ডীরামকে পুষ্প প্রদান ও প্রণাম করণ)।

সকলে। জয় প্রভু চণ্ডীরামের জয়! জয় প্রেমের অবতারের জয়! জয় জগৎগুরুর জয়!!

চণ্ডী। ওঁ নারায়ণম্! ওঁ নারায়ণম্! ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্!!

মাধব। (ক্রন্দন স্বরে) প্রভু! দয়াময়! সত্যই কি আমাদের এই অকুল পাথারে ফেলে চ'লে যাবেন? তবে আমরা কার কাছে থাক্‌বো? গুরুদেব! ভগবন্! এ সংসারে আমাদের আর কে আছে? আপনি গেলে আমাদের আর জীবন ধারণের ফল কি? না দয়াময়! আমি কখনই আপনাকে ছাড়্‌বো না, ছাড়্‌তে পার্‌বো না, আপনাকে

ছাড়্লে আর আমি এ প্রাণ রাখ্তে পার্বোনা। গুরুদেব! আমায় ছেড়ে যাবেন না। হে অনাথনাথ! আপনি ভিন্ন এ অনাথের আর এ সংসারে কেউ নেই। দয়াময়! আমার রাজ্য চাইনি, ঐশ্বর্য্য চাইনি, আমি পৃথিবীর কিছুই চাইনি। আমি কেবল মাত্র ঐ চরণে আশ্রয় প্রার্থনা করি! আমায় ঐ চরণে স্থান দান করুন! প্রভু! দয়াময়! আপনি আমাদের ছেড়ে যাবেন, এ কথা শোনার অপেক্ষা আমার মাথায় বজ্রাঘাত হ'ল না কেন? না দয়াময় না, আমি কখনই আপনাকে ছাড়্তে পার্বো না। আপনি আমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে চলুন। (ক্রন্দন)

চণ্ডী। মাধব! অত উতলা হ'ওনা! এ কার্য্যক্ষেত্র, এখানে কার্য্য ব্যতীত কিছুতেই নিস্তার নাই। চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, সসাগরা ধরা, সব কার্য্যে রত। মাধব! কার্য্য কর, কার্য্য শেষ হ'লে, তিনি আপনিই ডেকে পাঠাবেন। আমার কার্য্য শেষ হ'য়েছে, আর আমার এখানে থাক্‌-বার অধিকার নেই। ঐ তিনি আমায় ডাক্ছেন, আমায় তোরা ছেড়েদে! আর বেঁধে রাখ্বার চেষ্টা করিস্নি।

কুমার। লীলাময়! আপনার বিচিত্র লীলা, আমরা সামান্য মানব, কেমন ক'রে বুঝ্তে পার্বো? ইচ্ছাময়! এ সংসারের সমস্ত কার্য্য আপনার ইচ্ছাতেই নির্ব্বাহ হ'চ্ছে। কার সাধ্য আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করে। আপনার ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হবে।

চণ্ডী। কুমার! তুমি আমার সমস্ত শক্তির অধিকারী হও! মহামোহে বদ্ধ জীবের দারুণ দুর্গতি হরণ কর। জেনো, এ সংসারে কিছুই নেই, "একমেবাদ্বিতীয়ম্"।

কুমার। দয়াময়! গুরুদেব! প্রভু!

জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তি।
জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ॥
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন।
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥ (প্রণাম)

সকলে। (প্রণাম) প্রভু! আমাদের উপায় কি হবে?

চণ্ডী। ধর্ম্ম—ধর্ম্ম—ধর্ম্ম! ধর্ম্ম ভিন্ন জীবের আর অন্য উপায় নাই। ধর্ম্মের সেবা কর, উপায় খুব ভালই হবে। এই কুমার তোদের ধর্ম্মের পথ প্রদর্শক হবে।

অমর। প্রভু! দয়াময়! দাসের প্রতি কি অনুমতি!

চণ্ডী। মহারাজ অমরসিংহ! বাণপ্রস্থ, বাসনা বর্জ্জন, ঐকান্তিক মনে তাঁর চিন্তা, মুক্তি অনিবার্য্য।

সকলে। প্রভু! দয়াময়! আমরা কেমন ক'রে আপনাকে ছেড়ে দেব।

চণ্ডী। শরুণ্ সিংহ বাহাদুর! রঘুজী! রতনজী! বিপর্য্যয় সিংহ! তোমরা এই নূতন রাজত্বে "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" প্রচার কর। দেখ', যেন একটী কীটের প্রতিও কেউ অন্যায় আচরণ না করে!' এ রাজ্য যেন ধর্ম্মের রাজ্য হয়। এ রাজ্যে সকলে যেন ভাই ভাই হয়, তাহ'লে আর কারুর কোন দুঃখই থাক্‌বে না।

শকুণ্। হে ধর্ম্মের অবতার! আপনি যে রাজত্বে মানবদেহ ধারণ ক'রে জন্ম গ্রহণ ক'রেছেন, সে রাজত্বে আবার ধর্ম্মের অভাব কেমন ক'রে হবে! প্রভু—দয়াময়! এক-বার দেখুন, রাজ্যশুদ্ধ লোক আজ ধর্ম্মস্রোতে ভাসমান, আপনার পবিত্র নাম আজ সকলের জপমালা হ'য়েছে, আজ ঘরে ঘরে আপনার পবিত্র প্রতিমূর্ত্তির পূজা আরম্ভ হ'য়েছে, এ রাজ্যে আর হিংসা দ্বেষ কিছুই নাই। সকলেই যেন ভাই ভাই হ'য়েছে, আপনার অনন্ত স্নেহে বদ্ধ হ'য়ে, আজ সকলেই সকলকে স্নেহের চক্ষে দেখ্‌ছে। এ রাজত্ব এখন আপনার পবিত্র নামের ধর্ম্ম রাজত্ব হ'য়েছে, এ রাজত্ব এখন ধরাধামে অমরাপুরী।

সকলে। জয় প্রভু চণ্ডীরামের জয়! জয় প্রভু চণ্ডীরামের জয়! জয় ধর্ম্মরাজ্যের জয়!

(বেগে বৃদ্ধ নাগরিকের প্রবেশ।)

বৃ-নাগ। চণ্ডীরাম! চণ্ডীরাম! আমায় রক্ষা কর! আমায় রক্ষা কর! আমি জ্বলে মলুম—জ্বলে মলুম! আমি বুদ্ধিহীন, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারিনি, আমায় তুমি নিজগুণে মার্জ্জনা কর! আমি তোমায় এখন চিন্তে পেরেছি! আমার এখন চক্ষু ফুটেছে! তুমি দেবতা—তুমি দেবতার চেয়েও বড়। আমি এখন বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি। আমাকে রক্ষা কর! দারুণ সংসার পাশ থেকে আমায় রক্ষা কর!

চণ্ডী। তুমি এসেছ? আমি তোমার জন্যই এতক্ষণ ভাবছিলুম! আঃ! এখন আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে যেতে পার্‌বো, তোমার জন্যই মনটা কেমন কেমন কচ্ছিল, এখন আমার আর কোন চিন্তাই রইল না, আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে শুন্‌তে শুন্‌তে যাই,—তুমি একবার বল—ওঁ নারায়ণায় নমঃ—

সকলে। (সুরে) ওঁ নারায়ণায় নমঃ! ওঁ নারায়ণায় নমঃ!! ওঁ নারায়ণায় নমঃ!!!

চণ্ডী। আহা হা, কি মধুর নাম! আমি শুন্‌তে শুন্‌তে যাই, নাম ক'র্‌তে ক'র্‌তে যাই। (সুরে) ওঁ নারায়ণায় নমঃ!

সকলে। না প্রভু না, আমরা আপনাকে কিছুতেই ছেড়ে দিতে পার্‌বোনা।

বিপ। আপনাকে ছেড়ে আমরা কিছুতেই জীবন ধারণ ক'রে পারবোনা! দয়াময়! আমাদের ছেড়ে যাবেন না! আপনি গেলে আমরা কার কাছে থাক্‌বো? না গুরুদেব! আমাদের ছেড়ে যাবেন না! যদি একান্তই যাবার ইচ্ছা হ'য়ে থাকে? তবে আমাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে চলুন! আর আমরা এই প্রাণশূন্য কায়া নিয়ে পৃথিবীতে থাক্‌তে চাই নি!

চণ্ডী। তোদের ভক্তিতে আমি বাঁধা রইলুম, তোরা আমাকে যে যখন প্রাণ খুলে ডাক্‌বি, আমি তখুনি তার কাছে এসে উপস্থিত হব। আমার কায়া তোদের কাছেই রইল, কেবল ছায়াটা নিয়ে আমি চল্লুম! আর যে থাক্‌তে পারি না! ঐ যে জগৎ জননী আমার জন্যে কোল পেতে দাঁড়িয়ে

সঙ্কীর্ত্তন।

সকলে। প্রভু কি ভাবে আসিলে,
কি ভাবে ফিরিলে,
চিনিতে নারিনু মোরা।

স্ত্রী। পাগল সাজিয়ে, পাগলে ভুলায়ে,
করিলে হে দিশে হারা॥
(আমরা চিনিতে নারিনু তাই)

পু। মোরা পাগল ভাবিয়ে,
(প্রভু) তোমারে দেখিয়ে,
কতই ক'রেছি হেলা॥

স্ত্রী। তুমি পরম রতন, কে জানে তখন,
তুমি ভবপারের ভেলা।
(তাহ'লে কি মোরা করিহে হেলা)

পু। প্রভু নিজগুণে তুমি,
করুণা প্রদানে,
ঘুচালে হে ভব জ্বালা॥

সকলে। বল, জয় জয় চণ্ডীরামের জয়!
মোদের ঘুচে গেল ভব জ্বালা॥